মেঘদূত।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

১৯০৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

মেঘদূত।

(কাব্যানুবাদ।)

approved by the Text Book Commit[tee] as the library book for Colleges and High School in Bengal, Behar & [Orissa] (১৯১৭.)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত অনূদিত

এবং

বিবিধ টীকা টিপ্পনী সহিত সম্পাদিত।

"তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তি হেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥"

"To love or to have loved, that is enough. Ask nothing further [the]re is no other pearl to be found in the dark folds of life. To love is [consu]mmation."

Victor Hugo.

কলিকাতা।

৭৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,

"এলম্ প্রেস যন্ত্রে"

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অমৃত-অধিক মিষ্ট যাহার অধর,
বীণাধ্বনি পরাজিত শুনি কণ্ঠস্বর,
ললিত লাবণ্য-লতা দেহ সুকুমার,
সুনীল নয়ন দুটী প্রেম পারাবার,
বর রূপসীর রূপে কি দিব উপমা !
সে অপূর্ব্ব রূপ হেরি লজ্জা পায় রমা।
সখি ! এ জনমে সাধ না মিটিল মোর,
বল, মরিলেও সঙ্গ পাবনা কি তোর

মঙ্গলাচরণ।

জগদীশ,

তোমার প্রেমের তিলেক লইয়া
প্রেমেতে মগন বসুধা রাণী,
সে প্রেম-সরিতে প্লাবিত হইয়া
ভাসিছে ডুবিছে যতেক প্রাণী;
কত ক্রীড়া তার, কত বা মুরতি
পবিত্র নির্ম্মল আনন্দময়,
স্থাবর জঙ্গম নিখিল প্রকৃতি
গাইছে কেবল প্রেমের জয়।
পাইয়া হৃদয়ে তোমার ইঙ্গিত
অমর গাথায় অমর কবি,
অমৃত তরঙ্গে গাইল সঙ্গীত
অমর প্রেমের অমর ছবি।
দীনা বঙ্গভাষা কোথায় পাইবে
অতুল সম্পদ বিভব-রাশি?
দীন কবি হায়! কোথায় পাইবে
সে দৈব-কবিতা সুষমা-হাসি!

তবু মন মোর চাহে পরশিতে
কবি কালিদাস-চরণ-তল,
মাতৃভাষা-ডোরে যতনে গাঁথিতে
"মেঘদূত"-গাথা-প্রসূন-দল।
কর আশীর্ব্বাদ, পূরাও কামনা,
ঘুচাও মনের কলুষ-তমঃ,
হৃদয়ে জাগাও তব প্রেম কণা—
কোটী পূর্ণিমার শশাঙ্ক সম॥

মেঘের পথ।

ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র খুলিলে বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালার দক্ষিণে মধ্য-ভারতবর্ষের প্রধান নগর নাগপুর দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ঐ নাগপুর-নগর-সন্নিহিত "রামতেক" বা "রামটেক" পর্ব্বতই মেঘদূত-বর্ণিত রামগিরি। এই রামগিরি পর্ব্বতেই যক্ষ বাস করিতেছিল এবং সে এইখানেই মেঘের দর্শন পাইয়া তাহাকে অলকাস্থিত নিজ প্রিয়ার উদ্দেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। কবি কালিদাস ভারতবর্ষের ভূগোল উত্তমরূপ জানিতেন; সুতরাং নাগপুর হইতে অলকা অথবা কৈলাশ পর্য্যন্ত পথ বলিয়া দিতে তাঁহার কোন ভুল হয় নাই। মানচিত্রে আধুনিক নাম সকল দেওয়া আছে। পাঠক পাঠিকাবর্গের সুবিধার জন্য আমরা কবি-বর্ণিত পথের সহিত মানচিত্র মিলাইয়া দেখিতেছি :—

পূর্ব্বমেঘ।

১। রামগিরি। শ্লোক সংখ্যা ১, ১২। পৃষ্ঠা ১, ১২।	নাগপুরের নিকট, কিছু উত্তরে রামটঙ্কা বা রামটেক পাহাড়।
২। মালক্ষেত্র। শ্লো ১৬, পৃ ১৬।	মালক্ষেত্র অর্থ উচ্চভূমি, (Table-land) নাগপুর হইতে ঈশান কোণে রত্নপুর [illegible] প্রদেশ। আধুনিক নাম মালব।

৩। আম্রকূট। শ্লো ১৭, ১৮। পৃ ১৭-১৮।	রত্নপুর হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ উত্তরে রামগড়ের নিকটস্থ পর্ব্বত। বর্ত্তমান নাম অমরকণ্টক। শোণ, নর্ম্মদা ও মহানদী এই স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা এখনও একটী তীর্থ-স্থান। প্রতি বৎসর অনেক লোক তথায় গিয়া থাকেন।
৪। রেবা। ... ... শ্লোঃ ১৯-২০। পৃ ১৯-২০।	নর্ম্মদা নদীর অপর নাম। অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম মুখে আরব-সাগরে পড়িতেছে। পবিত্র নদীদিগের মধ্যে নর্ম্মদা একটী।
৫। দশার্ণ। শ্লো ২৩। পৃ ২৪।	বর্ত্তমান নাম পূর্ব্বমালব। ইহার রাজধানী বিদিশা।
৬। বিদিশা ও বেত্রবতী নদী। শ্লো ২৪। পৃ ২৫।	বিদিশার বর্ত্তমান নাম ভিলসা। ভিল-সায় রেল ষ্টেশন আছে। ভিলসা বেত্রবতী (আধুনিক নাম বেতোয়া) নদীর তীরে অবস্থিত।
৭। নীচ বা নীচৈ পর্ব্বত। শ্লো ২৫। পৃ ২৬।	বিদিশা নগরীর উপকণ্ঠে ছোট একটী পাহাড়।

নীচ পর্ব্বত দেখার পর যক্ষ মেঘকে উজ্জয়িনী দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সুতরাং মেঘ পশ্চিম মুখে বাঁকিয়া চলিল,—পথে

৮। নির্ব্বিন্ধ্যা নদী। শ্লো ২৮। পৃ ২৯।	বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র নদী।

৯। সিন্ধুনদী। শ্লো ২৯। পৃ ৩০।	বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র নদী। কোন কোন মানচিত্রে পার্ব্বতী নদী বলিয়া লিখিত।
১০। অবন্তী ও উজ্জয়িনী। শ্লোঃ ৩৩-৩৮। পৃ ৩১-৪২।	অবন্তী—পশ্চিম মালব। উজ্জয়িনী মানচিত্রে পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে পরিচয় পাইবেন।
১১। শিপ্রা ও গন্ধবতী নদী। শ্লো ৩১।৩৩। পৃ ৩২।৩৬।	উজ্জয়িনী শিপ্রা (বর্ত্তমান সেপ্‌রা) নদীতটে অবস্থিত। গন্ধবতী নগর-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র নদী। প্রসিদ্ধ মহা-কালমন্দির গন্ধবতীর তটে অবস্থিত।
১২। গম্ভীরা নদী। শ্লো ৪০-৪১। পৃ ৪৩-৪৪।	উজ্জয়িনীর পশ্চিমে। বিন্ধ্য হইতে বাহির হইয়া চম্বল নদীতে পড়িতেছে।
১৩। দেবগিরি। শ্লো ৪২-৪৪। পৃ ৪৫-৪৭।	উজ্জয়িনীর উত্তরে। পরিশিষ্ট দেখুন।
১৪। চর্ম্মণ্বতী নদী। শ্লো ৪৫-৪৬। পৃ ৪৮-৪৯।	আধুনিক নাম চম্বল। পরিশিষ্ট দেখুন।
১৫। দশপুর। শ্লো ৪৭। পৃ ৫০।	আধুনিক মান্দাসোর বা দশোর। পরিশিষ্ট দেখুন।
১৬। ব্রহ্মাবর্ত্ত। শ্লো ৪৮। পৃ ৫১।	আধুনিক পঞ্জাবের অন্তর্গত দিল্লী, সাহারণপুর প্রভৃতি জিলা। পরিশিষ্ট দেখুন।
১৭॥ কুরুক্ষেত্র। শ্লো ৪৮। পৃ ৫৩।	দিল্লীর নিকট। পরিশিষ্ট দেখুন।

১৮। সরস্বতী নদী। শ্লো ৪৯। পৃ ৫২।	অধুনা লুপ্ত। প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্রের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত।
১৯। কনখল। শ্লো ৫০। পৃ ৫৩।	হরিদ্বারের নিকট প্রসিদ্ধ তীর্থ। পরিশিষ্ট দেখুন।
২০। হিমালয়। শ্লো ৫২-৫৬। পৃ ৪৫-৫৭।	পরিচয় অনাবশ্যক। মানচিত্রেই প্রকাশ
২১। ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। শ্লো ৫৭। পৃ ৫৮।	আধুনিক ণীতিপাস। (Niti Pass)
২২। কৈলাশ। শ্লো ৫৮-৬১। পৃ ৫৮-৬১।	হিমালয়ের উত্তরস্থ অংশ বিশেষ, তিব্বতদেশে অবস্থিত। আধুনিকনাম "কিউনলঙ্"।
২৩। মানসসরোবর। শ্লো ৬২। পৃ ৬২।	তিব্বতদেশের প্রসিদ্ধ হ্রদ।
২৪। অলকা। শ্লো ৬৩। পৃ ৬৩।	মেঘের গন্তব্য নগর। উত্তর মেঘে সবিস্তার বর্ণনা আছে।

এই পথের সঙ্গে একখানি মানচিত্র দিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল কিন্তু নানা কারণে মানচিত্র দেওয়া হইল না। যদি পুস্তকের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রচার করিবার আবশ্যকতা হয়, তখন এই ক্রটী অপনোদনের চেষ্টা করিব।

ভূমিকা।

"মেঘদূত" ভারতের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের লেখনী-প্রসূত এক-খানি অতিশয় উৎকৃষ্ট কাব্য। পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে কবি যদি এই "মেঘদূত" ব্যতিরিক্ত আর কোন কাব্য অথবা নাটক প্রণয়ন না করিতেন, তথাপি তিনি ভারতের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেন।

কালিদাস উজ্জয়িনী-পতি বিখ্যাতনামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বিক্রমা-দিত্যের সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে তিনিই সংবৎ নামে শাক প্রচলিত করেন। অধুনা সংবতের ১৯৬৪ বর্ষ চলিতেছে। এই মত সত্য হইলে কালিদাস ১৯৬৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জ-য়িনী নগরে যশোধর্ম্মদেব নামে যে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য তাঁহারই উপাধি বিশেষ এবং কালিদাস তাঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ফলতঃ এই বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার রত্নশ্রেষ্ঠ কালিদাসের সময় কেহই এ পর্য্যন্ত অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

কালিদাসের সময় নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও তাঁহার কাব্যরসা-স্বাদনের কিছুমাত্র বিঘ্ন দেখা যায় না। তিনি যে কি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই এক মেঘদূতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয়

পাওয়া যায়। মেঘদূত পাঠে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠে। ফলতঃ এরূপ অতুলনীয় অদ্ভুত কাব্য-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তাকে যে এদেশের লোকে ভারতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই।

সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তর। প্রকৃতি বাহ্য-সৌন্দর্য্যের মহতী সমৃদ্ধিশালিনী রাজ্ঞী। গিরি-দরী-সরিতের অনুপম গাম্ভীর্য্য, তরুলতাকুসুমের মধুময় মাধুরী, কোকিলাদি বিহঙ্গমের প্রাণোন্মাদকারী কূজন, এই সকল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সাধারণ কাব্যাদিতে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়; আর মানবহৃদয়ের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, চিত্তবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ হেতু অনুপম মাধুরী—প্রভৃতি আন্তর সৌন্দর্য্যের ও নিদর্শন কাব্যে স্বতন্ত্র ভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের একত্র অবিচ্ছেদ্যরূপে—সংমিশ্রণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের, জড় সৌন্দর্য্যের সহিত চিন্ময় সৌন্দর্য্যের একত্র ওতপ্রোতরূপে ঘন এবং একান্ত মিলন কাব্যে নিতান্ত দুর্লভ।

মেঘদূতে এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্য বড় কৌশলে, বড় সুন্দররূপে, বড় মধুররূপে মিশিয়াছে। পৃথক্‌রূপে উভয়ের পূর্ণ উপভোগ ত আছেই, তাহার উপর উভয় সৌন্দর্য্যের মিলন হেতু এরূপ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অননুভূতপূর্ব্ব অভিনব আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ইহাতে উৎপন্ন হইয়াছে যাহাতে মনকে একেবারেই উন্মত্ত করিয়া তুলে। পাঠক, তুমি সুবিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত হও, গম্ভীর স্বভাব মহাজ্ঞানী পুরুষ হও, যাহাই কেন হও না—মেঘদূত পাঠকালে তোমাকে সেই প্রিয়া-বিরহী যক্ষের ন্যায় চেতনাচেতনের প্রভেদ ভুলিয়া যাইতে হইবে, তোমাকেও তাহার ন্যায় পাগল হইতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি, কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি; সৌন্দর্য্যই তাঁহার বিশেষ সাধনা। যাঁহার যেটী চির-সাধনার বস্তু, তিনি তাহা সর্ব্বত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারেন; সর্ব্বত্র তিনি সেই বস্তুরই পরিচয় প্রাপ্ত হন. এরূপ না হইলে, তাঁহাকে সেই বস্তুর সাধনায় সিদ্ধ বলিতে পারা যায়। না। মহাকবি ভবভূতিও মহাগম্ভীর—সুপ্ত-অজগর-শ্বাসগর্জ্জিত—ভীষণ অরণ্যানীর বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসও কিম্পুরুষমিথুনাস্পদ হিমাচলের বর্ণনা করিয়াছেন। উভয়েই মহাকবি, উভয়েই বিচিত্র প্রাকৃতিক বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কালিদাসের বর্ণনায়—ভবভূতির সেই ভীতিমিশ্রিত গাম্ভীর্য্য হৃদয়কে আচ্ছন্ন ও স্তম্ভিত করে না। কালিদাসের লিপি মধুরতাময়ী। হিমাচল-বর্ণনে উহা পদে পদে কেবল কোমল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। উহা নির্জ্জন হিমাচলের নীরব গহ্বরে বিস্রব্ধভাবে সমুপবিষ্টা গীতিপরায়ণা কিম্পুরুষ-কামিনীর ঘর্ম্মবিন্দু প্লাবিত গণ্ডভিত্তির শোভা সৃষ্টি করিয়াছে! শ্রীরামচন্দ্রের বাণাঘাতে রুধিরাক্ত কলেবরে তাড়কা যখন প্রাণত্যাগ করে, পাঠক সেই বীভৎস-রসের মধ্যেও কালিদাসের তুলিকা, সেই মুমূর্ষু তাড়কাতে সুগন্ধি-গন্ধচর্চ্চিতা কুসুমাভরণা একটী সুন্দরী অভিসারিকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। কালিদাসের সর্ব্বত্রই এইরূপ। অন্য সর্ব্বপ্রকার রস আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার তুলিকায় কেবল অতুলনীয় সৌন্দর্য্যচ্ছটা সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কম সাধনার কথা নহে। না বুঝিয়া সাহিত্যদর্পকার আলঙ্কারিক রসভঙ্গ-দোষের কথা উত্থাপিত করিয়াছেন!

কৈলাসের—কুবের-শাসিত সাম্রাজ্যের চিত্রপটটী কি সুন্দর! তথাকার সকলই সুন্দর। গ্রাম, তরু, লতা, নর, নারী সকলই সৌন্দর্য্যের সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ। পৌরজনবর্গ দুঃখের কষাঘাত কাহাকে বলে, আদৌ তাহা অবগত নহে। "পৌর-নারীবর্গ সদা প্রফুল্ল—সদা হাস্যময়ী—সর্ব্বদা

প্রিয়সমাগম সন্তুষ্টা। এ হেন নগরে—কেবল একটী মাত্র ভবন, নিরানন্দ নিরুৎসাহ, হতপ্রভ। সেটী যক্ষের নিজের বাড়ী। যখন যক্ষের শুভাদৃষ্ট ছিল—তখন এই হতবিভবা নগরীরই অতুলনীয় সুখসমৃদ্ধি—সৌন্দর্য্যদীপ্তি—অলকায় আর সকল ভবনের কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। কবি অতি অল্প কথায় কুবেরের সেই পোড়া অভিশাপ আপতিত হইবার পূর্ব্বে যক্ষ-ভবনের যে সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত দুই একটী রেখা দ্বারা করিয়া দিয়াছেন, বোধ করি তাহা অন্য কবির পক্ষে দুর্ল্লভ। আর এখন? এখন ত সে শোভা নাই। সে যক্ষও নাই। এখন গৃহাভ্যন্তরে একটী বিষাদময়ী নারীপ্রতিমা প্রিয়জন-স্মৃতির আগুনে অহরহ দগ্ধীভূত হইয়া. দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন! হায়! এখন সেই মুরজরব-মুখরিত হাস্যকোলাহলদীপ্ত, সদা কিঙ্কিনীশিঞ্জিত—ভবনের কি এই সেই সমৃদ্ধি? এখন ত সেই কোলাহলপুরিত সৌন্দর্য্য নাই! কিন্তু না থাকিলেও, কবি এই ভবনে যে নীরব বিষাদ-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। উহা নীরবে—আপন মহিমায় আপনি উদ্ভাসিত! উহাতে পূর্ব্বকার সে মুরজধ্বনি নাই বটে, নূপুরনিনাদ নিস্তব্ধ, সন্দেহ নাই,—হাস্য কোলাহল অন্তর্হিত সত্য;—কিন্তু উহার গৃহাভ্যন্তরে যে বিষাদময়ী প্রতিমা—"মলিনবসনে বীণা নিক্ষেপকরতঃ প্রিয়তমের স্মৃতিগাথা গাহিবার উদ্‌যোগ করিতেছে আর চক্ষুর জলে গলিয়া যাইতেছে"—এই বিষাদময়ী সৌন্দর্য্যের ছবি পাঠক আর কোথাও দেখিয়াছ কি? দুঃখের যে এমন মধুরতা, বিষাদের যে এমন কমনীয় আকর্ষণশক্তি,—বিরহের এই যে হৃদয়মথনকারী সৌন্দর্য্য,—ইহার তুলনা কোথায়? কবি অতি অল্পকথায়, এই নীরব দুঃসহ বিষাদময় সৌন্দর্য্যের অসাধারণ চিত্র সহৃদয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ফলতঃ সর্ব্বাবস্থায়-ভীষণে বীভৎসে, আনন্দে নিরানন্দে, উৎসাহের সৌরকিরণে ও বিষাদের

তামস-ঝটিকার মধ্যে—এরূপ মহামহিমময়ী সৌন্দর্য্যচ্ছবি আমরা আর কোন ভারতীয় কবির তুলিকায় অঙ্কিত দেখিতে পাই না। কালিদাসের অন্য সকল কাব্য অপেক্ষা এই মেঘদূত কাব্যে সেই সৌন্দর্য্য অতিশয় ঘনীভূত হইয়াছে এবং ঘনীভূত হইয়া—সেই অকৃত্রিম প্রেমাস্পদ যক্ষ-পত্নীর বিষাদপূর্ণ প্রতিমায় পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে, পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে!

মনুষ্য হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য কোথায়? প্রেমে। পণ্ডিতেরা দর্শনশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া যাহাই কেন বলুন না, প্রেমের মত পবিত্র, মধুর ও সুন্দর আর কোথাও কিছু নাই। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে প্রেম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমান সুন্দর। এই প্রেমের মধুময় সৌন্দর্য্য মেঘদূতের সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত,—অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত। মেঘদূত প্রেমের কাব্য। এই প্রেমের কাব্যে সমস্তই প্রেমময়। যক্ষ ও যক্ষ-পত্নীর ত কথাই নাই, তাঁহারা ত প্রেমের অবতার। এই অসাধারণ প্রেমকাব্যের প্রথম হইতে একে একে দেখিয়া যাও, ইহার প্রত্যেক পদার্থটী প্রেমে আকুল, প্রেমে বিহ্বল, প্রেমে উন্মত্ত,—প্রেমময়। যক্ষ ও যক্ষপত্নীর অগাধ অপরিমেয় অনন্ত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া জগৎসংসারটাকে যেন প্রেমপ্লাবিত করিয়া দিয়াছে! মেঘ, গিরি, নদী, এমন কি ক্ষুদ্র বলাকাটী পর্য্যন্ত প্রেমে তন্ময়। প্রেমহীন একটা জীব, একটা দৃশ্য, একটা সৃষ্টি, একটা বিষয় মেঘদূতে পাইবার যো নাই। প্রেমের যাহা ধর্ম্ম, তাহা প্রত্যেক পদার্থে দেখিতে পাইবে। প্রেমে মেঘ উন্মত্ত, পর্ব্বত রোমাঞ্চিত, হংসাবলী আহ্লাদিত; নদীগুলির ত কথাই নাই, তাহারা প্রেমে একেবারে পাগলিনী। প্রেমের সহিত মানুষের বড় ঘনিষ্টসম্বন্ধ—বড় সহানুভূতি। প্রেমের দৃশ্য, প্রেমের সৌন্দর্য্য মানুষের বড় প্রিয়, প্রেম-সৌন্দর্য্যের এরূপ মধুর অথচ বিরাট্ অভিব্যক্তি,এমন সরল সুন্দর অথচ বিশ্বব্যাপক বিকাশ

জগতের আর কোন কাব্যে আছে কি না জানি না। ইহাতে প্রেমের এইরূপ বিকাশ বলিয়াই এই কাব্য আমাদের—শুধু আমাদের কেন? সমস্ত জগতের—এত প্রিয়।

মেঘদূতের জন্মবিবরণ কি? কোন কোন টীকাকারদিগের মতে কাব্য-বর্ণিত, কাব্যের নায়ক যক্ষ, যক্ষরাজ কুবেরের পুষ্পচয়নকারী ভৃত্য ছিল; একদিন সে পুষ্পচয়ন করিতে অবহেলা করায় কুবের তাহাকে অভিশাপ দেন। কেহ বা বলেন, যক্ষ কুবেরের উদ্যানপাল ছিল, এক দিন সে অনবধানতাবশতঃ উদ্যান-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তী ঐ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উদ্যানস্থ সমস্ত তরু লতা বিনষ্ট করিয়া উদ্যানটীকে একেবারে শ্রীহীন করিয়া দেয়। যক্ষরাজ তজ্জন্যই ক্রুদ্ধ হইয়া যক্ষকে শাপ প্রদান করেন। কোন টীকা-কার আবার বলেন এই যক্ষ কুবেরের এক সরোবরের রক্ষক ছিল। সহস্র সহস্র সুবর্ণকমল সর্ব্বদাই ঐ সরোবরের জল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। ঐ স্বর্ণকমলে যক্ষরাজ শিবপূজা করিতেন। একদিন যক্ষ প্রিয়াসমাগম-সুখে বিমোহিত হইয়া নিজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল, এতদবসরে দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত নামা হস্তী ঐ সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত কমলদল উৎপাটন করিয়া সরোবরকে একেবারে কমলশূন্য করে। কুবের এই হতশ্রী সরোবর দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া যক্ষকে ঘোরতর অভিশাপ দেন। যক্ষ ঐ শাপবশে এক বৎসরের জন্য অলকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া রাম-গিরিতে প্রেরিত হয়। তথায় সে অতি কষ্টে আট মাস বাস করিয়া প্রিয়তমার অদর্শন-দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নভোমণ্ডলে অভিনব মেঘের আবির্ভাব দর্শনে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া তৎসমীপে দৌত্যভারগ্রহণ প্রার্থনা জানাইল এবং রাম-

গিরি হইতে আপন আলয় পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

এই মেঘদূত দুই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব্বমেঘ ও উত্তর মেঘ। পূর্ব্বমেঘে যক্ষ মেঘকে অলকার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। মেঘ যক্ষের প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবে; রামগিরি হইতে অলকায় যাইতে হইলে কোন্ কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, পথে কোন্ কোন্ গিরি, নদী, জনপদ, নগর, দেবালয়, রাজধানী অতিক্রম করিতে হইবে, যক্ষ সমস্তই মেঘকে বলিয়া দিতেছে। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান তীর্থাদি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া যাইবার জন্য যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করিতেছে। রামগিরি হইতে অলকা যাইতে হইলে ঠিক সোজা উত্তর মুখে যাইলে পথ সহজ ও হ্রস্বতর হইত। যক্ষ কিন্তু মেঘকে বাঁকা ও দীর্ঘ পথ দিয়া, ঘুরিয়া যাইতে বলিয়াছে। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথমটী এই যে, কবি উজ্জয়িনীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, উজ্জয়িনী তাৎকালিক ভারতের রাজধানী ছিল; কবি তাই সমৃদ্ধ শোভা সম্পত্তির আধার প্রিয় উজ্জয়িনীর বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, রামগিরি হইতে ঠিক সোজা উত্তরমুখে গেলে প্রয়াগ ও অযোধ্যা দিয়া যাইতে হইত। কবি রঘুবংশ-কাব্যে রাম সীতার পুষ্পকারোহণে অযোধ্যা প্রত্যাগমন বর্ণনা উপলক্ষে (১৩শ সর্গ) এই সমস্ত স্থান যথাবৎ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; পুনশ্চ এই কাব্যে ঐ সকল স্থানের বর্ণন করিলে পুনরুক্তি দোষাক্রান্ত হইত সন্দেহ নাই। এই কারণেই কবি মেঘকে একটু বাঁকা পথ দেখাইয়া নূতন বর্ণনীয় দেশের আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে কবি এই মেঘদূত রচনা করিয়া প্রথমে এক মালিনীকে শুনাইয়াছিলেন। পূর্ব্বমেঘ শুনিতে শুনিতে মালিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতে চাহে। তাহাতে কবি তাহাকে

পরিহাস করিয়া বলেন "তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে না; কারণ স্বর্গে যাইতে হইলে ১০০ সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়। উত্তরমেঘ স্বর্গ এবং পূর্ব্বমেঘ উহার সিঁড়ি।" এই কথায় মালিনী অসমাপ্ত কাব্যখানি শুনিয়া অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করে। কবি মালিনীর সমালোচনায় সাহস পাইয়া কাব্যখানি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন; এই উপকথার উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই পূর্ব্বমেঘের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া মনোযোগ সহকারে উহা পাঠ করেন না। সিঁড়ির গল্প যে নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় তাহা যিনি ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বমেঘ জড় ও চিন্ময় সৌন্দর্য্যের সুন্দর মিশ্রণের অতি অদ্ভুত ফল।

উত্তরমেঘে যক্ষ অলকা, নিজের আবাসবাটী, প্রিয়তমার বিরহাবস্থা, নিজের সংবাদ মেঘকে বলিতেছে। কবি তাঁহার অমানুষী প্রতিভাবলে এই সামান্য একটী বিরহের আখ্যান অবলম্বন করিয়া এতাদৃশ চমৎকার অতুলনীয় কাব্যরত্ন রচনা করিয়াছেন।

কাব্যের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এই কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলা যায়; কিন্তু খণ্ডকাব্যের মধ্যে এরূপ কাব্য ভারতীয় ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই, জগতে আছে কিনা সন্দেহ। ইংরাজী লক্ষণানুসারে উত্তরমেঘ অতি উৎকৃষ্ট লিরিক (Lyric) বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

সুপ্রতিষ্ঠ টীকাকার মল্লিনাথ বলেন, রামচন্দ্র নিজ প্রেয়সী সীতার নিকট পবননন্দন হনূমানকে দূত-প্রেরণ করিয়াছিলেন, কবি কালিদাস সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন মহাকবি ঘটকর্পর-রচিত যমক কাব্যই এই কাব্যের উপাদানস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের কিন্তু মনে হয়, কবি কোন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক অথবা লৌকিক আখ্যানের নিকট অথবা অন্য কোন কবির কাব্যবিশেষের নিকট ঋণী নহেন। এরূপ অসামান্য কাব্য কথনও অনু-

করণের ফল হইতে পারে না। এই অসাধারণ, অনুপম ও অদ্বিতীয় প্রেম-গীতি তাঁহারই নিজ প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস। কালিদাস নিশ্চয়ই কোন সময়ে কোন কার্য্যবশতঃ তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা পত্নীর বিরহে কাতর হইয়া—এই কাব্যবর্ণিত যক্ষের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া—এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই দেখিবেন ইহা কবির নিজ হৃদয়ের মর্ম্ম-স্পর্শিনী কথা। কাব্যের নায়ক বা যক্ষ কবি নিজে, নায়িকা বা যক্ষপত্নী সেই মহাকবির হৃদয়ের, তাঁহার কাব্যরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী। কবির নিজ হৃদয়ের কথা না হইলে ইহা কখনও এত ফুটিত না, এত সর্ব্বজন-প্রিয় হইত না।

মেঘদূত মানবের অতিশয় প্রিয় কাব্য। মেঘদূতে মানব হৃদয়ের মধুরতম ভাব অতি মনোহর রূপে বিকসিত, উচ্ছ্বসিত এবং চিত্রিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকিলে এই কাব্যের সৌন্দর্য্যানুভব করিবার উপায় আদৌ নাই। অসাধারণ পণ্ডিত, অদ্বিতীয় কাব্যরস-নিপুণ সূরি মল্লিনাথ কৃপা করিয়া সঞ্জীবনী টীকায় মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যার অস্তিত্ব না থাকিলে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকের ভাগ্যে ইহার সম্পূর্ণ রসাস্বাদ ঘটিত না। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে সে রসে একেবারে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, বাঙ্গালীর মধ্যে সংস্কৃত কয়জন জানেন? আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতের দুহিতা ; তিনি যে তাঁহার মাতার এরূপ একখানি উৎকৃষ্ট রত্নাভরণ হইতে বঞ্চিত আছেন, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? ইয়োরোপীয়গণ এই মধুময় কাব্যের মর্য্যাদা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমাদের দেশে—কালিদাসের নিজের দেশে—ইহার তেমন

প্রচার নাই। কয়েক খানি অনুবাদ বাহির হইয়াছে এবং তাহাতে এই প্রচার-কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি এই কাব্যের একটী সরল অনুবাদ ব্যাখ্যা পরিশিষ্টাদির সহিত বাহির হইলে অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের অনেক সুবিধা হইবে এই আশায় এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। পাঠক পাঠিকাগণ যাহাতে সকল বিষয় সুচারুরূপে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবার সুবিধার জন্য মূলাংশ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে আমি অনেক কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তি-দিগের প্রকাশিত পুস্তকাবলী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ও এস্থলে তাঁহাদিগের সকলের নিকট অকপট ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তন্মধ্যে মেঘদূতের উৎকলানুবাদক উৎকল-কবিগুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর মহোদয়ের এবং "মেঘদূত-ব্যাখ্যা" প্রণেতা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষ ভাবে ঋণী এবং সে ঋণ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ দ্বারা পরিশোধ করা অসম্ভব। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং "বিদ্যোদয়" মাসিক পত্রের সুবিজ্ঞ সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহোদয় আমার. অনুবাদের কিয়দংশ পাঠ করিয়া উহা মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত সাগ্রহে উৎসাহিত করিয়া আমাকে পরম আপ্যায়িত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি এইস্থলে তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা ও অগণ্য ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। পরিশেষে আমার নিতান্ত আত্মীয় ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষী-সুহৃদ্বর্গের নিকট আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা স্বীকার

করিতেছি। তাঁহাদের কৃপা ও অনুগ্রহ না পাইলে আমি এই দুরূহ বিষয়ে কদাচ হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না। আমার পরম-প্রেমাস্পদ সহোদর-কল্প বন্ধু শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র বাগচীর নাম এইখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ না করিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। পুলিনচন্দ্র আমার প্রতি কৃপা না করিলে এ পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হইত কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি বিদেশে থাকিয়া পুস্তকের মুদ্রণ বিষয়ে কিছুই দেখিতে পারি নাই। পুলিনচন্দ্র আমার প্রতি দয়া করিয়া নিজের কাজ ফেলিয়া এই পুস্তক-মুদ্রণের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার পুরস্কার দেওয়া দূরে থাকুক, তদনুযায়ী কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার শক্তিও আমার নাই। অধিক কি বলিব, একমাত্র তাঁহার দয়াতেই এই পুস্তক সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতদ্দিনে প্রকাশিত হইল।

কয়েক বৎসর পরিশ্রমের পর এই মেঘদূতানুবাদ প্রকাশিত হইল; কিন্তু হায়! আমার হৃদয় গভীর আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষম বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। যাহার জন্য এই অনুবাদ, সে আজি কোথায়? আমার পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রী, প্রিয়তমা ছাত্রী বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল কাব্যতারা স্বরূপা সুকবি নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর অনুরোধেই আমি এই কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। নগেন্দ্রবালা প্রায়ই এই কাব্যের সংবাদ লইত এবং পাণ্ডুলিপি বারংবার পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিত। পুস্তক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত দেখিবার আশায় কত আগ্রহ প্রকাশ করিত! নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমি অনেক দিন এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারি নাই; এদিকে নগেন্দ্রবালা ভগবানের কোন মহান্ কার্য্য সিদ্ধির জন্য পরলোকে প্রেরিত হইল। কোথায় সহাস্যমুখে আনন্দের সহিত এই মুদ্রিত পুস্তক

তাহার হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার হর্ষোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া অতুল প্রীতি লাভ করিব, না তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিতে করিতে অবসন্ন হৃদয়ে ম্লান মুখে এই পুস্তক তাহার শেষ স্মৃতিচিহ্ন মনে করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছি! ভগবানের লীলা কে বুঝিবে? তাঁহার ইচ্ছা সফল হউক।

শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ের আবেগ ও অভিব্যক্তি পাঠক ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে নিবেদন এই, সকলেই জানেন কোনও উৎকৃষ্ট কাব্যের সকল অনুবাদ করা নিতান্ত কঠিন, অসাধ্য বলিলেও হয়; মেঘদূতের ন্যায় মধুরতম আদর্শ-কাব্যের ত কথাই নাই। বিষয় নিতান্ত গুরু, আমি তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহার বিবেচনা-ভার পাঠকের উপর। তবে ভরসা আছে যে বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গ পুস্তকের ত্রুটি এবং দোষ উপেক্ষা করিবেন। তাঁহাদের নিকট উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

কুচবিহার রাজধানী,
১লা ফাল্গুন, ১৩১৪।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

আমার প্রিয়তমা ছাত্রী,

বঙ্গ কবিতাকাশের উজ্জ্বল কাব্য তারা

৺ নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর প্রতি। (১)

(জন্ম, মাঘ ১২৭৯ ; মৃত্যু বৈশাখ ১৩১৩)

কোন দেবলোকে তুমি ? বল গো আমায়,
কি রূপে আমার কথা পশিবে তথায় ?
কি রূপে জানাব আমি বারতা আমার ?
কে বলিয়া দিবে মোরে উপায় তাহার ?

স্নেহময়ী নির্ঝরিণী অমৃত-রূপিণী,
তুমি প্রিয়তমা সখী আনন্দদায়িনী।
কবিতা উদ্যানে মম সঞ্জীবনী লতা,
জীবন মরুভূ-মাঝে দয়ার দেবতা।

কবিতা-কলায় তুমি প্রিয়শিষ্যা মম,
আমি ক্ষুদ্র হ্রদ, তুমি তরঙ্গিনী সম,
ক্ষুদ্র "লোরিকোচা" বল কে চিনে তাহারে ?
"আমেজন" সুবিখ্যাত জগত মাঝারে। (২)

---

(১) নগেন্দ্রবালার সাগ্রহ অনুরোধেই মেঘদূতের অনুবাদ আরব্ধ হয়, কিন্তু উহা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি লোকান্তরিত হন। নগেন্দ্রবালা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ছাত্রী ; তাঁহার বয়স আমার বয়সের প্রায় সমান থাকায় তাঁহার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল।

(২) আমেরিকায় জগৎ প্রসিদ্ধ মহানদী "আমেজন" একটী নগণ্য [illegible] উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ হ্রদের নাম 'লোরিকোচা"।

প্রিয়তম কাব্য তব আদরের ধন,
প্রেমময় হৃদয়ের বিমল দর্পণ,
সাধের সে "মেঘদূত" হ'ল প্রকাশিত,
হায়! হতভাগ্য আমি আনন্দে বঞ্চিত!

সেই "মেঘদূত" আজি হ'ল প্রকাশিত,
হায়রে অভাগা কবি আনন্দে বঞ্চিত!
তুমি পরলোকে আজি, কে আর তেমন
করিবে ইহার আর আদর যতন?

"মেঘদূত" তব করে করি অরপণ
ভেবেছিনু হ'বে মোর সার্থক জীবন;
প্রতিভা-প্রদীপ্ত সেই হসিত-আনন
হেরিয়া জুড়া'ব বুক, জুড়া'ব নয়ন।

বৃথা আশা! এবে তুমি কোন সুরপুরে?
না জানি কোথায়, বালা, নিকটে বা দূরে!
অমৃতরূপিণী তব না আছে মরণ,
কবি রাজ্ঞি, তব ঠাঁই পরাস্ত শমন।

সদ্য অশ্রু পরিপ্লুত এ পূত সঙ্গীত,
দিতেছি আমায় স্নেহ-সলিল সহিত,
হে নগেন্দ্র বালে, ইহা করহ গ্রহণ
দরিদ্র কবির দত্ত অন্তিম তর্পণ।

Presented to Moharaj Kumar Victor N. Narayan of Coochbehar as a token of highest regard by his most obedient and humble servant, the author

Akhilchandra Palit
Coochbehar
13. 6. 15

নগেন্দ্রবালা "মর্ম্মগাথা," "প্রেমগাথা," "অমিয়গাথা," "ব্রজগাথা," "কুসুমগাথা,"
সন্তগাথা," "নারীধর্ম্ম" প্রভৃতি কাব্যাদি বহু পুস্তক প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন এবং
ময়িক সাহিত্যে তাঁহার যশঃ বঙ্গ বিহার উৎকল প্রখ্যাত ছিল। উৎকলীয় কবিতায়
বং বঙ্গবৈষ্ণবসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার নাম
রস্থায়ী হইবে এই আশা নিঃসঙ্কোচে করা যাইতে পারে।

মেঘদূত।

[পূর্ব্বমেঘ]

কার্য্যে অবহেলা দোষের কারণ
কুবের যক্ষেরে দিলা এই শাপ,
"সহিবে, হারায়ে মহিমা আপন,
একবর্ষ প্রিয়া বিরহের তাপ।"
পুণ্যবারি যথা জানকীর স্নানে,
স্নিগ্ধ-ছায়াতরু বিরাজে যথায়,
"রামগিরি" নাম আশ্রম যেখানে,—
সে অভাগা যক্ষ রহিল তথায় ॥১॥১—৮॥

বল্লভ প্রভৃতি টীকাকারদিগের মতে এই কাব্যবর্ণিত যক্ষ যক্ষরাজ কুবেরের পুষ্পচয়নকারী ভৃত্য ছিল। একদিন সে নিজ কার্য্যে অবহেলা করায় কুবের তাহাকে নিজ রাজধানী অলকা হইতে এক বৎসরের

৩ পংক্তি। মহিমা=দেবযোনিদিগের অমানুষী ক্ষমতা।

৫ পংক্তি। পুণ্যবারি=জানকী স্নান করায় সে স্থলের নদ নদীর বারি পবিত্র হইয়াছিল।

৬ পংক্তি। ছায়াতরু=নমেরু বৃক্ষ।

৭ পংক্তি। আশ্রম=বাসস্থান; বিশেষতঃ মুনিঋষিদিগের বাসস্থান।

খসিয়া পড়িল কনক-বলয়
হাত হ'তে তার ;—এত শীর্ণকায়,—
প্রিয়ার বিরহে আকুল-হৃদয়
যক্ষ, কতমাস কাটাইল হায় !
দেখিল আষাঢ়-প্রথম-দিবসে
শৈল সানু'পরে নব জলধর,
মহীধর সনে মনের হরষে
বপ্রক্রীড়া রত যেন করিবর ॥২॥১—৮॥

জন্য নির্ব্বাসিত করেন। যক্ষ তাহার স্ত্রীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল, সুতরাং এই এক বৎসরের বিরহ তাহার পক্ষে বড় কঠিন শাস্তি হইল। যক্ষ দেবযোনি, তাহার পক্ষে লুকাইয়া অলকায় পলাইয়া আসা কিছুই কঠিন নহে, কিন্তু শাপবশতঃ তাহার সে দেবযোনি মহিমা রহিল না। বনবাস-সময়ে রামসীতা যে স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিহার-ক্ষেত্র সেই রামগিরি তাহার নির্ব্বাসনস্থান নির্ব্বাচিত হওয়াতে তাহার বিরহ আরও অসহ্য হইয়া উঠিল,—সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িল। এই বিরহোন্মত্ততা হইতেই এই কাব্যের সৃষ্টি। ১।

কয় মাস (আট মাস) অতিশয় কষ্টে কাটিল। তাহার শরীর কৃশ হইয়া পড়িল ;—এত কৃশ হইল যে হাতের স্বর্ণ বলয় খসিয়া পড়িল।

৬। সানু=পর্ব্বতের নিতম্ব। পর্ব্বতের খানিকটা সমতল হইয়া আবার যখন নামিতে থাকে, তাহাকে সানু বলে।

৮। বপ্রক্রীড়া=ষাঁড়ে শিং দিয়া মাটী খুঁড়িয়া যে খেলা করে, সেইরূপ খেলাকে বপ্রক্রীড়া বলে।

কেতকি-বিকাশি হেরি নবঘনে,
উছলি উঠিল শোকের লহর,
কত কথা হায়! ভাবিল সে মনে
অন্তর্বাষ্প ভরে হইয়া কাতর!
পাশে প্রিয়তমা,—মেঘ দরশনে
আকুল ব্যাকুল তবুও হৃদয়,
প্রিয়া যার দূরে তার পোড়া মনে
কি অনল জ্বলে, বলিতে কি হয়? ৩॥১—৮॥

তাহার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। এমন সময়, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে সে দেখিল, রামগিরির সানুদেশ আলিঙ্গনকরিয়া একখানি কালো নূতন মেঘ উঠিয়াছে। মেঘখানি বাতাসে দুলিতেছে; বোধ হইতেছে, যেন একটী কালো হাতী পাহাড়ের গায়ে দাঁত মারিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া খেলা করিতেছে। ২।

যক্ষ মেঘ দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইল। চোখে জল নাই, কিন্তু মনের ভিতর সমুদ্র মন্থন হইয়া যাইতেছে,—সে ছল ছল চোখে—নির্ব্বাক্ হইয়া মেঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। কবি বলিতেছেন "মেঘ দেখিলে সকলেরই মন 'কেমন কেমন' করে, যাহারা সুখী, যাহাদের প্রিয়তমা পার্শ্ববর্ত্তিনী, তাহাদেরও মন কেমন হু হু করে,—হৃদয় উদাস হয়; আর বিরহীদিগের কথা কি?" ৩।

১। কেতকি-বিকাশী=যে কেতকী পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করে,—মেঘের বিশেষণ। বর্ষার সময় কেয়াফুল ফোটে। মেঘই কেতকী ফুটাইয়া দেয়। (মূলের "কেতকাধান হেতোঃ" পাঠ দ্রষ্টব্য। বহুসুধীজনসম্মত বলিয়া উহা "কৌতুকাধান হেতোঃ" পরিবর্ত্তে গৃহীত হইয়াছে।)

"আসিল বরষা" ভাবিয়া অন্তরে,
বাঁচাইতে নিজ দয়িতা-জীবন,
স্বকুশল-বার্ত্তা জলধর-করে
পাঠাইতে যক্ষ করিল মনন!
অভিনব গিরি-মল্লিকা তুলিয়া
দিল অর্ঘ্য মেঘে পরম আদরে,
প্রীত মনে প্রীতি-বচন কহিয়া
তাহায় স্বাগত-সম্ভাষণ করে ॥৪॥১—৮॥

মেঘ দেখিয়া যক্ষ ভাবিল "এই ত বর্ষা আসিল। বর্ষায় বিরহ বড় তীব্র, প্রিয়া বাঁচে কি না। সে যে আমাগতপ্রাণা—আমার বিরহে বুঝি তাহার প্রাণ থাকে না। এই সময়ে যদি তাহাকে একটা মঙ্গলসংবাদ পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে, আশ্বাস পাইয়া, প্রিয়া বাঁচিবে। এই যে মেঘ উত্তর দিকে যাইতেছে—ইহাকে দিয়া আমার কুশল সংবাদ প্রিয়তমার নিকট পাঠাই।" ইহা মনে করিয়া যক্ষ পার্ব্বতীয় কুরচি ফুল তুলিয়া মেঘকে অর্ঘ্য * দিল এবং তাহাকে প্রীতি বচনে—"আসুন আসুন আপনার সুখে আগমন ত?" বলিয়া সম্ভাষণ করিল।

---

(২) দয়িতা=স্ত্রী।

(৫) অভিনব=নূতন। গিরিমল্লিকা=কুরচি ফুল।

(৬) অর্ঘ্য=পূজার উপহার।

(৮) স্বাগত সম্ভাষণ=সু+আগত=স্বাগত, "সুখে আগমন হইল ত?" ইত্যাদি বলা।

"রক্ত বিল্বাক্ষতৈঃ পুষ্পৈর্দধিদূর্ব্বাকুশৈস্তিলৈঃ।
সামান্যঃ সর্ব্বদেবানামর্ঘোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

কোথা সেই মেঘ—জড় দেহ যার
ধূম-জ্যোতি-বায়ু-সলিলে রচিত ?
বারতা-বহন কোথায় বা আর—
চেতন প্রাণীর যাহা সমুচিত ?
ইহা না বিচারি আবেগের ভরে
জলধরে যক্ষ যাচিল তখন,
হায়রে যে জন আর্ত্ত কাম-জ্বরে
চেতনাচেতন গণে কি সে জন ? ৫॥১—৮॥

এখানে একটী কথা আছে। সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন, "মেঘের কি প্রাণ আছে ? সে কি সংবাদ লইয়া যাইতে পারে ?—না, তাহাকে উপহার দিলে,—স্বাগত-সম্ভাষণ করিলে, তাহার প্রীতি হয় ? কবি এ কি উদ্ভট কল্পনা করিলেন ?" তাই কবি বলিতেছেন "যাহারা প্রণয়ে উন্মত্ত হয়, তাহারা বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়, তাহাদের নিকট জড় এবং চেতনের কোন পার্থক্যই থাকে না।" সুতরাং মেঘ যে জড়, সে যে ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুতের সমবায় মাত্র, সংবাদ-বহন যে তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে,—এই সব কথা বিরহার্ত্ত যক্ষ আদৌ চিন্তা করিল না। সে মেঘের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিল।

১। জড়=অচেতন।
৩। বারতা=বার্ত্তা, সংবাদ।
৭। আর্ত্ত=দুঃখিত।

"ভুবনে বিদিত আবর্ত্ত, পুষ্কর,—
সেই মহাকুলে জনম তোমার,
কামরূপী তুমি ইন্দ্র-অনুচর,
রাখহ মিনতি বিরহি-জনার।
মহতের ঠাঁই করিয়া প্রার্থনা
বিফল যদিও, লাজ নাহি তায়,
অধমের কাছে করিয়া কামনা
পূরে যদি,—তবু মন নাহি ধায় ॥৬॥১—৮॥

যক্ষ এইবার মেঘকে তোষামোদ আরম্ভ করিল। "আপনি ভুবন-প্রসিদ্ধ পুষ্কর আবর্ত্ত প্রভৃতির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (বংশের প্রশংসা বড় উচ্চ তোষামোদ।) আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের একজন প্রধান কর্ম্মচারী—আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি; আপনি কামরূপী ও কামচারী, আপনার অসাধ্য কিছুই নাই, অগম্য স্থানও কোথায় নাই। আপনি অতিশয় বড়লোক, আমি বড় দুঃখী,—আমি প্রিয়া-বিরহী—আপনার শরণাগত হইলাম। আপনার নিকটে প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা নাই। যদিই আমার অদৃষ্ট দোষে আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহাতেও আমার ক্ষোভ নাই, কারণ মহৎ ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়া বরং ভাল, সফলকাম হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ছোট লোকের নিকট ভিক্ষা করিতে নাই।

১। আবর্ত্ত, পুষ্কর, সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ৪টী মেঘ।

৩। কামরূপী=ইচ্ছামত রূপ ধারণে সক্ষম।

cf "For better far solicitations fail
With high desert, than with the base prevail."—Wilson.

"তাপিত-জনের তুমি হে শরণ ;
কুবেরের কোপে এ বিরহ হায় !
আমার বারতা করিয়া বহন
প্রিয়া-পাশে তুমি যাও অলকায়।
সেই অলকার চারু-উপবনে
চিরসুখে বাস করেন শঙ্কর,
তাঁর শিরস্থিত শশির কিরণে
সুধা-ধবলিত প্রাসাদনিকর ॥৭॥১—৮॥

"হে মেঘ, তুমি তাপিতদিগের আশ্রয়, তাপিতদিগের তাপ তুমি নিবারণ কর। আমি কুবেরের শাপে প্রিয়া বিরহ তাপে-তাপিত, তুমি আমাকে শীতল কর। আমার একটা সংবাদ লইয়া আমার প্রিয়তমার নিকট যাও। আমার প্রিয়তমা কুবেরের রাজধানী অলকাতে আছেন। সেই অলকানগরীর উপবনে মহাদেব সদাই বাস করেন। অলকার সৌধসমূহ স্বভাবতঃই উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ,—তাহার উপর মহাদেবের শিরস্থ চন্দ্রকিরণ সেই প্রাসাদগুলির উপর পড়িয়া আরও যেন সুধা-ধবলিত করে। সেই অলকায় তুমি যাও।

---

(১) শরণ=আশ্রয়।

(৮) সুধা=চূর্ণ ; সুধাধবলিত=চূণকাম করা।

প্রাসাদ=ধনীজনের—বৃহৎবাস ভবন, অট্টালিকা।

"তুমি হে, জলদ, উদিলে গগনে,
বিরহিণীকুল আশার ভরেতে,
হেরিবে তোমায় উরধ নয়নে
অলকের দাম সরা'য়ে করেতে।
তোমার উদয়ে পরবাসে রয়—
ফেলি নিজ জায়া, কে আছে এমন ?
যদি কেহ রয়, সে জন নিশ্চয়,
পরের অধীন আমার মতন ॥৮॥১—৮॥

"তুমি যখন আকাশপথে যাইতে থাকিবে, তখন যাহাদের স্বামী বিদেশে—সেই রমণীগণের মনে কত সান্ত্বনা,কত আশা ভরসা, উপস্থিত হইতে থাকিবে। তাহারা ভাবিবে, বর্ষা আসিয়াছে, তাহাদের স্বামীরা এইবার বাড়ী আসিবেন। তাই তাহারা উর্দ্ধনেত্রে—'হাঁ করিয়া'—তোমাকে দেখিতে থাকিবে। পাছে অলকগুলা চোখে পড়িয়া দেখিবার বিঘ্ন করে, তাই সেই গুলাকে বাম হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিবে। হায়! আমার মত পরাধীন দাস ব্যতিরেকে আর কেহ কি, তুমি আকাশে উঠিলে, নিজ প্রিয়তমাকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে থাকিতে পারে ? পরাধীনতার জন্য যক্ষের বিষাদ শত গুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবিতেছিল, "যদি পরাধীন না হইতাম, যদি দাসত্ব না করিতাম, তাহা হইলে কি আমার এই দশা ঘটিত ?

---

(৩) উরধ নয়নে=উর্দ্ধ নয়নে।

(৪) অলক=চূর্ণকুন্তল, ঝাপ্‌টা।

(৫) পরবাসে=প্রবাসে।

"অনুকূল বায়ু সঞ্চরি মন্থরে
বহিছে তোমায়, দেখ, নবঘন,
আমোদে চাতক সুমধুর স্বরে
বামপাশে তব করিছে কূজন;
ও চারু-মূরতি হেরিয়া গগনে,
তব সঙ্গসুখ স্মরিয়া মানসে,
বলাকার মালা পরমযতনে
সেবিবে তোমায় মনের হরষে ॥৯॥১—৮॥

যক্ষ এইবার মেঘকে যাত্রার সুলক্ষণ দেখাইয়া ও লোভ দেখাইয়া বলিতেছে; "ঐ দেখ পবন তোমার অনুকূল,—তোমাকে দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তরে লইতেছে, এই অনুকূল বায়ু যাত্রার এক সুলক্ষণ। বামভাগে চাতক পক্ষী মধুর রবে গান করিতেছে,—এও বড় সুলক্ষণ। আর এই যাত্রায় শুধু যে আমার একারই উপকার তাহা নহে; তোমার প্রিয় নায়িকা বলাকামালা পথে তোমায় পাইয়া তোমার সেবা করিবে। অতএব তুমি চল।

১। মন্থরে=আস্তে আস্তে।

৪। কূজন=পাখীর ডাক।

৫—৮। বলাকামালা নভোমণ্ডলে মেঘযোগে গর্ভবতী হয় ইহা প্রসিদ্ধি।

"তব ভ্রাতৃ-জায়া সতী পতিব্রতা,—
এখনো জীবিতা মিলনের আশে ;
বিরহের দিন গণনে নিরতা
দেখিবে তাহারে আমার আবাসে।
রমণী-হৃদয় কুসুম-কোমল,
বিরহের তাপে সদ্য পড়ে ঝ'রে,
আঁশা-বৃন্ত তারে রাখে হে কেবল
ধরি কোনরূপে যতনে আদরে ॥১০॥১—৮॥

পাছে মেঘ মনে করে "তোমার বিরহে তোমার স্ত্রীর ত এতদিনে কোন অত্যাহিত ঘটে নাই? আমি তথায় গিয়া তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইব ত?" তাই যক্ষ সেই ভয় নিরসন করিয়া বলিতেছে, "নিশ্চয়ই তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে। দেখিবে তোমার সেই ভ্রাতৃজায়া—অর্থাৎ আমার পতিরতা স্ত্রী (মেঘের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় তাহাকে ভ্রাতৃস্থানীয় বলা হইয়াছে।) কেবল বিরহের দিন গণিতেছেন। তিনি কি মরিতে পারেন? বোঁটায় যেমন ফুলটি আট্‌কাইয়া রাখে সেইরূপ আশা রমণী-হৃদয়কে আট্‌কাইয়া রাখে। বৃন্ত খসিলে যেমন ফুলটি ঝড়িয়া পড়ে, আশা ফুরাইলেও তেমনি রমণী হৃদয় ঝরিয়া পড়ে।

৩। নিরতা=নিযুক্তা।

৭। আশাবৃন্ত=আশা রূপ বোঁটা।

"যাত্রাকালে তুমি ডাকিবে যখন,
ধরাবক্ষে হ'বে শিলীন্ধ্র সঞ্চার,
নিতান্ত উতলা হ'বে হংসগণ
মানস-সরসে করিতে বিহার।
পাথেয় স্বরূপে মৃণাল কোমল
চঞ্চুপুট মাঝে করিয়া গ্রহণ,
তব সঙ্গিরূপে সে মরাল দল,—
কৈলাস অবধি করিবে গমন ॥১১॥১—৮॥

পাছে মেঘ বলে "একা কি করিয়া অতদূর যাইব?" তাই যক্ষ বলিতেছে "তোমার শ্রুতিসুখকর গর্জ্জনে শিলীন্ধ্র সকল বাহির হইয়া পড়িবে। সে বড় সুলক্ষণ, তাহাতে পৃথিবী অচিরে শস্যশালিনী হয়। আর সেই গর্জ্জন শুনিয়া হংস সকল মানস-সরোবরে যাইবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে। তাহারা পাথেয় স্বরূপ মৃণালের খণ্ড সমূহ চঞ্চুমধ্যে গ্রহণ করিয়া তোমার সহিত তোমার সহযাত্রীরূপে কৈলাস পর্য্যন্ত—অর্থাৎ তুমি যতদূর যাইবে ততদূর—যাইবে। অতএব তুমি নির্ভয়ে চল।

২। শিলীন্ধ্র=বেঙের ছাতা, ভূকদলী, কন্দলী, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেহ বলেন তৃণ বিশেষ, কেহ বা বলেন ভুঁই চাঁপা।

৪। মানস সরসে=মানস সরোবর নামক তিব্বতদেশীয় প্রসিদ্ধ হ্রদে।

৮। কৈলাস=হিমালয়ের অংশ বিশেষ, তিব্বত দেশে অবস্থিত। কৈলাস শিবের বাসস্থান এবং এই কৈলাসের ক্রোড়েই অলকা নগরী।

"মানব-বন্দিত রাঘব-চরণ—
চিহ্নে সুশোভিত মেখলা যাহার,
তুঙ্গ এই শৈল করি আলিঙ্গন
লও হে বিদায় নিকটে ইহার।
তব প্রিয়সখা এই ধরাধর
বরষে বরষে তব দরশন
লভে যবে, চির বিরহের পর
স্নেহ ভরে এর ঝরে দুনয়ন।১২॥১-৮॥

"এখন এই শৈলরাজকে—এই রামগিরি পর্ব্বতকে—আলিঙ্গন করিয়া শীঘ্র বিদায় লও। এই শৈলরাজ তোমার পরম বন্ধু, বৎসরের পর যখন প্রতি বরষায় তোমার সহিত ইহার মিলন হয়, তখন স্নেহ-ভরে উহার অশ্রুক্ষরণ হয়—অর্থাৎ তোমার স্পর্শে পর্ব্বত গাত্রে শিশির বিন্দু মত জলকণা পতিত হয়। এই শৈল অতিশয় পবিত্র; কারণ উহার প্রতি মেখলায় জগৎপূজ্য রামচন্দ্রের পবিত্র পদচিহ্ন সমূহ বিরাজিত। (কারণ রামচন্দ্র এই পর্ব্বতে সর্ব্বদাই আরোহণ অবরোহণ করিতেন)।

২। মেখলা=এ স্থলে পর্ব্বতের সানু। অন্যত্র কটিভূষণ।
৩। তুঙ্গ=উচ্চ।
৬। বরষে বরষে=বৎসরে বৎসরে। (বর্ষে-বর্ষে)।
৭। স্নেহ=প্রেম, বাৎসল্য। অন্যপক্ষে তৈলাদি দ্রব বস্তু।

"শুন কহি এবে তব অনুকূল
পথের কাহিনী, ওহে জলধর,
তার পরে মম বারতা অতুল
কহিব, শুনিও শ্রুতি-সুখকর।
আশ্রয় করিয়া শিখরি-শিখর
লভিও বিশ্রাম পথ-ক্লান্ত হ'লে,
শ্রমে যদি হয় কৃশ-কলেবর
পান করি যেও লঘু নদী জলে ॥১৩॥১-৮॥

"শুন এখন তোমার পথ বলিয়া দিতেছি। আমার কথিত সেই পথ অবলম্বন করিয়া তুমি অক্লেশেই, অলকায় চলিয়া যাইবে। তাহার পর তোমাকে আমার নিজের সংবাদ শুনাইব, সে সংবাদে তোমার শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইবে। যাইতে যাইতে যখন বড় ক্লান্ত হইবে, তখন পর্ব্বতের শিখরদেশে বিশ্রাম করিয়া যাইও। যখন শ্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তখন শৈল নির্ঝরিণীর লঘুজল পান করিও, তাহা হইলেই পুনশ্চ সবল হইবে।

৮। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে হিমালয় ও মলয় পর্ব্বতোদ্ভূত গিরিনদীর জল অতিশয় লঘু। যথা:—

"উপলাস্ফালনক্ষেপবিচ্ছেদৈঃ খেদিতোদকাঃ।
হিমবন্মলয়োদ্ভূতাঃ পথ্যানদ্যো ভবন্ত্যমূঃ॥"

'বুঝি গিরিশৃঙ্গ উড়ায় পবন'
সিদ্ধাঙ্গনাগণ ভাবিয়া মানসে,
উৎসাহে কৌতুকে তুলিয়া বদন,
হেরিবে তোমারে পরম হরষে।
উঠ শূন্যে তুমি উঠ ত্বরা করি
তেজি এ বেতসপূর্ণ আর্দ্রস্থান,
দিঙ্‌নাগের স্থূল-কর-গর্ব্ব হরি
উত্তরের পথে করহ পয়ান ॥১৪॥১-৮॥

"তুমি যখন এই পর্ব্বত হইতে উঠিয়া উত্তর মুখে চলিতে থাকিবে তখন সরলা সিদ্ধরমণীগণ চকিত নয়নে আগ্রহের সহিত তোমাকে দেখিতে থাকিবে। তাহাদের মনে হইতে থাকিবে—'বুঝি পবনের বেগে পর্ব্বত শৃঙ্গই উড়িয়া যাইতেছে।' এক্ষণে বেতসপূর্ণ আর্দ্র ও নিম্ন এই স্থান হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া উত্তর পথে গমন কর। আকাশে দিগ্‌হস্তীরা তোমার গায়ে শুণ্ড প্রহার করিতে আসিলে তুমি তাহাদের গর্ব্বহরণ করিও,—তোমার বিপুল দেহ দেখিলেই দিগ্‌গজদিগের শুণ্ড-গরিমা লোপ পাইবে। *

২। সিদ্ধাঙ্গনা=সিদ্ধ নামক দেবজাতির রমণী। বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ,রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ এবং ভূত সর্ব্বসমেত এই দশ প্রকার দেবযোনি।

৭। দিঙ্‌নাগ=দিগ্‌গজ। আকাশে ৮টী দিক্ রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক এই আটটী হস্তী এবং তাহাদের স্ত্রী যথাক্রমে অভ্রমু কপিলা, পিঙ্গলা, অনুপমা, তাম্রকর্ণী, শুভ্রদন্তী, অঙ্গনা ও অঞ্জনাবতী নামে দিগ্‌ হস্তিনী আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি।

* মল্লিনাথ বলেন এই শ্লোকে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপক্ষ সমালোচক দিঙ্‌নাগ নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর শ্লেষোক্তি আছে।

"যেন মণি-আভা মিশ্রণে রচিত
বাসবের ধনু মনোবিমোহন,
বল্মীক হইতে হইয়া উদিত
তব শিরোদেশে দুলিছে কেমন।
শিখিপুচ্ছ শিরে গোপবেশধারী
শ্যাম নটবর শোভেন যেমন,
এ চারু ভূষণে অতি মনোহারী
তব কলেবর শোভিছে তেমন ॥১৫॥১-৮॥

"ঐ দেখ ঐ বল্মীকের অগ্রভাগ হইতে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে। সেই ধনুর বর্ণ নানাবিধ মণিমাণিক্যের রশ্মিমিশ্রিত বর্ণের ন্যায় সুন্দর। ঐ ধনু তোমার মাথায় লাগিলে বোধ হইবে যেন কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ-চন্দ্রক নাচিতেছে। কি অপূর্ব্ব শোভা!

---

(৩) বল্মীক=উইঢিপি। এই বল্মীক লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। উইঢিপি হইতে রামধনু উঠিতেছে কথাটা ভাল সঙ্গত বোধ হয় না। এজন্য টীকাকারগণ বল্মীক শব্দে নানা অর্থ করিয়াছেন। কেহ গিরিশৃঙ্গ, কেহ সূর্য্য, কেহ সরৌদ্র মেঘ বলিয়াছেন। পূজনীয় ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সকল অর্থই অসঙ্গত বলিয়াছেন, তিনিও কিন্তু কোন মীমাংসায় হাত দেন নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ বুঝাইয়াছেন:—"পর্ব্বতে ইন্দ্রধনু অনেক নীচু পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় যেন একটা অল্প উচ্চ জায়গা—উইএর ঢিপি—হইতে উঠিতেছে।"

"'শস্য-লাভ ঘটে তোমার দয়ায়,'
জানি মনে মনে পল্লীবধূগণ,
সপ্রেম নয়নে হেরিবে তোমায়,
সরলা,—ভ্রুভঙ্গী জানেনা কখন।
ছুটিছে সৌরভ সদ্য করষণে
মালভূমি হ'তে, তাহার উপরে
কিছদূর গিয়া পশ্চিম অয়নে,
পুন লঘুগতি যাইবে উত্তরে ॥১৬॥১-৮॥

"কৃষি কার্য্যই জনপদ অর্থাৎ পল্লীবাসী দিগের জীবিকা, একমাত্র অবলম্বন। তুমি সেই কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়। কৃষির ফল অর্থাৎ শস্যলাভ তোমারই আয়ত্ত। 'সেই জন্য তুমি আকাশে উঠিলে সরলা পল্লীবালারা তোমাকে প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনে দেখিতে থাকিবে। তাহাদের সে নয়নে ভ্রূচাতুর্য্যের হাব ভাব বিলাস বিভ্রম কিছুই নাই। সে সরল নয়নের সে সরল চাহনি বড়ই মধুর। তুমি এইবার নিম্নভূমি হইতে মালভূমিতে উঠিবে। সে ভূমি সদ্য কর্ষিত হওয়ায় তাহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইতেছে। তাহার উপর দিয়া কিছু দূর পশ্চিমে গিয়া তাহার পরে উত্তরে যাইবে।*

৬। মালভূমি=সমতল উচ্চভূমি (Table-land)। যে দেশে অনেক মালভূমি আছে, সেই দেশের নাম মালব।

* রামগিরি হইতে ঠিক্ উত্তর দিকে গেলে সম্মুখে পর্ব্বতমালা দ্বারা মেঘ প্রতিহত হইবে। দক্ষিণ বায়ু মেঘকে চালিত করিলে মেঘ সুতরাং পশ্চিম দিকেই অগ্রসর হইবে, তাহার পর যেখানে উত্তরের পথ খোলা পাইবে, তখন উত্তর দিকে যাইবে। এ স্থলে বলা উচিত যে, বঙ্গসাগর হইতে যে মনসুন বায়ু উঠিয়া মেঘকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই বায়ু ঠিক্ দক্ষিণ দিক্ হইতে নহে, দক্ষিণ ও ঈষৎ পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিতেছে।

"পথশ্রান্ত তুমি, তোমারে নিশ্চয়
আম্রকূট দিবে নিজ শিরে স্থান,
তুমি যে বরষি সুশীতল পয়
দাবানল তার করহ নির্ব্বাণ ;
উপকারী মিত্র আসিলে ভবনে
কৃপণেও কভু বিমুখ না হয়,
উন্নত সে গিরি, নিজ মিত্রজনে
আদরে সেবিবে, তাহে কি সংশয় ? ১৭ ॥১—৮ ॥

"এইবার আম্রকূট পর্ব্বত পাইবে। তুমি পথশ্রান্ত, তোমাকে সে নিশ্চয়ই আদর করিয়া নিজ মস্তকে স্থান দিবে। কারণ তুমি তাহার পরম উপকারী বন্ধু ব্যক্তি,—তোমার শীতল বারিধারায় তাহার দাবানল নির্ব্বাণ করিয়া তাহার তাপের শান্তি কর। নিতান্ত কৃপণ ব্যক্তিও উপকারী মিত্রকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর সেই মহা উন্নত আম্রকূট-গিরি যে তোমাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

২। আম্রকূট=বর্ত্তমান সময়ের অমরকণ্টক। এই অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে তিনটী বিশালকায়া নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। শোণ, নর্ম্মদা ও মহানদী ভারতের এই তিন প্রসিদ্ধ নদী ঐ অমরকণ্টক হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অমর- কণ্টক বিন্ধ্যাচলের এক অংশ বিশেষ।

৩। পয়=জল।

"গিরিপ্রান্ত সব করেছে আবৃত
পক্ক ফলপূর্ণ আম্রের কানন,
তৈল-সিক্ত-কেশ-বরণ-নিন্দিত—
তুমি তার শিরে বসিবে যখন ;—
দূর শূন্য হ'তে অমরী অমর
দেখি সেই দৃশ্য ভাবিবে মানসে,
শ্যামমুখ, গৌর, পীন পয়োধর
শোভা পায় যেন ধরণী উরসে ॥ ১৮ ॥ ১—৮ ॥

"তুমি যখন সেই আম্রকূট গিরির চূড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে, তখন এক আশ্চর্য্য শোভা হইবে। এই আষাঢ় মাসে সেই পর্ব্বতের চারি পার্শ্বে (Slopes) বন্য আম্রবৃক্ষের আম্র সকল পাকিয়া স্বর্ণবর্ণ হইয়াছে। এত আম পাকিয়াছে যে পর্ব্বতের বাহির দিক্‌টা আমের রঙে একেবারে গৌরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক্ তৈলসিক্ত কবরীবৎ কৃষ্ণবর্ণ তুমি (মেঘ) ঐ পর্ব্বতের চূড়ায় বসিবে। দূর শূন্য প্রদেশ হইতে দেবতারা যুগল মিলনে মিলিত হইয়া ঐ দৃশ্য যখন দেখিবেন—তখন তাঁহারা ঐ পর্ব্বতটীকে ধরণী দেবীর বিশাল স্তন বলিয়া মনে করিবেন। স্তনের যেমন সমস্ত অংশ গৌর কেবল চুচুকটী কৃষ্ণবর্ণ, সেইরূপ পাকা আমের রঙে এই পর্ব্বতেরও সমস্ত প্রদেশ গৌর এবং মোচাগ্র শিখরটী তোমার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। মল্লিনাথ বলেন এই শ্লোকে পৃথিবীতে নায়িকার এবং মেঘে নায়কের ভাব আরোপিত হইয়াছে।

৩। তৈলসিক্ত-কেশ-বরণ-নিন্দিত—যাহার রঙের নিকট ঐ রূপ তেল মাখান চুলের রঙ নিন্দা পায়।

"ক্ষণেক বিশ্রাম লভিয়া তথায়
বনচর-বালা-লীলা কুঞ্জবনে ;
বরষি সলিল লঘু করি কায়,
অতিক্রমি পথ ত্বরিত গমনে—
দেখিবে সমুখে—কুঞ্জরের গায়
যেন ভূতি রেখা অঙ্কিত কৌশলে,
বিশীর্ণা তটিনী রেবা ব'হে যায়
উপল-বিষম বিন্ধ্য-পদতলে ॥ ১৯ ॥ ১—৮ ॥

"সেই পর্ব্বতে—আম্রকূটে—তরুবল্লীরচিত সুন্দর নিভৃত কুঞ্জবন আছে। সেই কুঞ্জগুলি বনচর ললনাদিগের বিলাস লীলার নিকেতন,—আনন্দ উপভোগের স্থান। তথায় তুমি একটু বিশ্রাম করিবে, কিছু জলবর্ষণ করিয়া দিবে,—তাহাতে তোমার শরীর লঘু হইবে। শরীর লঘু হইলে তুমি দ্রুত চলিতে থাকিবে, কিছু দূর গিয়া রেবা নদী দেখিতে পাইবে। রেবা এইখানে নিতান্ত শীর্ণভাবে,—বিন্ধ্য পর্ব্বতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বিষম, এব্‌ড় খেব্‌ড় প্রস্তর সকলের মাঝ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের বর্ণ কৃষ্ণ, রেবার জলবেণীসমূহের বর্ণ ধবল। কৃষ্ণবর্ণ একটা প্রকাণ্ড কূর্ম্মপৃষ্ঠ পর্ব্বতের মাঝে মাঝে শ্বেতবর্ণ রেবার জলবেণীসমূহ প্রবাহিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন শাদা রঙ দিয়া একটা হাতীর শিঙার (সজ্জা) করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। কুঞ্জর=হস্তী।
৬। ভূতিরেখা=হস্তীর মাথায় ও গায়ে শাদা রঙের ডো[illegible] শৃঙ্গার সজ্জা।
৭। রেবা=নর্ম্মদা।

"নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাদ্বি[illegible]তা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণিচরাণি চ॥
সর্ব্বপাপহরা নিত্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃ[illegible]
সংস্তুতা দেব গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিস্তথৈব চ॥"

৮। উপলবিষম=প্রস্তর-বন্ধুর—পাথরে এব্‌ড় খেব্‌ড়[illegible]
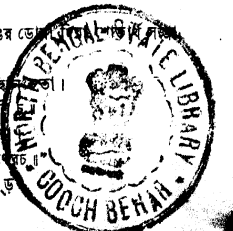
"তিক্ত গজ[১]মদে সুরভি সে নীর,
বহে জম্বুকুঞ্জ করি প্রক্ষালন,
বর্ষণেতে লঘু তোমার শরীর
পান করি তাহা করিবে গমন ;
সেবিলে সলিল গুরু হবে দেহ,
বায়ু উড়াইতে নারিবে তোমায়,
লঘুজনে কভু মানে না কো কেহ,
সার আছে যার ধন্য সে ধরায় ॥ ২০ ॥ ১—৮ ॥

"বিন্ধ্য পর্ব্বতেও বর্ষণ করিয়া তোমার শরীর লঘু হইবে। রেবা নদীর জল বনজামের ঝোপ সকলের মধ্য দিয়া, ঐ বন ধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। (সেই জন্য কষায়)। বন্য হস্তী সকল ক্রীড়া করায় তাহাদের মদস্রাবে ঐ জল অতিশয় সুগন্ধি (সুতরাং তিক্ত ; দেখিতে পাওয়া যায় সুগন্ধি দ্রব্যের আস্বাদন তিক্ত হয়)। তুমি সেই রেবার ঐ লঘু তিক্ত ও কষায় জল পান করিয়া দেহটা গুরু করিয়া লইও। দেহ গুরু হইলে বায়ু আর তোমাকে যথেচ্ছ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। লঘু ব্যক্তিকে,—অসার ব্যক্তিকে,—কেহই মানে না,—গ্রাহ্য করে না। যাহার সার আছে, জগতে সেই বরণীয়। *

১। গজমদ=যৌবনপ্রাপ্ত পুংজাতীয় হস্তীর গণ্ডদেশ হইতে উগ্রগন্ধবিশিষ্ট তরলস্রাব বিশেষ।

* মল্লিনাথ বলেন এই শ্লোকটীর ভিতর এই অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে :—রোগীকে বমন করাইয়া তাহাকে লঘুতিক্ত কষায় জল পান করাইলে তাহার আর বায়ুজনিত কম্প জন্মিতে পারে না। প্রমাণঃ—

"কষায়াশ্চাহিমাস্তস্য বিশুদ্ধৌ শ্লেষ্মণোহিতাঃ।
কিমু তিক্তা কষায়া বা যে নিসর্গাৎ কফাপহাঃ ॥
কৃতশুদ্ধেঃ ক্রমাৎপীতপেয়াদেঃ পথ্যভোজিনঃ।
বাতাদিভির্ন বাধা স্যাদিন্দ্রিয়ৈরিব যোগিনঃ ॥"

বাগ্‌ভটঃ।

"অর্দ্ধবিকসিত কদম্ব-কুসুমে
শোভিছে হরিত কেশর মঞ্জুল,
ফুটিয়া রয়েছে নিম্নজলাভূমে
কন্দলীর চারু নবীন মুকুল ;
কুরঙ্গের দল এ সব দেখিয়া,
দগ্ধ বনে লভি সুরভি আঘ্রাণ,
দেখাইবে তুমি কোন পথ দিয়া
নব জল ঢালি করেছ পয়ান ॥ ২১ ॥১—৮ ॥

"তুমি যেখানে যাইবে সেখানে কদম্বফুল ফুটিবে। কদম্ব ফুলের অর্দ্ধ বিকসিত অবস্থায় উহার কেশরগুলির রঙ কোথাও সবুজ কোথাও কপিশ দেখায়, অতি চমৎকার শোভা হয়। তুমি যেখানে যাইবে—তোমার বৃষ্টি সঞ্চারে সেইখানে নিম্নভূমিভাগে কন্দলী সকলের প্রথম মুকুলোদ্গম হইবে। দগ্ধবনভূমে তোমার প্রথম বৃষ্টিপাতে সোঁদাগন্ধ বাহির হইবে। হরিণগুলি এই সব শোভা দেখিয়া ও ভূমির গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াইবে ; মনে হইবে, তুমি কোন্ পথ দিয়া নূতন জল ঢালিতে ঢালিতে চলিয়া গিয়াছ তাহা সকলকে দেখাইয়া দিতেছে।

---

২ কেশর = Filament, কিঞ্জল্ক, পুষ্পের সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থসমূহ।
মঞ্জুল = সুন্দর।

৪। কন্দলী = শিলীন্ধ্র।

৬। সুরভি = সুগন্ধি।

"সিদ্ধযুবাগণে প্রেয়সীর সনে
হেরিবে,—চাতক কেমন কৌশলে
লয় বারিধারা ; গণিবে গগনে
সারি সারি সারি বলাকার দলে ;
গরজিলে তুমি, তরাসে যুবতী
আবেগে পতিরে দিবে আলিঙ্গন,
সে গাঢ় পরশে তুষ্ট হ'য়ে অতি
যুবক পূজিবে তোমায় তখন ॥ ০ ॥ ১—৮ ॥

(প্রক্ষিপ্ত)। "তুমি যখন আকাশপথে চলিতে থাকিবে, চাতকের দল বারিবিন্দুর লোভে উড়িতে থাকিবে এবং বলাকামালা তোমার নিম্নে শোভা পাইবে। চাতক পক্ষীরা ধারাবারি আকাশে পড়িতে পড়িতে,—ধরণীপৃষ্ঠ-সঙ্গত হইবার পূর্ব্বেই, পান করিতে থাকিবে। পর্ব্বতোপরি সিদ্ধ যুবকযুবতীগণ ঐ শোভা দেখিতে থাকিবেন। তাঁহারা কখনও বা ঐ বারিগ্রহণকারী চাতকের কৌশল দেখিবেন, কখনও বা অঙ্গুলী দ্বারা এক, দুই, তিন করিয়া বলাকার সংখ্যা গণনা করিতে থাকিবেন। ঐ সময়ে হঠাৎ তুমি গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিবে, সরলা সিদ্ধবালাগণ ত্রাসে ছুটিয়া পতির বক্ষে পড়িবে। সেই সুখকর স্পর্শে সিদ্ধযুবাগণ অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তোমার আগমন শ্লাঘ্য মনে করিবেন।

কালিদাসের ঋতুসংহারেও এই ভাবের একটী শ্লোক পাওয়া যায়। তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। উহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"পতির উপরে রামা করি অভিমান,
ছিল অন্য দিকে শুয়ে মুদিত নয়ান,
সুগভীর ভীমরবে ডাকে জলধর,
ভয়ে দুরু দুরু করে হৃদয় ভিতর !
ভুলিয়া মানের কথা রমণী তখন,
নিজ নাথে ঘন ঘন দেয় আলিঙ্গন।

"দ্রুতগতি তুমি মম প্রিয়াতরে
যাইবে, জলদ, তবু ভাবি মনে,
কূটজ-বাসিত প্রতি গিরিবরে
হইবে বিলম্ব তোমার গমনে।
সজল নয়নে উচ্চ কেকারবে
করিবে ময়ূর তব সম্ভাষণ,
ত্যজিতে তাদের বড় ক্লেশ হ'বে
তবু যেও শীঘ্র, এই আকিঞ্চন॥ ২২ ॥ ১—৮ ॥

"তুমি আমার প্রিয়তমার নিকট যাইতেছ, নিশ্চয়ই তুমি দ্রুতগতি যাইবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তথাচ তোমার বিলম্ব হইবে। এই সময়ে প্রতি পর্ব্বতেই কুরচির ফুল ফুটিয়া পর্ব্বত প্রদেশ সুগন্ধ করিয়া তুলিয়াছে;—কুরচির ফুল তোমার অতিশয় প্রিয়, সেই পর্ব্বত সমূহে তোমার প্রিয়বন্ধু ময়ূর সকল তোমাকে দেখিয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চ কেকারবে তোমার সম্ভাষণ করিতে থাকিবে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া যাইতেও তোমার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে। তবুও তোমায় আমি অনুরোধ করিতেছি যত শীঘ্র পার যেও।

---

(৩) কূটজ বাসিত=কূটজ=কুরচি ফুল, তদ্দ্বারা সুগন্ধীকৃত।
(৮) আকিঞ্চন=প্রার্থনা।

"দশার্ণের দেশ তব আগমনে
ধরিবে হরষে বেশ মনোহর,
শ্যাম পক্ক জম্বু শোভিবে কাননে,
সরসে কূজিবে মরাল নিকর।
উপবন-বৃতি কেতকী সকল
পরিবে শিরেতে ধবল মুকুল,
রচিয়া কুলায় বিহঙ্গম দল
গ্রাম্যবৃক্ষ সব করিবে আকুল ॥ ২৩ ॥ ১-৮ ॥

"তাহার পর দশার্ণ দেশ। তথায় তুমি যখন প্রবেশ করিবে, সে দেশ তোমার আগমনে নূতন শ্রী ধারণ করিবে। জাম গাছের জাম পাকিয়া গাছ সকল,—উদ্যান সকল,—কালো করিয়া তুলিবে। হংস সকল সরোবরে কেলি করিতে থাকিবে। (অর্থাৎ তোমার সহযাত্রী হংসগণ কয়েক দিনের জন্য তথায় থাকিয়া যাইবে।) সে দেশে কেয়া ফুলের গাছ দিয়া বাগানের বেড়া দেওয়া হয়, কেয়াগাছে মুকুলোদ্গম হইয়া সমস্ত বেড়া গুলা শাদা হইয়া যাইবে। আর পাখীরা সেই বর্ষা সময়ে গ্রামের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের আগায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের কলরবে বৃক্ষ গুলাকে কলরবময় করিয়া তুলিবে।

১। দশার্ণ=পূর্ব্বমালব। ইহার রাজধানী বিদিশা। বিদিশার বর্ত্তমান নাম ভিলসা। এই নগরী বেত্রবতী (আধুনিক বেতোয়া) নদীর তীরে অবস্থিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪। সরসে=সরোবরে।

৫। বৃতি=বেড়া।

"ভুবন-বিদিত বিদিশা শোভনা
রাজধানী তার ;—যাইলে তথায়,
মিটিবে তোমার বিলাস-বাসনা
যত আছে মনে ; (কহিনু তোমায়।)
তরঙ্গে বহিছে তথা বেত্রবতী,
তটে ঊর্ম্মিবারি স্বনিছে কেমন !
ভ্রূভঙ্গে অস্ফুটে, ডাকিছে যুবতী,
(তুমি) জলপান ছলে চুমিবে বদন ॥২৪॥ ১—৮॥

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। ঐ নগরীর যশ পৃথিবী ব্যাপ্ত। তুমি বিলাসী, সেখানে গেলে তোমার বিলাস-বাসনা সম্যক্ চরিতার্থ হইবে। সেই বিদিশা নগরী বেত্রবতী নদীর উপরে অবস্থিত। বেত্রবতী অতিশয় বেগবতী, তাহার জলরাশি তলস্থ উপলে পড়িয়া শব্দিত হইতেছে, তরঙ্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন সেই নদী (তোমার নায়িকা) অস্ফুট শব্দে ইঙ্গিত করিয়া, ভ্রূভঙ্গী করিয়া, তোমাকে আহ্বান করিতেছে। তুমি জলপানছলে তাহার মুখ-চুম্বন করিবে। তরঙ্গের সহিত ভ্রূভঙ্গের তুলনা অতি সুন্দর।

৩। ঊর্ম্মি=স্রোত। স্বনিছে=ডাকিছে।

"তথা আছে 'নীচ' নামে গিরিবর ;
লভিও বিশ্রাম তার বক্ষঃস্থলে,
তোমার পরশে তার কলেবর
পুলকে পূরিবে কদম্বের ছলে।
শিলাময় গৃহ তথা শত শত
অঙ্গ-পরিমলে করিছে প্রচার,—
গুরুভয়ে-ভীত-সমাগত কত—
নাগর নাগরী নিশীথ বিহার ॥ ২৫ ॥ ১—৮ ॥

"সেই বিদিশার উপকণ্ঠে "নীচ" বা "নীচৈ" নামে একটী পাহাড় আছে। তুমি ঐ পাহাড়ে বিশ্রাম করিও। তোমার স্পর্শে গিরিস্থিত কদম্ববৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া উঠিবে, যেন সেই পর্ব্বতেরই রোমাঞ্চ হইবে। সেই পর্ব্বতে শিলাময় নির্জ্জন গুহাগৃহ সমূহ আছে। তথায় নিশীথে বারস্ত্রীগণের অভিসার-লীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

৪। পুলক=রোমাঞ্চ। ৬। পরিমল=মর্দ্দনে যে সুগন্ধ উঠে তাহাকে পরিমল বলে।

পূজ্যপাদ কবিবর রায় রাধানাথের কৃত উৎকলানুবাদের মর্ম্ম এইরূপ :—

"অদূরেতে শোভে "নীচ" নামে গিরিবর,
বিশ্রাম লভিও তুমি তাহার উপর ॥
তব সঙ্গ লাভ করি সুখী সে হইবে।
কদম্বের ছলে তার রোমাঞ্চ স্ফুরিবে ॥
শিলাগৃহে তথা কত নবীনা নাগরী
প্রাণনাথে দৃঢ় বাঁধি বাহুপাশে মরি'!
তুষ্ট করে বিধি মতে নাগরের মন,
অঙ্গ পরিমল সুখে বহে সমীরণ ॥"

"লভিয়া বিশ্রাম, চল সেই খানে
কুসুম-শোভিত নগনদী-কূলে ;
নবজলধর, নবজল-দানে
কর হাসিমুখ যূথিকা-মুকুলে।
তথা মালিনীরা আসি ফুল তোলে
ছায়াদানে কর তাদের শীতল,
স্বেদ বারি ধারা মুছিতে কপোলে
মলিন হয়েছে কর্ণের কমল ॥ ২৬ ॥ ১—৮ ॥

"নীচ পাহাড়ে বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে থাকিবে। ক্রমে নগনদীর (মানচিত্রের "পার্ব্বতী") কূলে পৌঁছিবে। সেই নদীর ধারে অসংখ্য যূঁই ফুলের বন। তুমি সেই যূঁই ফুলের উপর নূতনজল ঢালিয়া তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। দেখিবে সেখানে দলে দলে মালিনীরা সেই সব যূঁই ফুল তুলিতেছে। রৌদ্রে তাহাদের বড় কষ্ট হইতেছে, সুন্দর কপোল বাহিয়া দরদর ঘাম ঝরিতেছে। তাহাদের কানে যে পদ্মের কুণ্ডল দুলিতেছে, তাই দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে পদ্ম মলিন হইয়া যাইতেছে। তুমি তাহাদিগকে ছায়া দান করিয়া শীতল করিবে।

২। নগনদী=শৈলনদী বা পার্ব্বতী নদী বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে।

"তুমি জলধর যাইবে উত্তরে ;
উজ্জয়িনী রয় যদিও সুদূরে,
তবুও তাহার প্রাসাদ-শিখরে
লইতে বিশ্রাম, যেও সেই পুরে।
চপলা-চকিত-বিলোল-লোচনে
রমণীরা তথা হেরিবে তোমায়,
কি ফল তোমার এ ছার জীবনে
সে সৌভাগ্য যদি না মিলে ধরায় ? ২৭ ॥ ১—৮ ॥

"তুমি উত্তর দিকে চলিয়াছ। উজ্জয়িনী বিদিশা হইতে দূরে—দক্ষিণ পশ্চিমে। সুতরাং উজ্জয়িনী যাইতে হইলে তোমাকে বাঁকিয়া যাইতে হইবে। (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। তথাচ-আমি বলিতেছি তুমি উজ্জয়িনী দেখিয়া যাইবে। উজ্জয়িনীর প্রাসাদ সকল অত্যন্ত উচ্চ, তুমি ছাদে বিশ্রাম করিও। উজ্জয়িনীর পুরললনাদিগের নয়ন বড়ই মনোরম। তাহাদের অপাঙ্গ নিতান্ত চঞ্চল। সেই চঞ্চল নয়ন তোমায় চপলাস্ফূরণ হেতু আরও চঞ্চল হইয়া উঠিবে। যদি তুমি সেই মনোহর নেত্রপথের পথিক হইতে না পাও, যদি সেই বিলোল-লোচনের লীলানৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে না পাও, তুমি নিশ্চিতই আত্মবঞ্চনা করিলে,—নিশ্চয়ই তোমার জীবনটা বৃথায় গেল।

Cf. Wilson :—

Those eyes, those lightning looks unseen,
Dark are thy days, and thou in vain hast been."

"পথেতে নির্ব্বিন্ধ্যা—তব প্রণয়িনী
ধাইছে উপল-স্খলিত তরঙ্গে,
ঊর্ম্মি প্রতিহত মরাল-কিঙ্কিণী
নিতম্বে তাহার বাজে যেন রঙ্গে!
নিম্ননাভি আহা দেখায় কেমনি
সলিল-আবর্ত্তে (তব সঙ্গ আশে)!
লও রসাস্বাদ, চতুরা রমণী
বিভ্রম বিলাসে বাসনা প্রকাশে ॥ ২৮ ॥ ১—৮ ॥

"বিদিশা হইতে উজ্জয়িনীর পথে—বিদিশা হইতে একটু পশ্চিমে—নির্ব্বিন্ধ্যা নদী। উপল-প্রতিহত নদীস্রোত স্খলিত হইয়া চলিতেছে, যেন যৌবনবেগে নায়িকার পদস্খলন হইতেছে! যেখানে পাথর নাই, সেখানে নদীর জল ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতেছে, আবর্ত্ত পড়িতেছে, যেন নায়িকা বিভ্রম বশতঃ তাহার নাভিদেশ দেখাইতেছে। হংসের দল সারি বাঁধিয়া নদীর স্রোত পার হইবার চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু তরঙ্গের বেগ যেমন হংস শ্রেণীর উপর পড়িতেছে,—হংসগণ অমনি কূজন করিয়া উঠিতেছে;—বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনীর চন্দ্রহার ক্বণিত হইতেছে! তুমি এই নির্ব্বিন্ধ্যার জল গ্রহণ করিও, রসাস্বাদ লইও। রমণীগণ হাব ভাব দ্বারাই প্রণয় কামনা জ্ঞাপন করে।

"সিন্ধুনদী তব বিরহে কাতরা,
কৃশ জল-রেখা বেণীর মতন,
তটতরু-ভ্রষ্ট-শুষ্ক-পত্রে ভরা
পুলিন তাহার পাণ্ডুর বরণ ;
কি বিষম দশা সহে বালা হায় !
ধন্য হে সুভগ, সৌভাগ্য তোমার,
কিন্তু এবে শীঘ্র কর সে উপায়,
পূর্ব্বরূপ যাহে লভে সে আবার ॥ ২৯ ॥ ১—৮ ॥

"তাহার পর এই সিন্ধু নদী। হে মেঘ, দেখ, সকল নদীই তোমাকে কামনা করে, তুমি কি সৌভাগ্যশালী! ঐ দেখ, সিন্ধুনদী তোমার বিরহে কত কৃশ হইয়া গিয়াছে! উহার জলধারা যেন একটা সরু কেশগুচ্ছের মতন (বিরহিণীনারীর একবেণীর মতন) দেখাইতেছে। তীরের তরুসমূহের শুষ্কপাণ্ডুপত্রাবলী পড়িয়া নদীর পুলিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,—যেন সিন্ধু তোমার বিরহে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোমার বিরহে তাহার এই দশা;—তোমার কি সৌভাগ্য! কিন্তু এখন যাহাতে তাহার কৃশতা ঘুচে, সে তাহার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা কর। সে ত তোমারই আয়ত্ত।

৪। পুলিন = নদীর চড়া।

৬। সুভগ = যে পুরুষকে তাহার স্ত্রী বড় ভালবাসে।

১০"পশিয়া অবন্তী,—যথা বৃদ্ধগণ
উদয়ন কথা অভিজ্ঞ সকলে,
পরে উজ্জয়িনী করিও গমন
শোভায়, সম্পদে, অতুল ভূতলে ;
যেন ভোগশেষে স্বর্গবাসী নরে
মরতে নামিয়া আশার সময়,
স্বর্গ একখণ্ড শেষ পুণ্য বরে
এসেছেন লয়ে রম্যকান্তিময় ॥ ৩০ ॥ ১—৮ ॥

"সিন্ধুনদী পার হইয়াই অবন্তী। সেখানে গ্রামবৃদ্ধেরা সকলেই উদয়নের আখ্যায়িকা অবগত আছেন। অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী ; তোমাকে পূর্ব্বে যে উজ্জয়িনীর কথা বলিয়াছি, সেই উজ্জয়িনী। তথায় যাও। ঐ নগরী এতই সুন্দর,—যেন স্বর্গেরই এক অতি সুন্দর অংশ। যে সকল স্বর্গবাসী লোক পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের যে পুণ্যটুকু ক্ষয়িত হইতে অবশিষ্ট ছিল, সেই পুণ্যবলেই যেন স্বর্গের ঐ অতি সুন্দর উজ্জয়িনীরূপ অংশ টুকু পৃথিবীতে লইয়া আসিয়াছেন !

মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে বিদিশা এবং উজ্জয়িনীর অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

"তথায়—

ফুল্ল কমলের সৌরভ মাখিয়া
স্থরভিত অতি শিপ্রাসমীরণ,
প্রভাতে কেমন বহিয়া আনিয়া
মধুর অস্ফুট সারস কূজন,—
অঙ্গ অনুকূল স্থখদ পরশে,
সোহাগে আদরে, (যেন প্রিয়তম)
কত চাটুকথা কহিয়া হরষে,
হরিছে নারীর বিলাসের শ্রম ॥ ৩১ ॥

সেখানে বিকচকমলগন্ধামোদিত শীতল শিপ্রা সমীর সারস সমূহের মধুর কূজনকে দূরবিস্তৃত করিয়া প্রত্যূষে ভবনে ভবনে প্রবাহিত হয় এবং চাটুকার বল্লভ জনের ন্যায় বিলাসলীলায় শ্রান্ত রমণীদিগের শ্রমোপনয়ন করে। সমীরণ প্রিয়তমের সহিত উপমিত হইয়াছে, সে সারসকূজন বহিয়া আনিয়া চাটুবাক্য কথনের কার্য্য করিতেছে।

রায় রাধানাথ রায়ের উৎকলানুবাদের মর্ম্ম এইরূপ। অনুবাদ খুব স্বাধীন। মর্ম্মানুবাদ ও তদ্রূপ স্বাধীন।

"যথায় প্রত্যূষে স্নিগ্ধ শিপ্রা সমীরণ,
করি দ্বিগুণিত কত মরাল কূজন,
বিকসিত কমলের স্থসৌরভ হরি
সেবে বিলাসিনীগণে স্থমন্দে সঞ্চরি।
বামাকুল ক্লান্ত অতি রজনী জাগরে,
অনুকূল বায়ু আসি সেই ক্লান্তি হরে।
নিতম্বের নীলাম্বর ঈষদ কাঁপায়,
কত মতে চাটু করে দয়িতের প্রায় ॥

"তথায় হেরিবে অসংখ্য বিপণি ;
সজ্জিত যতনে তাহার ভিতরে,—
নব-দূর্ব্বাশ্যাম মরকত-মণি,
লতামণি, শঙ্খ, শুক্তি থরে থরে,
রতন-গুম্ফিত শুদ্ধ মুক্তাহার ;
অনুমান হয়,—হেরি সে সকল,
তথায় ধরার রতন-আগার,—
সাগরেতে শুধু সলিল কেবল ॥ ক ॥
"প্রদ্যোত-নরেশ-প্রিয় দুহিতারে,
হরিল হেথায় রাজা উদয়ন ;
'ছিল পূর্ব্বে এই নগর-মাঝারে,
রাজা প্রদ্যোতের স্বর্ণ-তালবন ;
'নলগিরি করী উপাড়ি আলান
ভ্রমিল হেথায় ;' এই কথা বলি,
আগন্তুক জনে করিয়া সম্মান
তোষেন যতনে কোবিদ-মণ্ডলী ॥ খ ॥ ১—১৬ ॥

এই (ক) (খ) (গ) শ্লোকত্রয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক টীকাকার এই তিনটী কবিতা ব্যাখ্যা করেন নাই। এই তিনটী শ্লোকে উজ্জয়িনীর বৈভব ও শোভা বর্ণিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই তিনটী শ্লোকেরই উপাদান মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কাদম্বরীতে ঐ নগরীর যে অতি দীর্ঘ ও পরম রমণীয় বর্ণনা আছে তাহা হইতে কতিপয় পংক্তির অনুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইল। এই অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য যে কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য :—

১। বিপণি=দোকান। ৪। লতামণি=প্রবাল।
১৩। আলান=হাতী বাঁধার স্থান। ১৬। কোবিদ=বিদ্বান।

"যথা বাজিরাজি পলাশ-বরণ,
সূর্য্য-অশ্ব কোথা লাগে তার সনে ?
মদস্রাবী উচ্চ প্রমত্ত বারণ—
বৃষ্টিমত্তমেঘ, হেন লয় মনে !
অসি-লেখাঙ্কিত যথা বীরগণ
যুদ্ধে অপ্রমত্ত নিঃশঙ্ক হৃদয়,
সমরে আপনি আসিলে রাবণ,
নাহি ডরে, রহে সম্মুখে নিশ্চয় ॥ গ ॥ ১—৮ ॥

"উজ্জয়িনীর বিপণি-সমূহে শঙ্খ শুক্তি, প্রবাল, মরকতমণি ও রাশীকৃত সুবর্ণ চূর্ণ সমূহ সর্ব্বদা সজ্জিত থাকায় উহাদের শোভা অগস্ত্য-পীতশুষ্কসলিলসাগরতলের শোভার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তথায় ধারাগৃহ সমূহে বর্ষাকালে অজস্র শীকররাশি বর্ষিত হওয়ায় তদুপরি প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত শত শত ইন্দ্রধনু বিকশিত হইতে থাকে ও কেকারবকারী মত্ত-ময়ূরবৃন্দ পুচ্ছ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকে। তথায় সহস্র সহস্র সরোবর, লক্ষ লক্ষ প্রফুল্ল কুমুদ উৎপল ও কুবলয়াদি কুসুমে নিত্য বিভূষিত হইয়া রমণীয় আখণ্ডলনয়নসমূহের অনুকরণ করিতে থাকে। তথায় সকলবিদ্যা-বিশারদ, বদান্য, দক্ষ, পরিহাসকুশল, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, বক্রোক্তি-নিপুণ, আখ্যায়িকাআখ্যানপরিচয়চতুর, সর্ব্বলিপিজ্ঞ ও মহাভারত-রামায়ণাদি পুরাণে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ "বৃহৎ-কথা"-প্রসিদ্ধ উদয়ন ও বাসবদত্তার পরিণয়-কাহিনী-কথনে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি।

"বাতায়ন-পথে হইয়া বাহির
কেশ-সংস্কারের গন্ধ-ধূম কত,
সুপুষ্ট করিবে তোমার শরীর,
নৃত্য-উপহার দিবে শিখি যত।
সুন্দরী-চরণ-অলক্তে অঙ্কিত,
কুসুম সুবাসে সদা আমোদিত
গৃহে গৃহে শোভা করি দরশন,
সে প্রাসাদে কর শ্রম-বিনোদন ॥ ৩২ ॥ ১—৮ ॥

"তথায়—সেই উজ্জয়িনীতে—গেলে তোমার অনেক উপকার আছে। সেখানে রমণীরা ধূপ জ্বালাইয়া তাহাদের কেশপাশ সুরভিত করে। সেই ধূপের ধূম জানালা দিয়া বাহির হইয়া তোমার দেহে মিশিবে, তাহাতে তোমার দেহ পুষ্ট হইবে; কেন না তোমার শরীর ত স্বভাবতঃই ধূমময়। গৃহস্থিত ময়ূরেরা তোমার দর্শনে পুলকিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, যেন তোমার সম্মানের জন্যই তাহারা তোমাকে নৃত্যোপহার দিবে। দেখিবে, সেই নগরীর প্রতি প্রাসাদই কুসুম সৌরভে পরমামোদিত, প্রতি প্রাসাদেই অলক্তকরঞ্জিত রমণীপদাঙ্ক বর্ত্তমান, তুমি তাহার শোভা দর্শন করিবে ও ঐরূপ প্রাসাদপৃষ্ঠে তুমি পথশ্রম অপনোদন করিবে।

২। গন্ধধূম=সেকালে সুন্দরীরা নানাপ্রকার সুগন্ধদ্রব্যের ধূপ জ্বালাইয়া তাঁহাদের কেশপাশ সুগন্ধি করিতেন।

"পরম পবিত্র ধরার উপরে
মহাকালধাম,—যাও হে তথায়,
প্রমথের গণ হেরিবে সাদরে
শিবকণ্ঠদ্যুতি তব নীলকায় ;
তথা,—গন্ধবতী-জলে কেলিরত—
যুবতী-দেহের সৌরভ হরিয়ে,
কমল-সুরভি অনিল সতত
কাঁপায়ে উদ্যান যেতেছে বহিয়ে ॥ ৩৩ ॥ ১—৮ ॥

"সেই উজ্জয়িনী নগরে, গন্ধবতী নদীতীরে ত্রিলোকবিখ্যাত মহাকালের মন্দির। তুমি সেখানে যাও। সেখানে তোমার দেবদর্শন-জনিত অতুল পুণ্য হইবে। শিবের কণ্ঠের নীলদ্যুতির সহিত তোমার কৃষ্ণবর্ণের বেশ ঐক্য আছে, সেই জন্য সেইখানে শিবানুচর প্রমথগণ আগ্রহের সহিত তোমাকে দেখিতে থাকিবে। সেই মহাদেবের মন্দিরের সংলগ্ন একটী উদ্যান আছে। গন্ধবতীর জলে শত শত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তথায় যুবতীগণ উত্তম গন্ধতৈল মাখিয়া স্নান করিতেছেন। বায়ু সেই প্রফুল্ল কমলকুলের সৌরভে সুরভিত হইয়া, স্নানার্থিনী রমণীগণের গন্ধানুলিপ্ত অঙ্গের সুগন্ধে আমোদিত হইয়া সেই মন্দির-সন্নিহিত উদ্যানের তরুলতাদিগকে মৃদু মৃদু কাঁপাইয়া বহিতেছে।

২। মহাকাল দর্শন সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। যথা স্কন্দপুরাণে

"আকাশে তারকং লিঙ্গং পাতালে হাটকেশ্বরম্।
মর্ত্ত্যলোকে মহাকালং দৃষ্ট্বা কামমবাপ্নুয়াৎ॥"

৬। প্রমথ = শিবানুচর ভূতপ্রেত প্রভৃতি।

"পশ যদি তুমি সে পূত-মন্দিরে
অন্য সময়েতে, (বলিহে তোমায়,)
অপেক্ষিয়া তথা রহিবে সুস্থিরে
যতক্ষণ ভানু অস্ত নাহি যায়।
সন্ধ্যাপূজাকালে তব গরজনে
করিও গম্ভীর পটহের ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিলে শিবের শ্রবণে
গর্জ্জনের ফল লভিবে তখনি।" ৩৪॥
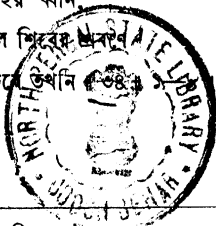
"হে মেঘ, যদি তুমি সন্ধ্যা ব্যতিরেকে অন্য কোন সময়ে সেই মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হও, তাহা হইলেও যে পর্য্যন্ত ভগবান ভানু অস্তাচলাবলম্বী না হন,—অর্থাৎ সন্ধ্যা না হয়, ততক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। কারণ, আরতির সময় তুমি গম্ভীরে গর্জ্জন করিলে তাহাতে আরতির ঢক্কা-নিনাদের কাজ হইবে, তোমার গর্জ্জন করাও সার্থক হইবে।

১। পশ=প্রবেশ কর।
৩। অপেক্ষিয়া=অপেক্ষা করিয়া।
৬। পটহ=ঢক্কা, ঢাক।

"বারনারীগণ, আরতির কালে,
ঢুলায় রতন-খচিত চামর,
নিতম্বে মেখলা বাজে তালে তালে,
শ্রমেতে অবশ সুকুমার কর।
নখ-ব্রণাঙ্কিত তাহাদের কায়ে
পড়িলে সলিল অতি সুখ-কর,
ভ্রমর-গঞ্জিত অপাঙ্গ হেলায়ে
হানিবে কটাক্ষ তোমার উপর ॥ ৩৫ ॥ ১—৮ ॥

এইবার দেবদর্শনজনিত পুণ্য লাভের পর—বিলাস বাসনার একটু চরিতার্থতা দেখান হইতেছে। আরতির সময় বেশ্যারা রত্নখচিত-দণ্ড-বিশিষ্ট চামর লইয়া মহাদেবকে ব্যজন করে। তাহারা ব্যজন করিতে করিতে নৃত্য করে, নৃত্যের তালে তালে তাহাদের নিতম্বে চন্দ্রহার ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজিতে থাকে। তাহারা কিন্তু সেই চামরব্যজনের শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের সুকোমল বাহুলতা অবশ হইয়া আইসে—এলাইয়া পড়িতে থাকে। যদি তুমি সেই সময় তাহাদের নখ-ব্রণাঙ্কিত শরীরে কিছু জলকণা বর্ষণ কর, তাহাদের শরীর বড় শীতল হইবে। কৃতজ্ঞচিত্তে তাহারা তাহাদের সেই ভ্রমরের মত কালো ডাগর ডাগর চোখের অপাঙ্গদৃষ্টিতে তোমার প্রতি চাহিবে। তোমার সৌভাগ্য,—সন্দেহ নাই।

১। বারনারীগণ=বেশ্যাগণ।

৩। অর্থাৎ নৃত্যের জন্য তালে তালে নিতম্বের চন্দ্রহার বাজিতে থাকিবে। এইরূপ চামর হস্তে লইয়া নৃত্য করাকে "দৈশিক" নৃত্য কহে। যথা নৃত্যসর্ব্বস্বে :—

"খড়্গাকন্দুকবস্ত্রাদি দণ্ডিকা চামরস্রজঃ।
বীণাঞ্চ ধৃত্বা যৎকুর্য্যুর্নৃত্যং তদ্দৈশিকং ভবেৎ ॥"

৪। নখব্রণাঙ্কিত=নখের দাগ (আঁচড়) যুক্ত।—রতিরহস্যধৃত বচন যথাঃ—

"কণ্ঠ-কুক্ষি-কুচপার্শ্ব-ভুজোরঃ শ্রোণিসক্থিষু।
নখাস্পদমাহুঃ————॥"

"আরম্ভিবে শিব তাণ্ডব যখন,
রবে তুমি তাঁর ভুজতরুপরে,
তব নিম্নদেশ জবার বরণ
শোভিবে প্রদোষ-রক্ত-রবি-করে।
তখন মহেশ তাঁহার নর্ত্তনে
আর্দ্র গজাজিন না লবেন আর,
নির্ভয়ে ভবানী স্তিমিত-নয়নে
হেরিবেন, সখে, ভকতি তোমার ॥ ৩৬ ॥ ১—৮ ॥

মহাদেব সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ রক্তাক্ত গজাসুরের চর্ম্ম লইয়া তাণ্ডব-নৃত্য করেন। সেই চর্ম্মের রক্তাক্ত দিক নীচের দিকে, আর শুষ্ক কাল পিট্টা উপরদিকে থাকে। মহাদেব ঐ গজচর্ম্ম লইয়া লুফিয়া লুফিয়া নৃত্য করেন। এই বীভৎস দৃশ্য ভবানীর অসহ্য, চক্ষুশূল। তুমি যদি ঐ নৃত্যের সময় ভগবানের উর্দ্ধক্ষিপ্ত বাহু সকলের উপর স্থির হইয়া থাক, সন্ধ্যার রক্ত রবিকর তোমার নীচের দিকে লাগিয়া নীচের রং ঠিক জবা ফুলের মত হইবে, উপর দিকটা কালোই থাকিবে; তুমি যেন ঠিক আর্দ্র-রক্তাক্ত—গজ চর্ম্মই হইবে। মহাদেব আর গজচর্ম্ম না লইয়া তোমাকে লইয়াই নৃত্য করিবেন। মহাদেব আর সেই বীভৎস গজ-চর্ম্ম লইলেন না—এই ভাবিয়া পার্ব্বতী নিরুদ্বেগে তোমার ভক্তি দেখিবার জন্য তোমার দিকে নিশ্চল নয়নে চাহিয়া থাকিবেন।

১। তাণ্ডব=উন্মত্তের ন্যায় হস্তপদ চালনার সহিত পুরুষের উদ্দাম নৃত্য।

২। ভুজতরু=সাধারণতঃ মহাদেবের দশ হস্ত। এই উর্দ্ধক্ষিপ্ত দশহস্ত তরুগণের সহিত উপমিত হইয়াছে।

৬। আর্দ্রগজাজিন=ভিজা হাতীর চাঁমড়া। পুরাণে কথিত আছে যে মহাদেব গজাসুর নামক হস্তীর বেশধারী এক অসুরকে নিহত করিয়া তাহার সেই রুধিরাপ্লুত চর্ম্ম লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

"তামসী রজনী ;—চলেনা নয়ন,
সূচিভেদ্য ঘোর নিবিড় আঁধার ;—
বিলাসিনীগণ করিবে গমন
রাজপথ দিয়া বল্লভ-আগার ;
নিকষে কনক-রেখার মতন
মৃতুল-তড়িতে পথ দেখাইবে ;
করোনা গর্জ্জন, করোনা বর্ষণ,
অবলা তাহারা ভয়েতে মরিবে ॥ ৩৭ ॥ ১—৮ ॥

মহাকালের মন্দিরে সেবাদি করিয়া পুনরায় নগরে বাহির হইবে, বাহির হইয়া দেখিবে যে নিবিড় সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ দিয়া অভিসারিকাগণ নিজ নিজ প্রিয়তমের বাসভবনে যাইতেছেন। ঘোর অন্ধকার, পথ দেখা যায় না ;—তাঁহাদের কত কষ্ট হইতেছে। তুমি তোমার প্রণয়িনী বিদ্যুতের একটু আলো দিয়া তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবে ; কিন্তু দেখিও ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী আলোকে "আলো-আঁধারি" করিও না। তোমার সৌদামিনীকে নিকষে স্বর্ণ রেখার মত তোমার গায়ে স্নিগ্ধ ও স্থির ভাবে রাখিবে। আর এক কথা, সে সময়ে গর্জ্জন অথবা বর্ষণ করিও না ; তাহা হইলে, সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে তাহারা—অবলা বৈ ত নয় ?—ভয়ে বিকল হইয়া পড়িবে।

১। তামসী=অন্ধকারময়ী।

২। সূচিভেদ্য=ঘন জমাট অন্ধকার, যেন সূচ দিয়া বেঁধা যায়।

৩। বিলাসিনী=কামিনী,=এখানে অভিসারিকা। যাহারা প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য সঙ্কেত স্থানে যায়।

৪। বল্লভ=প্রিয়জন।

৫। নিকষ=কষ্টিপাথর।

"তব প্রিয়তমা চপলা সুন্দরী
হবে ক্লান্ত যবে সুচির-স্ফুরণে,
লভিও বিশ্রাম প্রাসাদ-উপরি
সুখ-সুপ্ত যথা পারাবত-গণে ;
উদিলে তপন পূরব গগনে
শেষ পথটুকু করিও গমন,
সুহৃদের কাজে সুহৃদ, ভুবনে,
তিলমাত্র হেলা না করে কখন ॥ ৩৮ ॥ ১—৮ ॥

এইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইলে তিনি—তোমার প্রিয়তমা চপলা—ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। তখন তাঁহাকে কিছু বিশ্রাম দেওয়া উচিত; অতএব তাঁহাকে লইয়া সেই নগরের কোন উচ্চ প্রাসাদের উপরিভাগে রাত্রি যাপন করিও। সেই হর্ম্ম্যশিখর নীরব,—পারাবতের দলও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রভাত হইলে আবার শেষ-পথটুকু যাইও! বন্ধুর কার্য্যে কোন বন্ধুই কিছুমাত্র বিলম্ব বা অবহেলা করে না; তুমিও অলকা যাইতে অবহেলা করিবে না, তাহা নিশ্চয়। [যক্ষ পূর্ব্বে ২৭ শ্লোকে মেঘকে উজ্জয়িনীর প্রাসাদ শিখরে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।]

১। চপলা=বিদ্যুৎ।

২। সুচির স্ফুরণে=অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া।

"একালে প্রণয়ী মুছায় যতনে
খণ্ডিতা নারীর নয়ন সলিল,
অতএব রবি উদিলে গগনে
রোধিও না তাঁর পথ একতিল;
এসেছেন তিনি মুছা'তে আদরে
হিম অশ্রুধারা নলিনী-বদনে,
তুমি যদি রুদ্ধ কর তাঁর করে,
মহারোষ হ'বে তপনের মনে ॥ ৩৯ ॥ ১—৮ ॥

এই প্রভাত সময়ে প্রণয়িগণ নিজ নায়িকার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের (খণ্ডিতানায়িকাদিগের) চোখের জল মুছাইয়া দেন। খণ্ডিতাগণ নিজ নিজ দয়িত-বিরহে রাত্রিতে কাঁদিয়াছেন। সূর্য্যদেব রাত্রিতে স্থানান্তরে ছিলেন, বিরহিণী নলিনী সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে, নীহারাশ্রুধারায় তাহার মুখ আপ্লুত হইয়া গিয়াছে। প্রাতে সূর্য্য নলিনীর সেই অশ্রুসিক্ত মুখ মুছাইতে আসিতেছেন। অতএব হে মেঘ, তুমি তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিও,—তাঁহার কররোধ করিও না। তাহা হইলে তাঁহার মনে বাসনাভঙ্গজনিত মহাক্রোধের উদয় হইবে।

২। খণ্ডিতা="অন্যাভোগচিহ্ন অঙ্গে আসে যার পতি।
"খণ্ডিতা" তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি ॥"
ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী।

৭। কর=কিরণ ও হস্ত দুই অর্থে ব্যবহৃত।

*"অতি নিরমল গম্ভীরার জল,
যেন প্রেমিকার তরল হৃদয়,
সে স্বচ্ছ-সলিলে তব অবিকল
চারু প্রতিবিম্ব পশিবে নিশ্চয় ;
চটুল-শফরী-বিলোল-লোচনে
মনের আবেগে চাহিবে সরলা,
তুমি হে ধৈরজ ধরিবে কেমনে ?—
বাসনা তাহার করিবে বিফলা ? ৪০ ॥

---

*"উজ্জয়িনীর পরেই গম্ভীরা নদী। তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ;—ঠিক যেন কোন অনুরক্তা যুবতীর নির্ম্মল সরল হৃদয়খানি! (নদী মাত্রেই মেঘের নায়িকারূপে বর্ণিত হইয়াছে)। তাহার স্বচ্ছ জলে তোমার সুচারু প্রতিবিম্ব পড়িবে—তাহার হৃদয়ে যেন তোমার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইয়া যাইবে। ধবলবর্ণ চপল পুঁটি মাছ গুলি লাফাইবে—যেন নায়িকার বিশদ নয়নের আবেগপূর্ণ চঞ্চল কটাক্ষ, সে কটাক্ষে তাহার বাসনা ব্যক্ত হইতেছে—তাহার সেই বাসনা বিফল করা তোমার উচিত নহে। ধৈর্য্যের,—সংযমের—স্থান এ নহে।

১। গম্ভীরা=ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। বিন্ধ্য হইতে বাহির হইয়া চম্বলে পড়িতেছে।

৫। চটুল=চপল।

৭। ধৈরজ=ধৈর্য্য।

"সুনীল সলিল-বসন তাহার
খসিয়াছে তীর-জঘন-তটেতে,
যেন তাহা নদী ধরেছে আবার
ঈষত্—লম্বিত বেতস-করেতে ;
সে সলিল-বাস করিয়া হরণ
লম্ববান তুমি তাহার উপরে,
"কেমনে সত্বরে করিবে গমন"
ভাবিতেছি তাই আমার অন্তরে !
সে রসের স্বাদ পেয়েছে যে জন,
ত্যজিতে কি পারে সে সুখ কখন ? ॥৪১॥১—১০ ॥

গম্ভীরা নদীর তীর নায়িকার জঘনের সহিত, নীল সলিল নীল বসনের সহিত, তীর হইতে লম্বিত বেতস-শাখা হস্তের সহিত উপমিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের উৎকলানুবাদের মর্ম্ম এইরূপ :—

"তীর-জঘনের নীল জলরূপ বাস,
খসিয়াছে দেখি' মনে হইবে উল্লাস,
লম্বমান হ'য়ে তুমি তটিনী উপরে,
ধরিবে সুনীল বাস বেতসের করে।
আমার প্রার্থনা পুনঃ হইলে স্মরণ,
অতি কষ্টে হ'বে, ভাই, তোমার গমন,
যে জন লভেছে সেই রসের আস্বাদ,
প্রস্তুত রসেতে বিঘ্ন গণে সে প্রমাদ।'

নবজল-সিক্ত-বসুধা-সৌরভে
সুরভিত অতি মৃদু সমীরণ,
শুণ্ডে দন্তী তারে টানিছে গরবে,
উঠিতেছে স্বন শ্রবণ-রঞ্জন;
যার পরশনে কাননে কাননে
উদুম্বর-ফল পাকিয়া উঠিবে,
সে শীতল বায়ু মৃদুল-ব্যজনে
দেবগিরি-পথে তোমায় লইবে ॥ ৪২ ॥ ১—৮ ॥

গম্ভীরা নদীর উত্তরে দেবগিরি। গম্ভীরার সহিত সাক্ষাতের পর তুমি দেবগিরি যাইবে। প্রথম বৃষ্টির পর মৃত্তিকা হইতে "সোঁদাগন্ধ" উঠিতেছে; সেই গন্ধে বায়ু সুগন্ধি হইয়াছে, নবজলকণাস্পর্শে বায়ু শীতল হইয়াছে। হস্তীসকল ফুৎকারের সহিত সেই বায়ু শুণ্ডের ভিতর গ্রহণ করিতেছে; তাহাতে এক প্রকার মনোরম শব্দ উঠিতেছে। সেই শীতল বায়ুর স্পর্শে কাননের যজ্ঞডুমুর ফল গুলি পাকিয়া উঠিবে, এই সুরভি সুশীতল বায়ু মৃদু মৃদু ব্যজনে তোমাকে দেবগিরির পথে লইয়া যাইবে।

১। স্বন=শব্দ।

৮। দেবগিরি=দেবগড়। মান্দাশোর বা আধুনিক দশোরের নিকটস্থ পর্ব্বত বিশেষ। এই পর্ব্বতে কার্ত্তিকেয়ের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

"তথায় নিয়ত থাকেন কুমার ;১—
ধরিয়া যতনে পুষ্পময় কায়,
ব্যোম-গঙ্গানীরে সিক্ত পুষ্পাসার
বরষিয়া,—স্নান করাইও তাঁয়।
প্রতাপে তাঁহার ম্লান দিবাকর ;—
বহ্নিমুখে তেজ করিয়া স্থাপন,
সৃজিলেন তাঁরে সুধাংশু-শেখর
বাসবের সেনা রক্ষার কারণ ॥ ৪৩ ॥ ১—৮ ॥

দেবগিরি পর্ব্বতে ভগবান কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদা বাস করেন। তুমি কামরূপী, তথায় পুষ্পময় দেহ ধারণ করিবে এবং আকাশ-গঙ্গার জলে পুষ্পরাজি সিক্ত করিয়া সেই গঙ্গাজলসিক্ত পুষ্পবৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিকেয়ে স্নান করাইবে। কার্ত্তিকেয় সূর্য্যাপেক্ষাও প্রতাপশালী, তিনি শিবের সন্তান। তারকাসুরবধ-নিমিত্ত শঙ্কর বহ্নিমুখে নিজ তেজঃ রক্ষা করিয়া তাঁহার সৃষ্টি করেন ও কার্ত্তিকেয় বাসবের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। শিবপুরাণ ও কবি-প্রণীত কুমারসম্ভব প্রভৃতিতে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিবরণ অনুসন্ধেয়।

১। কুমার=কার্ত্তিকেয়। দেবগিরিতে কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে।

৩। ব্যোম=আকাশ।

৭। সুধাংশু-শেখর=মহাদেব।

৮। বাসব=ইন্দ্র।

"জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ-চন্দ্রক যাহার—
খসিলে, আদরে লইয়া শঙ্করী
ধরেন শ্রবণ-যুগলে তাঁহার,—
কুবলয়-দল দূরে পরিহরি ;—
যার নেত্রদ্বয় শুক্লীতর করে
হর-শিরস্থিত চন্দ্রমা-কিরণে,
নাচাইও সেই স্কন্দ-শিখিবরে
নগ-প্রতিহত গভীর গর্জ্জনে ॥ ৪৪ ॥ ১—৮ ॥

কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়বাহন ময়ুর সেই দেবগিরিতে আছে। সেই ময়ূরের পুচ্ছ হইতে সুচারু-চন্দ্রক স্খলিত হইলে ভবানী আদর করিয়া কর্ণভূষণ করেন। ময়ূরটী সর্ব্বদা শিবের নিকটে থাকে—এজন্য তাহার স্বাভাবিক শুক্লচক্ষু শম্ভু-শিরস্থিত চন্দ্রকিরণে আরো শুক্ল-বর্ণ দেখায়। তুমি গম্ভীর-গর্জ্জন করিয়া—সেই গর্জ্জনে পর্ব্বত-কন্দর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে—সেই ময়ূরটীকে নাচাইও।

১। পুচ্ছ-চন্দ্রক=ময়ূরের পুচ্ছের চাঁদ।

৪। কুবলয়=নীলপদ্ম।

৭। স্কন্দ=কার্ত্তিক।

"পূজি শরজন্মা দেব ষড়াননে,
পুনঃ তুমি পথে করিবে গমন,
বীণা হস্তে সিদ্ধ সিদ্ধ-প্রিয়াগণে
জল-ভয়ে পথ ছাড়িবে তখন ;
রন্তিদেব-কীর্ত্তি রহে মূর্ত্তিমতী
স্রোতোরূপ ধরি উপরে ধরার—
গোমেধ-সম্ভবা নদী চর্ম্মণ্বতী ;
নামিয়া করিবে সম্মান তাহার ॥ ৪৫ ॥ ১—৮ ॥

তুমি কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিয়া পুনরায় গমন করিতে থাকিবে। পাছে জল লাগিয়া বীণার তার ভিজিয়া যায় সেই ভয়ে বীণাধারী সিদ্ধ-দম্পতিগণ তোমার পথ ছাড়িয়া দিবে। পরে সম্মুখে দেখিবে চর্ম্মণ্বতী নদী। সেই নদী রন্তিদেব-রাজার গোমেধ-যজ্ঞে নিহত গো-সকলের চর্ম্মনিঃসৃত রক্ত হইতে জাত। রন্তিদেব-রাজার মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তি ঐ নদীরূপে প্রবাহিতা। ঐ নদীকে সম্মান করিবার জন্য তুমি অবতরণ করিবে।

৫—৮। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ ভরতের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ সংকীর্ত্তির পুত্র মহারাজ রন্তিদেব দশপুর রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। (দশপুর-মান্দাশোর—আধুনিক দশোর) তিনি গোমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। চর্ম্মনিঃসৃত শোণিত হইতে জাত বলিয়া উহার নাম চর্ম্মণতী হইয়াছে। চর্ম্মণ্বতীর আধুনিক নাম চম্বল।

"যদিও সে নদী বিপুল-আকার,
দূরে হ'তে ক্ষীণ দেখায় কেমন!
কেশবের মত বরণ তোমার,—
জল নিতে তুমি নামিবে যখন;
দূর ব্যোম-চর অমরী-অমর
হেরিবে সে শোভা মনের হরষে,
(যেন) মধ্যে ইন্দ্রনীল গ্রথিত সুন্দর
মুকুতার মালা ধরণী-উরসে ॥৪৩॥ ১—৮॥

"তুমি সুনীলবর্ণ, তোমাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন তুমি শ্রীকৃষ্ণের মনোরম বর্ণ চুরি করিয়াছ। চর্ম্মণ্বতী নদী বিশালকায়া হইলেও দূর শূন্যপ্রদেশ হইতে অতি সূক্ষ্ম ধবলরেখামাত্র দেখাইবে। তুমি যখন জল লইবার জন্য সেই নদীতে অবতরণ করিবে, শূন্যদেশ হইতে বিমানচারী অমরঅমরীগণ মনে করিবেন যেন পৃথিবীর গলায় এক ছড়া মুক্তার মালা ও সেই মালার মধ্যে একটী বড় ইন্দ্রনীলমণি গাঁথা। সূক্ষ্ম জলবেণীর সহিত মুক্তাহারের এবং মেঘের সহিত ইন্দ্রনীলমণির তুলনা বড় সুন্দর।"

৭। ইন্দ্রনীল=নীলরঙের মাণিক্য। নীলরঙের হীরা। (Saphire).

৮। উরসে=বক্ষে, বুকে।

"করি অতিক্রম সেই তরঙ্গিণী
যাও চলি, সখে, উত্তর গগনে,
দশপুর-ধামে যত সীমন্তিনী
হেরিবে তোমায় সতৃষ্ণ নয়নে ;
সে লোচনে খেলে ভ্রুবিলাস ঘন,
ঘন পক্ষ্মরাজি শোভিতে অতুল,
উরধে তুলিতে সে চারু আনন
(যেন) সুচঞ্চল কুন্দে ধায় অলিকুল !॥৪৭॥১—৮॥

"তুমি চর্ম্মণ্বতী পার হইয়া উত্তরের পথে চলিয়া যাও। পথে দশপুর নগর (আধুনিক মান্দাশোর)। সেখানকার রমণীকুল সাভিলাষ-দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিবে। তাহাদের নয়নে ভ্রুবিলাস সদাই ক্রীড়া করিতেছে, সে ভ্রুভঙ্গীতে কত হাব ভাব প্রকাশিত হইতেছে! তাহারা তোমাকে দেখিবার জন্য আকাশের দিকে—উপর দিকে—চাহিলে প্রথমে চোখের শাদা রঙ্, তাহার পর চোখের এবং ঘন পক্ষ্মরাজির কালো রঙ্ ছুটিতে থাকিবে ; বোধ হইবে যেন কতকগুলা কুন্দফুল উপরেরদিকে ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে ; ভ্রমরগুলাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।"

৬। পক্ষ্ম=চক্ষুর পাতার রোম।

৮। কুন্দ=কুঁদফুল।

"ছায়ায় আবরি' ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ,
পরে কুরুক্ষেত্রে তুমি হে পশিবে,
এখনো তথায় সমরের শেষ-
চিহ্ন ভয়ানক কত কি দেখিবে!
যথা—পার্থ শত সুশাণিত শরে
নিপাতিলা কত নৃপতি-আনন,
তুমি ধারা-বারি বরষি প্রখরে
কোমলকমলে নাশহ যেমন ॥ ৪৮ ॥ ১-৮

"দশপুর নগর অতিক্রম করিয়া পরে উত্তরদিকে অনেক দূরে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। তুমি তথায় ছায়াবিস্তার করিয়া গমন করিবে। পরে সেই কুরুক্ষেত্র। তথায় আজিও সেই ঘোরতর কুরুসমরের ভীষণ চিহ্ন সমুদায়—শত শত অস্থিকঙ্কাল—নৃকরোটি—বিদ্যমান। এখানে, তুমি যেমন বর্ষাকালে সরোবরে কমল সমূহের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া তাহাদের নিপাত-সাধন কর,—গাণ্ডিবী অর্জ্জুন তেমনি সমবেত ক্ষত্রিয়-বীরদিগের মুখোপরি শত শত শাণিত শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের নিধন-সাধন করিয়াছিলেন। বৃষ্টিধারার সহিত শরধারার এবং কমলসমূহের সহিত ক্ষত্রিয়-মুণ্ডসকলের তুলনা।"

১। ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ=সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থ ভূভাগ। এই দেশ আর্য্যদিগের আদিম উপনিবেশ স্থান। পণ্ডিতগণ বলেন এই খানেই আর্য্যদিগের মধ্যে প্রথম জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

২। কুরুক্ষেত্র=ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ। এইখানে সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পুরাণ সমূহে এই তীর্থের মাহাত্ম্য অতি প্রসিদ্ধ।

৫। পার্থ=পৃথা অর্থাৎ কুন্তীর পুত্র, এখানে অর্জ্জুন।

"বন্ধু-প্রেমে হ'য়ে সমরে বিরত
তেয়াগি মধুর সুরা মনোহর,
(রেবতী-লোচন বিম্বিত সতত
যে সুরায় মরি !) দেব হলধর,
সেবিলেন সাধে যে বারি বিমল,
সে পুণ্য-সলিল করিলে সেবন,
হ'বে নিরমল তব হৃদিতল,
কালো রবে শুধু দেহের বরণ ॥ ৪৯ ॥ ১-৮ ॥

"কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষই সমান আত্মীয় বলিয়া পক্ষপাত ভয়ে বলরাম কুরুক্ষেত্রসমরে কোন পক্ষেই যোগ দেন নাই। সে সময়ে তিনি ব্রহ্মহত্যা-পাপ-ক্ষালনার্থ সরস্বতী-তীরে যোগ-সাধনায় নিরত ছিলেন। সে সময়ে তিনি প্রিয়তমা রেবতীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, রেবতীর সুচারুনয়নপ্রতিবিম্বিত সুমধুর সুরাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তুমি সেই পবিত্র সরস্বতী-সলিল পান করিবে। তাহাতে তোমার অন্তরাত্মা—ভিতরটা—শুদ্ধ-নির্ম্মল হইয়া যাইবে, বাহিরের দিকটা কেবল কালো থাকিবে মাত্র। *

---

* সরস্বতী নদী। এই সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া কুরুক্ষেত্রের উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হইত, এক্ষণে স্থানে স্থানে লুপ্তস্রোত হইয়া শেষে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। কথিত আছে যে এই নদীর স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের নিবৃত্তি হয়। একদা বলরাম মদমত্ত অবস্থায় নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া পুরাণবিৎ সূতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া হলাঘাতে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সূতকে ব্রহ্মণ্যপদ প্রদান করায় এই সূতবধে বলরাম ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সরস্বতী-তীরে যোগ সাধন এবং সরস্বতী প্রবাহের প্রতীপ গমন করেন। সুরা বলরামের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। এইজন্য সুরার আর একনাম হলীপ্রিয়া।

"সগর-সন্তানে স্বরগে লইতে
সোপানের রাজি যেন গো ধরায়,—
কনখল পাশে, নগেন্দ্র হইতে
নামিছেন বেগে জাহ্নবী যথায়,—
যেও তাঁর ঠাঁই ; হেরিবে সুন্দরী-
গৌরীর ভ্রূকুটি করি উপহাস,
চন্দ্রমা-ভূষিত ঊর্ম্মি-করে ধরি
শম্ভু-কেশ, হাসে ফেনময় হাস ॥ ৫০ ॥ ১-৮॥

"কনখলের নিকট গঙ্গা হিমালয়ের ক্রোড় ছাড়িয়া সমতলে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার জলধারা হিমালয়ের গায়ে ধাপে ধাপে সোপান-পরম্পরার ন্যায় দেখাইতেছে। এই সোপান অবলম্বন করিয়া সগর-তনয়েরা স্বর্গে গিয়াছিলেন। উচ্চ হইতে নীচে জল পড়িয়া বিস্তর ফেনা হইতেছে, যেন গঙ্গা হাসিতেছেন। হাসিতেছেন কেন ? গঙ্গা শিবের জটায় পড়িতেছেন, চন্দ্র করোদ্ভাসিত তাঁহার তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা মহাদেবের কেশ গ্রহণ করিতেছেন ; এবং সেই সৌভাগ্যে স্ফীত হইয়া সপত্নী গৌরীকে উপেক্ষা করিয়া গঙ্গা এত উপেক্ষার হাসি হাসিতেছেন।

৩। কনখল = হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী পবিত্র তীর্থ। এইস্থানে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। পাণ্ডারা এখনও ঐ যজ্ঞকুণ্ড দেখাইয়া দেয়। "কনখল" অর্থ এই যে এই তীর্থে খল কেহই আসিয়া মুক্তি না পাইয়া যায় না। প্রমাণ এই:—

"খলঃ কোনাঽত্র মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ॥
"সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে॥"

নগেন্দ্র = হিমালয়।

"সুরকরীমত, রহি নভস্তলে
বক্রভাবে তুমি নামিবে যখন,
স্ফটিক বিশদ জাহ্নবীর জলে
সে বিমল বারি করিতে সেবন ;
পড়ি সেই স্বচ্ছ-জলের ভিতর—
তব শ্যাম-ছায়া শোভিবে কেমন !
যেন সেই খানে হ'য়েছে সুন্দর
গঙ্গা-যমুনার অস্থান-মিলন ॥৫১॥১-৮॥

"সেই স্ফটিকের মত ধবল গঙ্গাজল পান করিবার জন্য তুমি বক্রভাবে—অর্থাৎ পশ্চাৎভাগ উর্দ্ধ ও সম্মুখ ভাগ নিম্ন করিয়া—নামিলে তোমার কালো ছায়া সেই স্বচ্ছ গঙ্গাজলে পড়িবে। প্রয়াগেই গঙ্গা যমুনায় মিলন হয় ; কিন্তু ঐ রূপে গঙ্গাজলে তোমার ছায়াপাত হইলে বোধ হইবে যেন অস্থানে অর্থাৎ প্রয়াগ ভিন্ন অন্য এক স্থানে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম হইয়াছে।

১। সুরকরী=ঐরাবত।

২। স্ফটিক-বিশদ=স্ফটিকের মত শাদা।

৮। অস্থান-মিলন=অন্যস্থানে-মিলন।

মৃগনাভিবাসে সুরভি-উপল,
তুষারে ধবল তুঙ্গ কলেবর,
জাহ্নবী-জনক সেই হিমাচল;
বসি তাঁর উচ্চ শৃঙ্গের উপর—
শ্রম-বিনোদন করিবে সেখানে;
অপরূপ শোভা ধরিবে তখন,—
পশুপতি-বৃষ-ধবল-বিষাণে
যেমন মলিন-পঙ্কের লেপন! ৫২॥
"সরল তরুর বিটপ-সকল
প্রবল-অনিলে হইয়া তাড়িত,
জনমিয়া যদি প্রচণ্ড অনল
করে গিরিবরে বিষম তাপিত;—
পুড়ে চমরীর চারু কেশ তায়
বরষি সলিল নিভা'য়ো জ্বলন;
আর্ত্তজন-দুঃখ নাশিতে ধরায়,
রহে, সখে, শুধু মহতের ধন॥ ৫৩॥ ১-১৬॥

হিমাচল চিরতুহিনাবৃত সুতরাং ধবলবর্ণ ও কস্তুরিকামৃগের আশ্রয়-ভূমি, সুতরাং উহার প্রস্তর মৃগনাভি গন্ধে সুগন্ধি। গঙ্গার জনক তুঙ্গ হিমাচলের শৃঙ্গের উপর তুমি বসিয়া বিশ্রাম করিবে। বোধ হইবে যেন মহাদেবের বৃষভের ধবলশৃঙ্গে কালো পাঁক লাগিয়া আছে। ৫২॥ তুমি হয়ত দেখিবে বায়ু-তাড়িত সরল বৃক্ষের শাখা-সকলের ঘর্ষণে হিমালয়ে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে;—হিমালয়ের সুমহতী পীড়া জন্মিতেছে;—অগ্নিস্ফুলিঙ্গে চমরীর চারু চামর পুড়িয়া যাইতেছে। তুমি প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়া সে অগ্নি-নির্ব্বাণ করিও। সাধু ব্যক্তিদিগের ধনসম্পদ কেবল আপন্নের আপদুদ্ধারেরই জন্য। ৫৩

১। মৃগনাভি-বাসে=মৃগনাভির গন্ধে। উপল=প্রস্তর। ৭। বিষাণে=শৃঙ্গে।
২। তুষারে ধবল=বরফে শাদা। তুঙ্গ=উচ্চ। ৯। বিটপ=শাখা।

"কোপভরে তোমা' শরভের দল,
যদি চাহে লম্ফে লঙ্ঘিতে হেলায়,
নিজদেহ শুধু ভাঙ্গিবে কেবল !
অতিদূরে তুমি, – পাইবে কোথায় ?
বরষি তুমুল করকা-আসার
করিও আকুল তাদের পরাণ,
বিফল-করমে প্রয়াস যাহার
সেজন নিশ্চয় লভে অপমান ॥ ৫৪ ॥

"মহেশ-চরণ প্রস্তরে অঙ্কিত
রয়েছে তথায়,—যারে সিদ্ধগণে
পুষ্প-উপহারে করেন পূজিত ;—
করো প্রদক্ষিণ ভক্তি-নম্র-মনে।
শ্রদ্ধাসহ সেই পদ-দরশনে
ঘুচে মানবের কলুষ-নিকর,
দেহ পরিহরি অন্তিম-শয়নে
হয় শঙ্করের নিত্য-সহচর ॥ ৫৫ ॥১-১৬ ॥

"সেথানে শরভ নামে অষ্টপদ বিশিষ্ট একপ্রকার মৃগ আছে। তাহারা যদি অহঙ্কার বশতঃ লম্ফদিয়া তোমাকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে তুমুল শিলাবৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিও। সে বিষম শিলাঘাতে তাহাদের অঙ্গ জর্জর হইবে। বিফলকাজে চেষ্টা করিলে কাহার বা অপমান মাত্র লাভ না হয় ? ৫৪ ॥ সেথানে দেখিবে পাথরের উপর মহাদেবের চরণের চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। সিদ্ধগণ সততই সেথানে পুষ্পউপহারে শ্রীচরণ চিহ্নের পূজা করেন। তুমি ভক্তিভরে সেই চরণ প্রদক্ষিণ করিও। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ পাদপদ্ম দর্শন করিলে ভক্তেরা দেহান্তে অবিনশ্বর প্রমথ-পদ লাভ করেন। ৫৫ ॥

৫। করকা-আসার=শিলাবৃষ্টি। ৭। প্রয়াস=চেষ্টা।
১৪। কলুষ-নিকর=পাপসমূহ। ১৫। অন্তিম-শয়নে=মৃত্যু শয্যায়।

'কীচকের রন্ধ্রে[১] পশিয়া সমীর
বেণুরব[২] সম বাজিবে প্রচুর,
কিন্নরীর দল গাইবে রুচির,
ত্রিপুর-বিজয়-গাথা, সুমধুর।
মুরজ[৫]-স্বনন তব গরজন
কন্দরে[৬] কন্দরে হইলে ধ্বনিত,
তিন-তাল-যোগে মিলিয়া তখন
হবে সম্পূর্ণাঙ্গ সে শিব-সঙ্গীত ॥ ৫৬ ॥

"সেখানে কীচক বাঁশের ছিদ্রে সমীর প্রবেশ করিয়া পোঁ পোঁ করিয়া বংশীধ্বনির মত শব্দ হইতেছে এবং কিন্নরীরা একযোগে মিলিয়া মহাদেবের মহিমা-ঘোষণ জন্য, ত্রিপুর-বিজয়-গাথা (মহাদেব কি প্রকারে ত্রিপুর ধ্বংস করিলেন) গান করিতেছে। ইহার উপর যদি তুমি মুরজমন্দ্রবিনিন্দি নিজ গম্ভীর-গর্জ্জনে গিরি- গুহা প্রতিধ্বনিত কর, তাহা হইলে সেই সঙ্গীত সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে; অর্থাৎ বংশীরব ও কণ্ঠরবের সহিত মুরজ-রব মিলিয়া ত্রিতান মিলিত Concert হইবে। ৫৬ ॥

১। কীচক=ছিদ্র বিশিষ্ট পার্ব্বত্য বংশ বিশেষ। উহার ছিদ্রের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীর ন্যায় বাজিতে থাকে।

২। বেণু=বাঁশী।

৫। মুরজ=মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ।

৬। কন্দর=পর্ব্বত-গুহা।

"হের যদি সেই ক্রীড়া-শৈল[১] পরে
ভ্রমিতে উমারে ধরি পতি-কর,
(তাঁহার মনের ভয় দূর-তরে,
ভুজগ-বলয় খুলেছেন হর),—
অন্তরের জল করিয়া স্তম্ভন
এমন কৌশলে হইবে শয়ান,
যেন মণিতটে উঠার কারণ
হয় তাঁহাদের সুন্দর-সোপান ॥ ৬০ ॥ ১-৮ ॥

"যদি তুমি দেখ পার্ব্বতী তাঁহার প্রিয়তম শঙ্করের হস্তধারণ করিয়া সেই ক্রীড়াশৈল কৈলাসে পাদচারণ করিতেছেন (পাছে প্রিয়া ভয় পান এই নিমিত্ত অহিভূষণ মহেশ তাঁহার হস্ত হইতে ভুজগ-বলয় খুলিয়া ফেলিয়াছেন,) তাহা হইলে, তোমার দেহের মধ্যস্থিত জলরাশিকে স্তম্ভন করিয়া, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত করিয়া, পর্ব্বতের গায়ে এমন ভাবে আপনাকে স্থাপিত করিবে, ঠিক যেন তাঁহাদের ক্রীড়া শৈলে উঠিবার একটী সুন্দর সোপান হয়। কবি কালিদাস মেঘকে ভিস্তির জলভরা মশকের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং জলভরা চর্ম্মথলী ক্রীড়াশৈলের গাত্রের উপর ধাপে ধাপে রাখিলে ঠিক যেন বায়ুভরা গদীর মত হইবে।

১। ক্রীড়াশৈল=কৈলাস। কৈলাস—শিব শিবার ক্রীড়াপর্ব্বত।

"অমর যুবতী দলে দলে আসি,
করি তব অঙ্গে কঙ্কণ-তাড়ন,
করিবে বাহির স্নিগ্ধ-বারিরাশি,
হ'বে তুমি যন্ত্র-ধারার মতন ;
ক্রীড়ারঙ্গে মাতি যদি বামাগণ
নাছাড়ে তোমারে নিদাঘ সময়,
শ্রবণ-ভৈরব গরজি ভীষণ
কাঁপাইও ডরে তাদের হৃদয় ॥ ৬১ ॥ ১-৮ ॥

কবির মতে, ভিস্তির জলভরা মশকের মত মেঘের ভিতরে জল-ভরা থাকে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাই যক্ষ বলিতেছে "তুমি, কৈলাসে গেলে সুরযুবতীরা তোমার অঙ্গে তাহাদের বালার খোঁচা মারিবে আর ঝর ঝর জল ঝরিবে—তুমি যেন তাহাদের জল-কেলির ফোয়ারা হইবে। নিদাঘে তাহারা তোমার এই সুখস্পর্শ জল পাইয়া যদি ক্রীড়ায় মত্ত হয়,—তোমাকে ছাড়িয়া না দেয়, তবে তুমি গম্ভীরে, ভীষণরবে, গর্জ্জন করিয়া উঠিবে ; তাহারা স্ত্রীলোক বইত নয় ; ভয়ে জড় সড় হইয়া পলাইবে।

৪। যন্ত্রধারা=ফোয়ারা।

৫। নিদাঘ=গ্রীষ্ম। আজি আষাঢ় মাসের প্রথমদিন, এখনও গ্রীষ্ম রহিয়াছে। কোন কোন মতে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় দুইমাস গ্রীষ্ম। অথবা স্বর্গে সর্ব্বদাই সকল ঋতু বর্ত্তমান। সুরবালাদিগের ইচ্ছানুরূপ সকল ঋতুকেই পাওয়া যাইতে পারে।

৭। শ্রবণ ভৈরব=যাহা শুনিলে হৃদয়ে ভয় জন্মে।

"মানস-সলিল করিয়া সেবন,[১]
(কনক-কমল জনমে যথায়,)
আবরি ক্ষণেক গজেন্দ্র-বদন[৩]
(যেন বসনেতে,) প্রীত করি তায়,
কাঁপাইয়া কল্পতরু-কিসলয়[৫]
মন্দমেঘবাতে দুকূল-মতন,—[৬]
নানা লীলা হেন করি রসময়,
সে কৈলাস' পরে করিও ভ্রমণ ॥ ৬২ ॥ ১-৮ ॥

"হে মেঘ, শত শত কনক-কমল-শোভিত মানস-সরোবরের জল তুমি পান করিবে; খানিক সময় ঐরাবতের মুখ বেষ্টন করিয়া লাগিয়া থাকিবে, মুখে ভিজা কাপড় দিলে হাতীর যেমন আমোদ হয়, তুমি মুখের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকিলে ঐরাবতের তদ্রূপই আনন্দ হইবে। বাতাসে সূক্ষ্মবস্ত্র যেমন আন্দোলিত হয়, সেইরূপে তুমি কল্পদ্রুমের কিসলয় গুলিকে দুলাইবে। এইরূপে, তুমি ঐ পর্ব্বতে নানামত ক্রীড়াসুখ উপভোগ করিবে।

১। মানস-সলিল=মানস সরোবরের জল।

৩। গজেন্দ্র=ঐরাবত।

৫। কিসলয়=নূতন কচি পাতা।

৬। দুকূল=সূক্ষ্মবস্ত্র।

"তার কোলে শোভে অলকানগরী,—
জাহ্নবী-দুকূল স্খলিত জঘনে,
যেন প্রিয়তম-উরস[৬] উপরি
শোভে প্রণয়িনী স্খলিত[৭]বসনে ;
বরষায় তার অত্যুচ্চ-সদনে
খেলে মেঘমালা, ঝরে বারিধার,
যেন পুলকিত যুবতী-বদনে
সুনীল-অলকে মুকুতার হার ;

"সেই পর্ব্বতের ক্রোড়ে অলকানগরী। পর্ব্বত যেমন উঁচা নীচা হইয়াছে, সেই ভাবে, সেই বশে, পর্ব্বতগাত্রে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নগরী হইয়াছে; বোধ হইতেছে যেন কোন রসিকা-কামিনী প্রিয়-তমের ক্রোড়ে আলুথালু হইয়া শুইয়া আছে। পাশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে; মেঘ উর্দ্ধ হইতে দেখিতেছে যেন একখানা কাপড় পড়িয়া আছে—যেন কাপড়খানা খসিয়াছে, কেবল মাত্র একটু কোণ সেই রসি-কার গায়ে ঠেকিয়া আছে। উষাকালে সেই নগরীর অত্যুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে মেঘ সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে শুভ্র বারিধারা পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন অপগতমানা পুলকিতা কোন কামিনীর সুকৃষ্ণ অলকদামের পার্শ্বে মুক্তামালা ঝুলিতেছে। এই নগরী তুমি একবার মাত্র দেখিলেই চিনিতে পারিবে সন্দেহ নাই।" যক্ষ মেঘের পথ বর্ণনা করিতে করিতে এতদূরে অলকা দর্শন পর্য্যন্ত

৬। উরস=বক্ষ, বুক।
৭। পুলকিত=রোমাঞ্চিত, এখানে আনন্দিত।

সে পুরী নয়নে পড়িলে তোমার
চিনিবে নিশ্চয়, সন্দেহ কি তার ? ॥৬৩॥১—১০॥

বলিয়া দিল ও কবি এইখানে পূর্ব্বমেঘ শেষ করিলেন। উত্তর মেঘে অলকার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।

মেঘদূত।

[উত্তর-মেঘ।]

"সুচারু-প্রাসাদ অলকা-ভিতর,—
তুলনায় ঠিক তোমার মতন ;
তথায় ললিত-ললনা-নিকর,
তবকোলে শোভে দামিনী যেমন ;
বিবিধ রুচির ছবি অগণন
শোভে তথা,—যথা রামধনু তব,
গম্ভীর মধুর তব গরজন,
তথায় উঠিছে মুরজের রব ;
মণি-বিরচিত কুট্টিম তাহার,
স্বচ্ছজল-রাশি তোমার যেমন ;
আকাশেতে তুমি,—ওদিকে আবার
উচ্চশির তার স্পর্শিছে গগন ॥ ১ ॥ ১—১২ ॥

হে মেঘ, অলকার প্রাসাদ সকল সামগ্রী-সম্ভারে ঠিক তোমারই মত। তোমার বিদ্যুৎ আছে, সেই প্রাসাদ সমূহে বিদ্যুত-বরণা সুন্দরী ললনাকুল বাস করেন। তোমার রামধনু আছে, সেই প্রাসাদসমূহও নানাবিধ বর্ণ সমুজ্জ্বল চিত্রাবলী-পরিশোভিত। তোমার গম্ভীর শ্রুতি-মধুর গর্জ্জন আছে, সেই প্রাসাদে সঙ্গীতালাপের জন্ত অবিরত পাখোয়াজ নিনাদিত হইতেছে। তোমার ভিতর যেমন স্বচ্ছ জলকণা সমূহ রহিয়াছে, সেই সব প্রাসাদের কুট্টিমগুলি—মেঝে গুলি—সমুদয়ই অতিশয় ধবল স্বচ্ছ মণিময়। তুমি উচ্চে,—আকাশে—আছ, সেই প্রাসাদ-গুলির শিখরও অতি উচ্চ—মেঘস্পর্শী। ১।

৪। দামিনী=বিদ্যুৎ। ৫। রুচির=সুন্দর।
৮। মুরজ=পাখোয়াজ বা মাদল। ৯। কুট্টিম—ঘরের মেঝে।

নারীকরে যথা প্রফুল্ল-কমল,
নবকুন্দ ফুল গ্রথিত অলকে,
লোধ্র-পরাগেতে বদন উজল,
ধবল-কপোলে সুষমা ঝলকে।
নবকুরুবকে শোভিত কবরী,
চারুকর্ণে দোলে শিরীষের দুল,
শোভা পায় সদা সীমন্ত-উপরি
বরষায় জাত কদম্বের ফুল। ২ ॥
"যথা তরুগণ সদা কুসুমিত,
মুখরিত মত্ত-মধুপ-গুঞ্জনে,
কমলিনী যথা নিত্য প্রস্ফুটিত
শোভিত মরাল-মেখলা-ভূষণে ;
প্রসারিকলাপ গৃহ-শিখীদল
তুলে কেকারব উর্দ্ধ গ্রীবায়,
রজনীতে নিতি জোছনা কেবল,
পশেনা আঁধার কখন তথায় ॥ ক ॥ ১—১৬ ॥

অলকায় যুগপৎ ষড়ঋতুই বিরাজিত ; সুতরাং রমণীকুল সর্ব্বদাই ষড়ঋতুর কুসুমসম্ভার সমানরূপে ভোগ করেন। তাঁহাদের করে শরৎ-সম্পত্তি কমল সর্ব্বকালেই শোভা পায়, অলকদামে হেমন্ত-জাত কুন্দকুসুম গ্রথিত, শীতোদ্ভূত লোধ্রপরাগে তাঁহাদের উজ্জ্বল মুখশ্রী আরও উজ্জ্বল ধবল বর্ণ, কবরী-পার্শ্বে বাসন্তপুষ্প কুরুবক শোভিত, কর্ণে গ্রীষ্মজাত শিরীষফুল এবং বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্প সীমন্তে সজ্জিত থাকে। ২। প্রক্ষিপ্ত। সেই অলকায় তরুগণ নিত্যই কুসুমিত এবং মত্ত-মধুপ-গুঞ্জনে নিত্য ঝঙ্কৃত। নলিনীদল নিত্য প্রস্ফুটিত কমলমালায় অলঙ্কৃত ও হংসাবলীরচিত মেখলালঙ্কারে ভূষিত। গৃহস্থিত ময়ূরগণ সর্ব্বদাই কলাপ বিস্তৃত করিয়া ঊর্দ্ধগ্রীবায় কেকা রব করে। অন্ধকারময়ী রজনী তথায় নাই, নিত্যই জ্যোৎস্না সমুদ্ভাসিত। ক।

"যথা অশ্রুঝরে হরষের ভরে,
অন্য কারণেতে ঝরেনা কখন ;
শুধু দেয় তাপ মনমথ-শরে,—
যার ব্যথা হরে প্রণয়িমিলন।
যথায় বিরহ কভুনা উপজে,
প্রণয়-কলহ-বিহনে কখন;
অন্য বয়ঃ কভু কেহ নাহি ভজে,
সবে করে ভোগ অনন্ত-যৌবন ॥ খ ॥
"তারাবিম্বে শত-কুসুম-খচিত
শুভ্র-মণিময়-প্রাসাদ-উপরে
বসিয়া রূপসী-রমণী সহিত
যক্ষ যুবাগণ সুখে পান করে—
কল্পতরু জাত চারু "রতিফল" ;
(মধুর-মদিরা—সুখের নিদান,)
নিনাদি গভীরে মুরজ সকল
অপার আনন্দ করিছে প্রদান ॥ ৩ ॥ ১—১৬ ॥

অলকায় দুঃখ ক্লেশ নাই ; মৃত্যু, চরিত্রহানি বা প্রবাসজনিত বিরহ নাই ; যৌবন ভিন্ন অন্য বয়স নাই। সেখানে যদিই কখন অশ্রুপাত হয়, তাহা হর্ষাবেগবশতঃ। দুঃখের মধ্যে মন্মথ-শরজ তাপ, তাহাও প্রিয়জন-সমাগমে সহজেই নিবারিত হয়। বিরহ যদি কচিৎ প্রণয়-কলহ জন্য হয়, তাহাতে মিলনের স্বাদুতাই বৰ্দ্ধিত হয়। সেখানে সকলেই যুবক যুবতী ; জরার অধিকার নাই। খ। অলকার প্রাসাদ-সমূহ শুভ্র স্ফটিকমণি দ্বারা গঠিত। উহার ছাদ দর্পণের ন্যায়। রাত্রিতে সেই ছাদের উপর অগণ্য তারকার প্রতিবিম্ব পড়ে, যেন কুসুমরাশি আকীর্ণ হইয়া আছে। সেই ছাদে যক্ষগণ পরম রূপসী রমণী লইয়া বসেন এবং রতিফলাখ্য পরমানন্দদায়ক মধুর মদিরা পান করিতে থাকেন। সেই সময় আবার পাখোয়াজ সকল গভীরে নিনাদিত হইয়া আনন্দের মাত্রা আরো বাড়াইয়া তুলে। ৩।

"অমর-বাঞ্ছিত কুমারী সকলে
খেলে যথা বসি সুরধুনী-তীরে,
কনক-বালুকা-ভিতরে কৌশলে
লুকাইয়া মণি খুঁজে খুঁজে ফিরে ;
শীকর-পরশে-শীতল-সমীর
সেবে সযতনে তাহাদের কায়,
দূরে যায় তাপ, জুড়ায় শরীর
তটজাত চারু মন্দার-ছায়ায় ॥ ৪ ॥
যথা প্রিয়জনে অনুরাগ ভরে
খসা'য়ে প্রিয়ার কসির বাঁধন,
টানে ঘন ঘন সুচঞ্চল করে
ধরিয়া শিথিল দুকূল-বসন ;
বিম্বাধরা রামা লাজেতে বিভল,—
ধূলা ফেলি দীপ নিবাইতে চায় ;
কিন্তু হায় ! তার যতন বিফল !
রতনের দীপ নিবেনা তাহায় ॥ ৫ ॥ ১—১৬ ॥

এই অলকায় অমর-প্রার্থিত পরম রূপবতী কিশোরীগণ মন্দাকিনীর তীরে বসিয়া "গুপ্তমণি" (১) ক্রীড়া করেন। মন্দাকিনীর বালুকা-রাশি স্বর্ণময়, সেই স্বর্ণ-বালুকারাশির ভিতরে মণি লুকাইয়া আবার খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন। মন্দাকিনী-তীরজ মন্দারতরুশ্রেণীর ছায়ায় তাঁহাদের এই খেলা চলিতে থাকে এবং সলিলকণস্পর্শী শীতল মন্দমারুত ধীরে ধীরে তাঁহাদের সেবা করিতে থাকে । ৪ । এই অলকায় বল্লভজন অত্যনুরাগবশতঃ প্রিয়ার কসি (বসন-গ্রন্থি) শিথিল করিয়া চঞ্চল হস্তে আকর্ষণ করিতে থাকেন। লজ্জাবিমূঢ়-বিম্বাধরা অঙ্গনাগণ সত্বরে আকুল হইয়া দীপ নির্ব্বাণের আশায় কুঙ্কুমাদি চূর্ণ-মুষ্টি দীপের অভিমুখে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সে সকল প্রদীপ রত্নরাগে সর্ব্বদাই উজ্জ্বল, সুতরাং কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না, উঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় মাত্র । ৫ ।

১। কুমারীরা বালুকাদির ভিতরে রত্নাদি লুকাইয়া পুনশ্চ বাহির করিয়া যে ক্রীড়া করেন, তাহার নাম গুপ্তমণি।—শব্দা র্থ।

যথা সদাগতি-পবনের বরে
তবরূপধারী জলধরগণ
পশি প্রাসাদের উপরের ঘরে
গৃহ-চিত্রে করি দোষ উৎপাদন,—
তরাসেতে যেন তখনি পলায়
গবাক্ষের পথে হইয়া তরল,
বাহিরায় যবে জর্ জর কায়—
দেখা যায় যেন ধূম অবিকল ॥ ৬ ॥
যথায় নিশীথে শশী নিরমল
মেঘমুক্ত হ'য়ে ছড়ায় কিরণ,
পরশে তাহার বরিষয়ে জল
বিতান-লম্বিত চন্দ্রকান্তগণ ;
সে সলিল নিত্য ঘুচায় নারীর
সুরত-জনিত অঙ্গের বেদন,
যবে অবসাদে অবশ শরীর
শিথিল পতির গাঢ় আলিঙ্গন ॥ ৭ ॥ ১—১৬ ॥

এই অলকায় সদাগতি বায়ু তোমার মত মেঘগুলিকে তথাকার উচ্চ অট্টালিকার উপরের তালায় লইয়া যায়। ঘরের ভিতর মেঘ ঢুকিলেই ছবিগুলির উপর বিন্দু বিন্দু জল জমে। তখন তাহারা যেন ভয়ে ভীত হইয়াই জানালা দিয়া পলাইয়া যায় ; কিন্তু জানালায় গরাদের বেধ ভাঙ্গিয়া জর্জর হয়—বোধ হয় যেন ধূঁয়ার আকার ধারণ করিয়াই বাহির হইতেছে ।৬। * এই অলকায় বিতান (চন্দ্রাতপ) হইতে বিলম্বিত সূত্র-গ্রথিত-চন্দ্রকান্তমণিসমূহ, মধ্য রাত্রিতে মেঘাবরোধ নির্মুক্ত (অতএব নির্মল) চন্দ্রকিরণ-সংস্পর্শে জলবিন্দু নিঃসৃত করিয়া প্রিয়জনের গাঢ়বাহুপাশালিঙ্গন হইতে নির্মুক্ত রমণীদিগের সুরত-জনিত অঙ্গবেদনা দূর করিয়া দেয়। ৭।

---

* মল্লিনাথ বলেন এই শ্লোকের ভিতর এই অর্থটী লুক্কায়িত আছে :—যেমন সর্বদা অন্তঃপুর গমনশীল কোন দূতের সাহায্যে কোন নাগর গোপনীয় দ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় কোন নাগরীর ব্যভিচার দোষ উৎপাদন করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম পথ দিয়া পলায়ন করে—সেইরূপ।

"নগর-বাহিরে উদ্যান সুন্দর
"বৈভ্রাজ" নামেতে রয়েছে যথায়,
কুবেরের যশোগীতি নিরন্তর
সুকণ্ঠ কিন্নরতার-স্বরে গায়;
তথায় বিলাসী যক্ষ যুবাগণ
(অক্ষয় রতন যা'দের ভবনে,)
সুখে করে নিত্য প্রেম আলাপন
অমর-বনিতা-গণিকার সনে ॥৮॥
"গতি-বশে দেহ হ'য়েছে কম্পিত,
খসেছে মন্দার—অলক-ভূষণ ;
চারুকর্ণ হ'তে হ'য়েছে গলিত
কনক-কমল, কিশলয়গণ,
উচ্চস্তনতটে ছিঁড়িয়াছে হার,
খসিয়া পড়েছে মুকুতা-সকল,
দেহচ্যুত যত নারী-অলঙ্কার
অলকার পথ করেছে উজ্জল ;
প্রভাতে,—তপন উদয়ে,—যথায়
এই সব চিহ্ন দিতেছে বলিয়া,
বিলাসিনীগণ গভীর নিশায়
করেছিল গতি কোন পথ দিয়া ॥৯॥১-২০॥

২। বৈভ্রাজ=কুবেরের উদ্যান। ৪। তারস্বরে=উচ্চৈঃস্বরে।

৫। অমর-বনিতা-গণিকা=স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাগণ। নবম শ্লোকে অভিসারিকা রমণীগণের গতি বর্ণনা করা হইয়াছে। গমনের চাঞ্চল্যে অঙ্গকুম্পিত হইয়া অলকের মান্দার; কর্ণের কমল ও সুকুমার পত্রসমূহ খসিয়া পড়িয়াছিল; সাধ্বস-জনিত নিঃশ্বাসে বিশাল পীনোন্নত-স্তনের উপর মুক্তমালায় টান পড়িয়া ছিঁড়িয়া মুক্তা সকল খসিয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং প্রাতে ঐ সব চিহ্ন তাঁহাদের অভিসারের মূক সাক্ষীরূপে সকল কথাই ব্যক্ত করিতেছে।

"ধনপতি-সখা পশুপতি যথা
আপনি সতত করেন বসতি,
ভ্রমর-শিঞ্জিনী-ফুল-ধনু তথা
না ধরেন ডরে তেঁই রতি-পতি ;
চতুর-বনিতা-চটুল-নয়নে
খেলে যে বিভ্রম,—অপাঙ্গস্ফুরণ,
অমোঘ-সন্ধানে প্রণয়ীর মনে
ফুলশর-কাজ হয় সম্পাদন ॥১০॥
"সুচিত্রিত কত সুচারু বসন,
কিশলয়-সহ কুসুম-উদ্গম,
চরণ-কমল করিতে রঞ্জন
লোহিত অলক্ত-রাগ মনোরম ;
সেবনে নয়নে বিভ্রম খেলায়
হেন স্বাদু সুরা মানস-মোহন ;
এক কল্পতরু হইতে যথায়
জাত হয় সব রমণী-ভূষণ ॥১১॥১-১৬॥

এই অলকায় কুবেরের সখা মহাদেব সর্ব্বদা বাস করিতেছেন ; সেই জন্য তাঁহার ভয়ে মদন ফুলধনু ধারণ করেন না। (কারণ তিনি মহাদেবের নিকট ফুলধনুর মহিমা প্রকাশ করিতে গিয়া ভস্মীভূত হইয়াছিলেন) মদনের ধনুর ছিলা অলিপংক্তি দ্বারা রচিত। অলকায় চতুর রমণীদিগের অলিপংক্তি সদৃশ দীর্ঘ ভ্রূভঙ্গীযুক্ত নয়নের বিভ্রম (বিলাস চেষ্টা—Blandicshment) দ্বারা সেই ফুলধনুর কার্য্য অমোঘ ভাবে সম্পাদিত হয়। ১০। রমণীদিগের ভূষণ সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ ; অলকের ভূষণ, দেহের ভূষণ, পরিধেয় ও অঙ্গরাগ। অলকায় এক কল্পতরু হইতে পরিধেয় সুন্দর বস্ত্র, অলকের ও দেহের ভুষণ কিসলয় ও কুসুম এবং নয়নের তরলতা ও বিভ্রম প্রদায়ক মধুর মদনীয় মদ্য ওচরণের জন্য লোহিত অলক্তক (অঙ্গরাগ) সমস্তই বিনা আয়াসে পাওয়া যায়।১১।

"তথায় দেখিবে ভবন আমার
কুবের-গৃহের অদূর উত্তরে,
দূরে দেখা যায় তোরণ তাহার
ইন্দ্রধনু মত চারু শোভা ধরে ;
শিশু কল্পতরু নিকটে রোপিত,
সুত-সম প্রিয়া পালিলা আদরে,
কুসুম-স্তবকে রয়েছে নমিত
অনায়াসে তারে ধরা যায় করে ॥১২॥
"সে ভবনমাঝে রম্য সরোবর,
মরকতে বাঁধা সোপান সকল ;
নীল-মণিময় মৃণাল-উপর
ফুল্ল-স্বর্ণ-পদ্মে ছেয়ে আছে জল ;
মরাল-নিচয় তথায় বিহরে ;
বরষায় হেরি তোমার উদয়
মানসে যাইতে মনে নাহি করে
যদিও নিকটে সেই জলাশয় ॥১৩॥ ১—১৬॥

অলকার বর্ণনা শেষ করিয়া তাঁহার নিজের বাড়ী চিনিয়া লইবার জন্য যক্ষ এইবার মেঘকে বলিতেছেন:—"সেই অলকানগরীতে ধনপতি কুবেরের বাটীর অল্প উত্তরে আমার বাড়ী। (চিনিবার লক্ষণ যথা) (১) দূর হইতে ইন্দ্রধনুর মত উচ্চ ও নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত সুন্দর তোরণ (ফটক)দেখা যায়। (২) বাড়ীর নিকটেই একটী শিশুমন্দার বৃক্ষ। আমার প্রিয়তমা ঐ বৃক্ষটীকে কৃত্রিম পুত্র করিয়াছেন, সেই বৃক্ষটি এখন পুষ্পগুচ্ছ ভারে আনত হইয়াছে, হাত বাড়াইলেই স্পর্শ করা যায় ॥১২॥ (৩) সেই আবাসপ্রাঙ্গনে একটী সুরম্য সরসী। তাহার সোপান হরিদ্বর্ণ মণি-নির্ম্মিত। স্নিগ্ধ নীলকান্তমণি রচিত নালের উপর সহস্র সহস্র সুবর্ণ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া উহার জলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। হংসগণ সেই সরোবরে এত সুখে বাস করিতেছে যে মানস সরোবর নিকট থাকিলেও তাহারা তোমাকে দেখিলেও তথায় যাইতে চাহে না (মেঘাগমে হংসগণ মানস সরোবরে যাইতে উৎসুক হয় ইহা প্রসিদ্ধ। পূঃ মেঃ ১১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ১৩ ॥

"শোভে ক্রীড়া-গিরি সে সরসীতীরে,—
চারু ইন্দ্রনীলে রচিত শিখর,
বেষ্টিত কনক-কদলী-প্রাচীরে,
হেরিলে হরষে জুড়ায় অন্তর;
প্রেয়সীর প্রিয় সে শৈল সুন্দর;
তাই পোড়ামনে জাগে স্মৃতি তার,
তড়িত-স্ফুরিত তব কলেবর
তারি কথা মনে তুলিছে আমার ॥১৪॥

---

(৪) সেই দীঘির পাড়ে একটী ছোট ক্রীড়া-শৈল। অতি সুন্দর নীলমণি দিয়া তাহার চূড়া রচিত হইয়াছে। সোণার কদলী-বন সেই ক্রীড়া-পর্ব্বতের চারি দিক বেষ্টন করিয়া আছে। সেই পাহাড়টী আমার গৃহিনী বড় ভালবাসেন। যখনই তোমার নীলদেহের পাশ দিয়া বিদ্যুৎ ঝলষিতে দেখি, সেই কনককদলীবেষ্টিত ইন্দ্রনীলমণিরচিত প্রেয়সীর প্রিয় ক্রীড়া-শৈলের কথা আমার মনে পড়ে ॥১৪॥

"তথা—কুরুবক তরুতে বেষ্টিত
মাধবী লতার চারু কুঞ্জবন,
নিকটে তাহার আছে বিরাজিত
যুগ্ম তরুবর নয়ন-শোভন ;—
রক্তাশোক এক,—যার কিশলয়
কাঁপিছে সদাই মৃদু সমীরণে,
দ্বিতীয়,—বকুল চারু শোভাময়
সুরভির ভার ঢালে উপবনে ;
তব সখী-বাম-চরণ-পরশ
দোহদের ছলে চায় এক জন,
অন্যে যাচে মুখ-মদিরা সরস,
উভয়েরি আশা আমার মতন ॥১৫॥১—১২॥

---

(৫) সেইখানে মাধবীলতামণ্ডিত একটী কুঞ্জবন। কুঞ্জের চারিদিকে কুরুবক (ঝিণ্টি) নামক ফুলগাছের বেড়া। ঐ কুঞ্জের নিকটে একটী লাল অশোকফুলের গাছ ও আর একটী সুন্দর বকুলগাছ। অশোক গাছটীর নধর নূতন পাতাগুলি মন্দমারুত যোগে সদাই কাঁপিতেছে। এই দুইটী গাছের অভিলাষ ঠিক আমারই অভিলাষের মত। একটী অর্থাৎ অশোকটী, আমার প্রিয়তমার বামপদের স্পর্শ-লাভাকাঙ্ক্ষী, অন্যটী ও দোহদের ছলে তাঁহার মুখের মদিরা গণ্ডূষের প্রার্থী।

১০। দোহদ—পুষ্পাদি উৎপাদন ক্রিয়া। প্রসিদ্ধ আছে যে যুবতীরা পদাঘাত করিলে অশোকের এবং মুখমদিরা সেক করিলে—মুখে মদ লইয়া কুলকুচা করিয় নিক্ষেপ করিলে—বকুলের পুষ্পোদ্গম হয়। শুধু অশোক বকুল নহে, অন্যবৃক্ষগুলিও এইরূপ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয় নাই ; যথা :—

"স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ
পদাঘাতাদশোকস্তিলককুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্।
মন্দারো নর্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতাৎ
চূতো গীতান্নমেরু র্বিকসতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ ॥"

সে দু'টী তরুর মাঝেতে কেমন
স্বর্ণ-যষ্টি এক রয়ে'ছে উত্থিত,
শিরোভাগে তার স্ফটিক আসন
নিম্নে বেদী নীলমণিতে রচিত ;
তব সখা শিখী হরষিত মন
দিবা-শেষে বসে আসিয়া তথায়,
তালে তালে তুলি বলয়-নিক্কণ
প্রিয়তমা মোর তাহারে নাচায় ॥১৬॥
"যে সব লক্ষণ কহিনু তোমারে,
রেখো মনে, সখে, করিয়া যতন,
শঙ্খ-পদ্মমূর্ত্তি অঙ্কিত দুয়ারে,—
দেখিয়া চিনিবে আমার ভবন ;
কিন্তু ভাবি মনে, আমার বিরহে
বিমলিন এবে সেই শোভারাশি ;
অস্ত গেলে রবি কভু নাহি রহে
নলিনীর মুখে সুষমার হাসি ॥১৭॥১—১৬॥

---

(৬) এই গাছ দুইটীর মধ্যে একটী সোণার খোঁটা পোতা আছে। তাহার উপর স্ফটিকের ফলক (তক্তা) ও সেই খোঁটার নিম্নদেশে নীলমণি দ্বারা (মূলে আছে যে মণির রঙ্ কচিবাঁশের রঙের মত সেইরূপ মণি দ্বারা) বেদী বাঁধা। সন্ধ্যার সময়ে তোমার বন্ধু ময়ূর সেই স্ফটিক পীঠের উপরে আসিয়া বসে আর আমার প্রেয়সী দুই হাতে তালি দিতে থাকেন, হাতের বালা তালে তালে রুণু রুণু বাজিতে থাকে, আর ময়ূর সেই বাদ্যে হৃষ্ট হইয়া নাচিতে থাকে ॥১৬॥ এই ৬টী লক্ষণ বলিয়া যক্ষ বলিতেছে "হে সখে, আমি যে সকল লক্ষণের বিষয় তোমাকে বলিলাম, সে সব মনে রাখিও। আরও দেখিবে আমার বাটীর দ্বারের দুই পার্শ্বে শঙ্খও পদ্মমূর্ত্তি আঁকা আছে। এই সকল চিহ্ন দেখিলেই তুমি আমার বাড়ী চিনিতে পারিবে। কিন্তু হায়! আমি এখন এই প্রবাসে, আমার বিরহে আমার বাড়ীর সেই শ্রী কি আর আছে? সূর্য্য অস্ত গেলে কি আর কমলে পূর্ব্বের মত শোভা থাকে? ১৭॥

"করভের মত ক্ষুদ্র-কলেবর
ধরিয়া,—ত্বরিত-গগনের তরে,
রম্যসানু সেই ক্রীড়া-শৈল' পর
বসিও, জলদ, হরষের ভরে ;
তথা হ'তে তুমি আগারে আমার
দেখিবে মেলিয়া তড়িত-নয়ন,
ক্ষীণ-মৃদু আভা ছড়াইবে তার—
যেন সারিবাঁধা খদ্যোতিকা-গণ ॥১৮॥

যক্ষ নিজের বাড়ী চিনাইয়া দিয়া এক্ষণে মেঘের কর্ত্তব্য—অর্থাৎ সে থানে গিয়া কি করিবে তাহাই,— বলিয়া দিতেছে :— "হে মেঘ, তুমি সে বাড়ীতে যা'বার সময় খুব ছোট হইয়া যাইবে, (মেঘ যে কামরূপী অর্থাৎ ইচ্ছামত আকার ধারণ করিতে পারে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।) ছোট একটি করি-শিশুর আকৃতি ধরিয়া যাইবে, তাহা হইলেই শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিবে। সেখানে গিয়া সেই মনোরম ও বসিবার উপযুক্ত উপত্যকাযুক্ত ক্রীড়া-শৈলটীর উপর বসিবে। সেই থানে বসিয়া তোমার বিদ্যুত নয়ন বিস্তার করিয়া জোনাকীর শ্রেণীমত মৃদু ও ক্ষীণ বিদ্যুতের রশ্মি ছড়াইয়া আমার বাটীর ভিতর দেখিতে থাকিবে। তীব্র বিদ্যুদালোকে প্রিয়া আমার ভয় পাইবেন, এই জন্ত আমি তোমাকে মৃদু-আলোকের জন্ত বলিতেছি॥ ১৮॥

কৃশ দেহ-লতা, শ্যামা, সুগঠনা,
কুন্দ-কলি মত দশন রুচির,
চকিত-হরিণ-চঞ্চল-নয়না,
ক্ষীণ কটিতট, নাভি সুগভীর,
অধরোষ্ঠযুগ পক্কবিম্বমত,
অলস-গমনা নিতম্বের ভরে,
চারু কলেবর ঈষদ্ আনত
গুরুভার যুগ্ম পীন-পয়োধরে,
দেখিবে তথায় যে নারী রতন ;
যুবতি-বিষয়ে প্রথম রচন ॥১৯॥

এতদূরে কাব্যের প্রধান আকর্ষণ মন্ত্রস্বরূপা নিজ পত্নীর কথা। যক্ষ নিজ পত্নীর রূপগুণে তন্ময় ; তেমনটী আর দ্বিতীয় নাই। সে মেঘকে বলিতেছে "তথায়,— আমার বাটীতে,— তুমি যে নারী-রত্নকে দেখিতে পাইবে বিধাতা যুবতি-সৃষ্টির সমস্ত উপকরণ একত্র করিয়া প্রথমেই তাহাকে গড়িয়াছিলেন। সে বিধাতার সৃষ্টি চতুরতার চূড়ান্ত নমুনা। সে যুবতী, ক্ষীণাঙ্গী, তাঁহার রঙ্ কাঁচা সোণার মত, দাঁতগুলি কুন্দ কলিমত, চোখ ভীত হরিণের চোখের মত বড়, ভাসা ভাসা, ঢল ঢলে ও চঞ্চল ; কটিদেশ ক্ষীণ, গভীর নাভি ; ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে, ঠিক পাকা তেলাকুচা ফল ; বিশাল ও গুরু নিতম্বের ভারে তিনি মন্থর গমনা এবং স্তনভারে সম্মুখে একটু-অতি সামান্য-নত ॥১৯॥

১। শ্যামা = যৌবন-মধ্যস্থা এবং। "শীতকালে সুখোষ্ণাচ গ্রীষ্মেচ সুখশীতলা। তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা ॥"

২। মূলের "শিখরি-দশনা" পাঠের পরিবর্ত্তে সারোদ্ধারিণী টীকার অভিপ্রায়মত "শিখরদশনা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। "শিখরং কুন্দকুট্মলং"।

প্রাণসমা সেই প্রেয়সী আমার—
সদা পরিমিত-মধুর-ভাষিণী,
এ ঘোর বিরহে কি দশা তাহার!
যেন একাকিনী রথাঙ্গ-কামিনী!
সহিয়া বিষম-বিরহ-বেদন
বুঝি শুকায়েছে সে রূপ-লহরী,
হারায় যেমন সুষমা আপন
নীহার-পতনে নলিনী সুন্দরী ॥২০॥
"ম্লান বিম্বাধর তপ্ত-নিঃশ্বাসে,
কেঁদে কেঁদে কেঁদে ফুলেছে নয়ন,
শ্লথ কেশরাজি প'ড়ে আশে পাশে
ঢেকেছে তাহার চারু চন্দ্রানন;
সে বদন মরি থুয়ে করতলে
বসিয়া রয়েছে প্রেয়সী আমার,
হায়রে যেমতি গগন-মণ্ডলে
ম্লানশশধর পরশে তোমার। ॥২১॥১-১৬॥

সই যে অলোক-সামান্য যুবতী, সেই পরিমিত ও মিষ্ট-ভাষিণী রমণী,—তিনি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়পত্নী। এই ঘোর বিরহে সে বিরহিণী চক্রবাকীর মত আতুরা। শিশির-পাতে শ্রীভ্রষ্ট কমলিনীর ন্যায় প্রিয়া আমার এই দারুণ বিরহে হয়ত কতই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন ॥২০॥ অবিরত তপ্ত নিঃশ্বাসে তাঁহার সে সরস রক্তিম বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধর শুকাইয়া গিয়াছে; কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। করতলে কপোল রাখিয়া ভাবিতেছেন, ঝাপটার দীর্ঘ শ্লথ কেশগুলি উড়িয়া মুখের চারিপাশে পড়িয়া মুখকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, মুখের শোভা দেখাই যাইতেছেনা। তুমি (মেঘ) আক্রমণ করিলে পূর্ণচন্দ্রমার যে দুর্দ্দশা হয়, সেই চাঁদ মুখেরও আজি তেমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে ॥২১॥

১। রথাঙ্গকামিনী—চক্রবাকী।

"অচিরে, জলদ, হেরিবে প্রিয়ায়
রত নিরন্তর দেব-আরাধনে,
কিংবা মোরে শীর্ণ ভাবি কল্পনায়
আঁকে সেই ছবি পরম যতনে ;
অথবা সম্বোধি মধুরভাষিণী—
পিঞ্জর-বাসিনী সারিকারে ভনে,
'ছিলি তুই তাঁর বড় সোহাগিনী,—
এবে তাঁরে তোর পড়ে কি লো মনে ?' ॥২২॥

"কিংবা সখে, তুমি হেরিবে তথায়
মলিন-বসনা প্রেয়সী আমার,
বীণা ল'য়ে কোলে গায়িবারে চায়
মম নাম-গীতি উচ্চ-কণ্ঠে তার ;
নয়ন-সলিলে ভিজে যায় 'তার',
যদিবা মুছিয়া বাঁধে সযতনে,
মূর্চ্ছনা ধরিয়া গায়িতে আবার
ভুলে পুনঃ পুনঃ পড়ে নাকো মনে ! ॥২৩॥

দেখিবে প্রিয়তমা হয়ত আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় দেবপূজায় রত আছেন কিংবা নির্জ্জনে বসিয়া বিরহে আমি কেমন শীর্ণ হইয়া গিয়াছি কল্পনায় তাহা ভাবিয়া লইয়া আমার সেই শীর্ণ দেহের একখানি প্রতিলিপি অঙ্কিত করিতেছেন ; অথবা খাঁচার মধুর-বচনা সারিকা পাখীটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সারি ! প্রিয়তম তোকে বড়ই ভালবাসিতেন, এখন তাঁর কথা তোর মনে পড়ে কি?"॥২২

অথবা দেখিবে মলিন-বসনা সেই প্রিয়তমা (বিরহে ধোওয়া কাপড় পরিতে নাই "প্রোষিতে মলিনা কৃশা।") কোলে বীণা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার নামাবলীর গান ধরিয়াছেন ; কিন্তু হায় ! আমার নাম স্মরণে চোখে জল উথলিয়া উঠিল, বীণার তার সেই জলে ভিজিয়া গেল ! যদি বা সে জল মুছিয়া তার টানিয়া বাঁধিলেন—মূর্চ্ছনা ধরিয়া আরম্ভ করিলেন (মূর্চ্ছনা—স ঋ গা মা প্রভৃতি সুর) আবার ভুলিয়া গেলেন, পুনরায় চেষ্টা করিলেন, পুনশ্চ ভুলিলেন, গান গাওয়া হইল না ॥ ২৩ ॥

"সুনিশ্চিত-রূপে করিয়া গণনা
বিরহের শেষ বুঝিবার তরে,
প্রথম-দিবস হইতে ললনা
থুয়েছিল ফুল দেহলী উপরে ;
হয়ত দেখিবে প্রেয়সী এখন
সেই সব ফুল পাতিয়া ধরায়,
'এক' 'দুই' করি করিছে গণন
বিরহের এবে কতদিন যায় ;
অথবা,—ভুঞ্জিছে কল্পনার ছলে
মম-সমাগম-সুখ অতুলন,
প্রণয়ি-বিরহে রমণী সকলে
এইরূপে করে সময় যাপন ॥২৪॥

"বিরহের প্রথম দিন হইতে প্রেয়সী দিন গণনা করিবার জন্য প্রতিদিন একটী করিয়া ফুল দেহলীর * উপরে রাখিয়া দিতেন। হয়ত দেখিবে তিনি সেই ফুলগুলি মাটীতে ফেলিয়া "এক" "দুই" করিয়া গণনা করিয়া দেখিতেছেন বিরহের কয়দিন গেল। নতুবা দেখিবে, তিনি মনে মনে কল্পনায় আমার সমাগম সুখ ভোগ করিতেছেন। প্রাণপতি কাছে না থাকিলে রমণীরা এই সকল উপায়-(অর্থাৎ স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবার্চ্চনা, সখীদের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কথোপকথন, তাঁহার চিত্র অঙ্কন, তাঁহার সম্বন্ধে রচিত গান গাওয়া, কল্পনাবশে তাঁহার মিলন সুখভোগ, কোন উপায়ে বিরহের দিন গণনা করা প্রভৃতি। ২২।২৩।২৪ শ্লোক) যোগেই চিত্ত বিনোদন করে ॥২৪॥

---

* চৌকাট বা তাহার উপরের তক্তা, কচিৎ দেউড়ীও বুঝায়।

"দিবসেতে থাকে নানা কাজে রত,—
না পায় প্রেয়সী অধিক বেদনা,
অবসর রহে নিশায় সতত,
সহে তাই ঘোর বিরহ-যাতনা;
চোখে নাই ঘুম, অবনী-শয়নে
শুয়ে আছে সতী দেখিবে তাহায়,
তাই হে নিশীথে বসি বাতায়নে
সন্তোষিবে তারে মম বারতায়॥ ২৫॥

"দেখ, দিনের বেলায় তবু তিনি কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, সুতরাং দিনের বেলায় তত কষ্ট হয় না। কিন্তু রাত্রিতে কোন কাজ কর্ম্ম থাকে না, মন অবসর পায়, আর তাঁর বিরহ উথলিয়া উঠে। তিনি মাটীতে পড়িয়া আছেন, চোখে ঘুম নাই, কত কষ্টেই রাত্রি যাইতেছে। তুমি অর্দ্ধরাত্রির সময় জানালায় বসিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া সন্তুষ্ট করিবে॥ ২৫॥

"শোকে ক্ষীণতনু মম প্রিয়তমা
শুয়ে একপাশে বিরহ-শয্যায়,
কলামাত্রশেষ যেনরে চন্দ্রমা
পূর্ব্ব গগনের কোলে দেখা যায়!
যে নিশা পোহা'ত চকিতের মত
মোর সহ নানা বিলাস-লীলায়,
বিরহেতে হায়! এবে দীর্ঘ কত
সে রজনী আজি কাঁদিয়ে পোহায়! ॥২৬॥

দেখিবে প্রেয়সী আমার বিরহ-ক্লেশে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বিরহের মলিন শয্যায়—একপাশে শুইয়া আছেন। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে মলিন তমসাচ্ছন্ন আকাশের পূর্ব্বদিকে যেন কলামাত্রাবশিষ্টা চন্দ্রলেখা! হায়! পূর্ব্বের—সুখের—সে রাত্রি আমার সহিত নানাপ্রকার বিলাসক্রীড়ায় কোথা দিয়া কখন চলিয়া যাইত তাহা তিনি টেরই পাইতেন না; আর এখন! বিরহে রাত্রি যেন কতই দীর্ঘ হইয়াছে!—আর প্রেয়সী কেবল কাঁদিয়াই রা'ত কাটাইতেছেন ॥ ২৬॥

"বাতায়ন-পথে পশিছে আসিয়া
অমৃত-শীতল চাঁদের কিরণ,
পূর্ব্বপ্রীতি-বশে বারেক চাহিয়া
তখনি ফিরায় সে চারু নয়ন;
অশ্রুসিক্তপক্ষ্মে ঢাকিছে তাহায়
গুরুখেদ-বশে মম প্রণয়িনী;
আধ-ফোটা আধ-মুকুলিত, হায়!
মেঘলায় যেন স্থল-কমলিনী! ॥২৭॥১—৮॥

"পূর্ব্বে,—মিলনের দিনে—চাঁদের আলো বড়ই ভাল লাগিত জানালার ভিতর দিয়া শীতল জ্যোৎস্নাস্রোত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিত, কত আনন্দই না প্রদান করিত! এখনো জানালা দিয়া সেই অমৃতের মত সুস্নিগ্ধ চাঁদের আলো আসিয়া গৃহের ভিতর পড়িতেছে। প্রিয়তমা আমার সেই পূর্ব্বকালের সংস্কারের বশে যেমন চাঁদের আলোর দিকে চাহিলেন, বিপরীত ফল হইল। চাঁদের আলোতে জালা ত কমিলইনা, বরং অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। তখনি চোখ ফিরাইয়া লইলেন, চোখে জল আসিল, চোখ মুদিবার চেষ্টা করিলেন। বাদলের দিনে স্থলপদ্ম যেমন অর্দ্ধ নিমীলিত ও অর্দ্ধ বিকসিত অবস্থায় থাকে,—ভাল করিয়া ফুটিতেও পারে না, মুদিয়াও যায় না, প্রিয়ার চক্ষুও সেইরূপ অর্দ্ধনিমীলিত এবং অর্দ্ধ বিকসিত হইয়া রহিল ॥২৭॥

"দীর্ঘ নিঃশ্বাসে গিয়াছে শুকিয়ে
কিসলয় সম অধর কোমল,
কপোল-উপরে পড়িছে উড়িয়ে
শুদ্ধস্নানে রুক্ষ অলক সকল ;
স্বপনেও যদি লভে ক্ষণতরে
আমার সহিত সুখের মিলন,
চায় ঘুমাইতে এই আশাভরে,
ঘুম কোথা ? জলে ভাসে দুনয়ন ! ॥ ২৮ ॥

"দারুণ দুঃখে প্রেয়সীর বারংবার উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে। সেই উষ্ণ নিঃশ্বাসে তাঁহার কোমল অধর শুকাইয়া গিয়াছে। তৈল না মাখিয়া স্নান করায় চুলগুলা রুক্ষ হইয়াছে, গালের আশে পাশে ফর ফর করিয়া উড়িতেছে। (বিরহিণীদিগের তৈল-মর্দ্দন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ) আর স্বপ্নেও যদি তিনি আমার দেখা পান এই আশায় ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অশ্রুতে যে চক্ষু ভাসিয়া যাইতেছে, সে চোখে ঘুম আসিবে কেমন করিয়া ?২৮॥

"বিরহের সেই প্রথম-দিবসে
বাঁধিল যে বেণী ফেলি মালিকায়,
শাপ-শেষে আমি মনের হরষে
পরম-যতনে খুলিব যাহায় ;—
কঠিন-বিষম সে বেণীর তরে
দারুণ বেদনা উপজিছে, হায় !
দীর্ঘ-অকর্ত্তিত নখ-যুক্ত-করে
কপোল হইতে সরাই'ছে তায় ॥২৯ ॥

বিরহিণীর কেশ-বিন্যাস করিতে নাই ; আমি যেদিন আসিয়াছি, সেই দিন যে প্রিয়তমা চুল বিনাইয়া একবেণী করিয়াছেন, এবং শাপাবসানে—সুখের মিলনের দিনে যে বেণী আমি নিজে মনের সুখে আপন হাতে খুলিয়া দিব— সেই বেণী, সেই রুক্ষ খরস্পর্শ বেণী এখন তাঁহার কপোলে পড়িয়া ব্যথা দিতেছে এবং তিনি হাত দিয়া মুখের উপর হইতে বেণী সরাইয়া দিতেছেন। বিরহে নখ কাটেন নাই, সুতরাং হাতের আঙ্গুলে বড় বড় নখ হইয়াছে ॥২৯॥

"হেরিবে নয়নে এ দশা তাহার—
তনু জর জর বিরহ-ব্যথায়,
ভূষণ-বিহীন দেহ সুকুমার
পড়েছে এল্যা'য়ে মলিন-শয্যায়,
তারে হেরি তুমি ফেলিবে নিশ্চয়
নবজলরূপে শোক-অশ্রুধার;
হৃদয় যাদের আর্দ্র অতিশয়,
প্রায় সবে তারা মূর্ত্তি করুণার॥ ৩০॥

"হে মেঘ, তুমি দেখিবে বিরহে আমার প্রিয়তমার কি দশা হইয়াছে! নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কোমলাঙ্গীর দেহে একখানিও অলঙ্কার নাই,—সে দুর্ব্বল দেহে অলঙ্কারের ভার সহে না। নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অঙ্গলতা বিছানায় এলাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার এই দশা দেখিলে কোন্ করুণহৃদয় লোকের চক্ষুতে অশ্রুক্ষরণ না হয়? তাঁহাকে দেখিয়া তোমাকেও নিশ্চয় অশ্রুমোচন করিতে হইবে;—তোমার নবজলধারা বর্ষিত হইবে। তুমি বড়ই আর্দ্র হৃদয়, তোমার প্রাণ বড়ই দয়াপরবশ। যাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র, তাঁহারা প্রায় সকলেই পরদুঃখকাতর দয়ালু হইয়া থাকেন॥ ৩০॥

'জানি, বড় ভালবাসে সে আমারে,
ভাবিতেছি তাই মনেতে আমার,
প্রথম-বিরহে গুরু ক্লেশভারে
এ বিষম দশা হ'য়েছে তাহার;
'বনিতার আমি প্রিয় অতিশয়'
এই ভাবি মিছা না করি বড়াই,
যা' বলিনু, ভাই, অচিরে নিশ্চয়
আপন নয়নে হেরিবে তাহাই ॥ ৩১ ॥

"হে মেঘ, আমার পত্নী আমাকে বড় ভাল বাসেন; এবং তিনি আর কখনও বিরহ-ব্যথা পান নাই। এই তাঁর প্রথম বিরহ, সেই জন্য তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছে—তাঁহার এই শোচনীয় দশা হইয়াছে। তুমি মনে করিতে পার যে আমার এই উক্তি—স্ত্রী আমাকে অতিশয় ভাল বাসেন, আমার বিচ্ছেদে তাঁহার বড় শোচনীয় দশা হইয়াছে—ইত্যাদি এ সকল আমার মিথ্যা কথা—কেবল মাত্র তোমার নিকট বড়াই করিতেছি। কিন্তু ভাই, তুমিতো এখনই আমার বাটীতে যাইবে, তখন নিজেই তুমি দেখিবে যে আমি তোমাকে প্রকৃত কথাই বলিয়াছি॥ ৩১॥

"যবে তুমি যা'বে তাহার সদনে,
ঊর্দ্ধ আঁখি পাতা উঠিবে নাচিয়া,
যেন জল-তলে মীন-সঞ্চরণে
কাঁপে কুবলয় থাকিয়া থাকিয়া।
অলকেতে রুদ্ধ অপাঙ্গ-প্রসার,
নাহি সে নয়নে সুস্নিগ্ধ-অঞ্জন,
নাহি মধুপান,—নাহি তাই আর
সে ভুরুর চারুবিলাস-নর্ত্তন ! ॥ ৩২ ॥

তুমি প্রিয়ার নিকট পৌঁছিবে, এ দিকে তাঁহার বাম আঁখির উপরের পাতাটী নাচিয়া উঠিবে; স্ত্রীজাতির বাম আঁখির ঊর্দ্ধ-পাতার স্পন্দন ইষ্ট লাভের চিহ্ন, তাই তিনি উৎসুক হইয়া উঠিবেন। আহা! তাঁহার সেই চোখের উপরপাতা নাচিলে কত সুন্দর দেখাইবে! পুকুরের জলের ভিতর দিয়া মাছ দৌড়াদৌড়ি করিলে তাহার ঘেঁস লাগিয়া ভাসাপদ্মটী থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে; তখন সেই পদ্মের যেমন শোভা হয়, তাঁহার সেই নৃত্য-শীল চোখের ও সেইরূপ শোভা হইবে। হায়! তবুও কি আর সেই চোখের সে পূর্ব্বের শোভা আছে? সে চোখে কতদিন কাজল পড়ে নাই, কাজেই সে তেলাল চকচকেভাব নাই। রুক্ষ ঝাপটার চুল গুলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—চোখের দুই পাশ রুদ্ধ, সুতরাং আড় নয়নে চাহনি নাই। মধুপান নাই,—সুতরাং সেই অলস তরল ভাব, সেই লোল চাহনি, ভুরু সেই বিলোল নৃত্যলীলা কিছুই নাই! ॥ ৩২ ॥

২। "স্পন্দানমূর্দ্ধ্নি ছত্রলাভং ললাটে পট্টমংশুকম্।
ইষ্টপ্রাপ্তিং দৃশোরূর্দ্ধমপাঙ্গে হানিমাদিশেৎ ॥
বামভাগস্তু নারীনাং পুংসাং শ্রেষ্ঠস্তু দক্ষিণঃ।
দানে দেবাদিপূজায়াং স্পন্দেহ লক্ষণে হপি চ॥

"করিবারে দূর সুরত-বেদন
নিজ হাতে যারে দিতাম টিপিয়া,
সরস-কদলী-মত সুশোভন
সেই বাম উরু উঠিবে নাচিয়া ;
সে উরু-উপরে নাহি এবে আর
চির-পরিচিত নখের অঙ্কন,
শোভিত তাহাতে মুকুতার হার,
দৈব-বশে এবে নাহি সে ভূষণ !৩৩॥

"তাঁহার বাম উরুটী ও কাঁপিয়া উঠিবে। বাম উরু স্পন্দনে রতিপ্রাপ্তি সূচিত করে। ("উরোঃ স্পন্দাদ্রতিংবিন্দ্যাদূর্বোঃ প্রাপ্তিং সুবাসসঃ) ॥৩৩॥

"যদি দেখ, সখে, ভবনে পশিয়া—
প্রেয়সী আমার স্নখেতে ঘুমায়
অনুরোধ এই,—নীরব হইয়া
প্রহরেক মাত্র রহিও তথায়।
কত ক্লেশে আহা এ সুখ-স্বপনে
পেয়েছে বুকেতে তার প্রাণধন,
দেখো, ভাই, যেন তব গরজনে
না টুটে তাহার গাঢ় আলিঙ্গন ॥৩৪॥১—১৬ ॥

যদি তুমি দেখ প্রিয়া আমার ঘুমাইতেছেন তাহা হইলে, তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ, এক প্রহর কাল চুপ করিয়া অপেক্ষা করিও। কত কষ্টের পর প্রেয়সী নিদ্রাসুখ পাইয়াছেন; হয়ত নিদ্রাকালে স্বপ্নে আমাকে পাইয়া কত গাঢ়ে চাপিয়া ধরিয়াছেন; দেখো ভাই, যেন তোমার গর্জ্জনে তাঁহার ঐ সুখস্বপ্ন টুটিয়া না যায় ॥ ৩৪ ॥

১২। একবারাবধির্যাম্নো রতস্ত পরমো মতঃ।
চণ্ডশক্তিমতোর্য়োরদ্ভুতক্রমবর্ত্তিনোঃ ॥

"বসিবে সুখেতে সৌধ-বাতায়নে
কোলেতে লুকা'য়ে তব চপলায়,
সজল শীতল অনিল-বীজনে
পরম-যতনে জাগাবে প্রিয়ায় ;
মালতীর নব-কলিকা-যেমন
ফুটে কাননেতে তব পরশনে,
প্রিয়া মোর সুস্থ হইয়া তেমন
শীকর-শীতল-অনিল সেবনে—
'কে তুমি আসিলে' ভাবিয়া তখন
হেরিবে তোমায় স্তিমিত নয়নে ;
ধীর তুমি করি মৃদুগরজন
তুষিবে তাহায় মধুর-বচনে ॥ ৩৫ ॥ ১—১৩॥

"হে মেঘ, তোমার শীতল সুখস্পর্শ নব-জলকণস্পর্শে বন-ভূমিতে মালতী কুসুমগুলি যেমন বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনি তুমি তোমার শীতল শীকরস্পর্শে আমার প্রিয়াকে সাবধানে জাগাইও, কিন্তু সে সময়ে তোমার বিদ্যুৎকে লুকাইয়া রাখিও, চপলা চমকাইলে তিনি ভীত হইবেন। তুমি আনন্দে ঐ ঘরের জানালায় বসিয়া শীতল সলিল-কণা ছড়াইতে থাকিবে, প্রিয়া একটু সুস্থ হইয়া, হঠাৎ তুমি কে তাঁহার নির্জ্জন গৃহে আসিলে—এই ভাবিয়া স্তিমিত নয়নে তোমায় দেখিতে থাকিবেন। তুমি ধীর স্থির বিবেচক, মৃদু গর্জ্জনচ্ছলে ধীরে ধীরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকিবে॥ ৩৫॥

"অয়ি অবিধবে, আমি জলধর,
তোমার পতির সখা প্রিয়তম,
তার সমাচার হৃদয়-ভিতর
লয়ে তব ঠাঁই আগমন মম;
উৎসুক-হৃদয়ে প্রবাসীরা ধায়
প্রেয়সীর বেণী খুলিতে যখন
হ'লে পথশ্রান্ত পাঠাই ত্বরায়
মধুর-গম্ভীরে করি গরজন ॥ ৩৬ ॥

"হে মেঘ, তুমি তাঁহাকে বলিবে 'হে অবিধবে, (তুমি প্রথমেই 'অবিধবে' বলিয়া সম্বোধন করিলেই প্রিয়া বুঝিবেন আমি কুশলে আছি)। আমি তোমার পতির নিতান্ত প্রিয় সুহৃৎ জলধর। আমি তোমার স্বামীর সংবাদ সযত্নে হৃদয়ে লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। আমাকে পর বলিয়া ভাবিও না; আমি তোমাদের স্বজন। শুধু তোমাদের কেন? আমি বিরহী মাত্রেরই পরমোপকারী। প্রোষিতভর্ত্তৃকা কামিনী-কুলকে গৃহে রাখিয়া তাহাদের পতিরা যখন প্রবাসে পড়িয়া থাকেন, তখন আমার উদয় দেখিয়াই তাঁহারা গৃহাগমনে ব্যাকুল হইয়া উঠেন; এবং বিরহিণী প্রেয়সীদিগের বেণী-উন্মোচন জন্য আসিতে আসিতে পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমিই গম্ভীরে গর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে ত্বরা দিয়া থাকি, আর তাঁহারা দ্রুত গৃহে আসেন ॥ ৩৬।

"প্রেয়সী আমার একথা শুনিয়া
(পবন-তনয়ে মৈথিলী যেমন,)
উদ্‌গ্রীবে তোমায় দেখিবে চাহিয়া
উৎকণ্ঠা-আকুল হৃদয়ে তখন ;
আদরে সম্মান করিয়া তোমার
অবহিতে সব করিবে শ্রবণ,
সখামুখেপ্রাপ্ত স্বামি-সমাচার
মিলনের মত তোষে নারী-মন ॥ ৩৭ ॥

"হে মেঘ, পবন-নন্দন হনুমানের প্রথম কথা শ্রবণে সীতা দেবী যেমন উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া ছিলেন, হনুমানের সকল কথা সসম্মান আদরের সহিত শুনিয়াছিলেন, প্রিয়াও তেমনি তোমার দিকে চাহিবেন, তোমার কথা শুনিবেন। প্রবাসী পতির বার্ত্তা মিত্রমুখে প্রাপ্ত হইলে রমণীরা তাহাতে একরূপ পতি-সমাগম-সুখ-লাভই করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

"বাঁচিতেছি পায়, ওহে জলধর,
বলিও তাহায়, "অয়ি মনোরমে
বিরহে কাতর তব সহচর
আছে রামগিরি পবিত্রআশ্রমে;
সুধায়েছে শুভে, তোমার কুশল
কহ মোরে তুমি আছ গো কেমন?
নশ্বরদেহেতে সদা অমঙ্গল,
তাই আগে লোকে পুছে এ বচন॥ ৩৮॥

তুমি তাঁহাকে বলিও "সুন্দরি, তোমার পতি তোমার বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া রামগিরি আশ্রমে আছেন। তুমি কেমন আছ তাহা জানিবার জন্য তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। প্রাণীদিগের মৃত্যু নিতান্তই সুলভ, তাই লোকে সর্ব্বাগ্রে এই "তুমি কেমন আছ?" প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে॥ ৩৮॥

"ক্ষীণ তনু তার, তোমার মতন,
তপ্তদীর্ঘশ্বাস বহে অবিরত
তোমারি মতন ঝরে দুনয়ন,
তবসম দেহ তাপিত সতত;
তোমারি মতন দয়িত তোমার
উৎকলিকাকুল হয়েছে নিশ্চয়,
বাম-বিধি-বশে রুদ্ধপথ তার
তাই সে সুদূর প্রবাসেতে রয়;
তব অঙ্গলতা নিজ অঙ্গসনে
কল্পনার বশে মিশায়ে এখন,
সে মিলনে কত হরষিত মনে
দেখিছে অভাগা সুখের স্বপন! ॥ ৩৯ ॥

"তোমার এই অঙ্গলতা যেমন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার অঙ্গও সেইরূপ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে যেমন সর্ব্বদা বিরহোষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিতেছি, তাঁহারও সর্ব্বদা সেই রূপ দীর্ঘ ও তপ্ত নিঃশ্বাস বহিতেছে। তোমার দেহ যেমন তপ্ত ও তোমার চক্ষে যেমন বারিধারা, তাঁহার দেহ ও তেমনি তপ্ত ও তিনিও তেমনি সর্ব্বদা অশ্রুমোচন করিতেছেন। তুমি যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তোমার পতি ও তাদৃশ উৎকণ্ঠাকুল হইয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? বিধি-বশে তিনি দূরে অবস্থিত, তোমার নিকটে আসিবার ত সাধ্য নাই। তাই সেই তোমার অভাগা পতি কেবল কল্পনাবশে তোমার দেহের সহিত নিজদেহ মিশাইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন॥ ৩৯॥

"সখীগণপাশে যে কথা অনা'সে
উচ্চৈস্বরে তোমা বলিতে পারিত,
শুধু তবমুখ-পরশের আশে
কানে কানে যেই বলিতে চাহিত ;—
অতি দূরদেশে আজি সেই জন ;
নয়ন, শ্রবণ, চলেনা তথায়,
কাতরে কবিতা করিয়া রচন
তোমায় বলিতে পাঠা'ল আমায় ॥৪০ ॥

"সখীদিগের সম্মুখে যে কথাগুলি তোমাকে উচ্চৈস্বরে বলি-লেও কোন হানি হইবার কথা ছিল না, সেগুলিও তোমার কানে কানে তিনি বলিতেন ; কেন ?—শুধু তোমার মুখটী তাঁহার মুখে ঠেকিবে এই স্পর্শটুকুর লোভে মাত্র। হায় ! আজি সে কোথায় ?—দূরে—অতি দূরে। এতদূরে, যে—সে দেশ চোখে দেখা যায় না, সেখানকার কথা কানে কিছুই শোনা যায় না। তিনি আজ তোমার জন্য কবিতা রচনা করিয়া আমার দ্বারা সেগুলি পাঠাইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

"অঙ্গশোভা হেরি প্রিয়ঙ্গুলতায়,
নয়ন, চকিত-হরিণী-নয়নে,
বদনের ছটা চারু চন্দ্রমায়,
কেশপাশ শিখিপুচ্ছদরশনে ;
তটিনীর ক্ষুদ্রতরঙ্গলীলায়
হেরি সে ভুরুর বিলাস-নর্ত্তন,
কিন্তু তব সব অঙ্গশোভা হায়!
একাধারে প্রিয়ে না হেরি কখন! ॥ ৪১ ॥

"হায়! প্রিয়তমে, সৃষ্টির কোন পদার্থেই আমি তোমার সমুদয় অঙ্গের সাদৃশ্য ও চমৎকারিত্ব একত্রে নিবদ্ধ দেখিতে পাই না! এক একটী বিশেষ বিশেষ পদার্থে, তোমার এক একটী অঙ্গের যৎসামান্য সাদৃশ্য দেখিয়াই আমাকে আজ ক্ষান্ত থাকিতে হইতেছে। প্রিয়ে, প্রিয়ঙ্গু লতিকার চারু-হেলনি-দোলনীতে তোমার অঙ্গলতার মনোহর ভঙ্গিমা দেখিতে পাই, হরিণীর চকিত নয়নে তোমার চঞ্চল নয়নশোভা হেরিয়া থাকি, সুচারু পূর্ণ শশধরে তোমার পূর্ণ সুষমাময় বদনের সাদৃশ্য অনুভব করি,—ময়ূরের সুশোভন বিস্তৃত পুচ্ছ শোভায় তোমার কুসুম খচিত কেশ-রাশির বিস্তৃত সৌন্দর্য্য অবলোকন করি, বীচিমালিনী ক্ষুদ্রকায়া শৈল-স্রোতস্বিনীর চঞ্চল প্রবাহে তোমারই সতত নৃত্যশীল ভ্রূ-যুগলের চঞ্চল-সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকি। কিন্তু হায়! একাধারে তোমার সমগ্র অঙ্গশোভা ত কুত্রাপি মিলিল না! ৪১ ॥

"প্রণয়-কুপিতা মূরতি তোমার
যদি ধাতুরাগে আঁকিয়া শিলায়,
যাই লিখিবারে—ছবি আপনার
পায়ে ধরি যেন সাধিছে তোমায় ;—
ছুটে আসে জল অমনি আঁখিতে,
কিছুই দেখিতে না পাই তখন,
নিঠুর বিধাতা পারেনা সহিতে
আমাদের এই ছবিরো মিলন ॥ ৪২
"স্বপ্নদরশনে কতই যতনে
প্রিয়তমে, আমি লভিয়া তোমায়,
বুকেতে বাঁধিতে গাঢ়আলিঙ্গনে
পসারি আকাশে বাহুযুগ, হায় !
হেরি মোর দশা বনদেবী যত,
কাতরে নীরবে করেন রোদন,
মুকুতার মত অশ্রুধারা কত
তরু কিসলয়ে পড়ে অগণন ॥ ৪৩ ॥

দর্শন ত্রিবিধ, সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রে দর্শন ও স্বপ্ন দর্শন। যক্ষের পক্ষে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ দর্শন ত ঘটিবার কোন উপায় নাই ; চিত্রে দর্শন ও স্বপ্নে দর্শনের কথা যথা ক্রমে ৪২শ ও ৪৩শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। চক্ষুতে অশ্রুপাত জন্য চিত্র দর্শন ও অসম্ভব এবং স্বপ্ন-দর্শন জন্য যক্ষ শূন্যে হাত তুলিয়া আলিঙ্গনের অনুকরণ করিতেছে দেখিয়া বন দেবীগণ সমদুঃখে অশ্রুপাত করেন। নিশার শিশির, তাঁহাদিগেরই অশ্রু ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

প্রজাগরাৎখিলীভূতঃস্বপ্নে তস্যাঃ সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু নদদাত্যেনাংদ্রষ্টুংচিত্রগতামপি ॥

"ভেদি দেবদারু-নব-কিশলয়ে
তার ক্ষীরগন্ধে সুগন্ধি হইয়া,
হিমগিরি হ'তে প্রবাহিত হ'য়ে
যে বায়ু আসিছে দক্ষিণে বহিয়া ;—
ভাবি, গুণবতি, যদি সে পবন
ছুঁয়ে থাকে তব অঙ্গ সুকুমার,
করি তারে তাই দৃঢ় আলিঙ্গন
শীতলিতে দগ্ধ হৃদয় আমার॥ ৪৪ ॥

"এই দীর্ঘ নিশা কিসে হ'য়ে ক্ষয়
যাইবে পোহা'য়ে চকিতের প্রায়,
তপনের তাপ সকল সময়
কেমনেতে কম থাকিবে দিবায় ;—
অসম্ভব কথা, অসাধ্য সাধনা
উঠিতেছে কত মানসে আমার!
কি বিষম তাপ, কি ঘোর যাতনা,
সহিতেছি প্রিয়ে বিরহে তোমার! ॥ ৪৫ ॥

"হিমালয় হইতে—দেবদারু-কিসলয়ের আঠার গন্ধে সুরভিত উত্তরে' বাতাস আসিতে থাকিলে, সেই বায়ু হয়ত তোমার অঙ্গ ছুঁইয়া থাকিবে এই মনে করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয় শীতল করিবার জন্য প্রাণপণে সেই বায়ুকেই মুগ্ধভাবে আলিঙ্গন করিয়া থাকি ॥ ৪৪ ॥ তোমার বিরহ-অনলে আমি দিবানিশ ছটফট করিতেছি। রাত আর পোহায় না, সেও অসহ্য! দিনে তীব্র উত্তাপ সেও অসহ্য! হায়! কি করিলে দিবা ও নিশা যুগপৎ কমিয়া যায়,. এইরূপ অসম্ভব কথাই আমি ভাবিতেছি! আমি আর যে তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি না! ৪৫ ॥

"শাপ-অবসানে ঘুচিবে যাতনা—
এই ভরসায় বেঁধেছি হৃদয়,
তুমি ও, কল্যাণি, করো না ভাবনা,
ধরহ ধৈরজ, হও নিরভয়;
সুখ কিংবা দুঃখ চিরকাল তরে
এ জগতে ভাগ্যে থাকে বা কাহার?
কভু নীচে পুনঃ কভু বা উপরে
চক্রনেমি-তুল্য নিয়ম তাহার ॥ ৪৬ ॥

"শাপান্ত হইলেই আমাদের সকল দুঃখের শেষ হইবে,—এই এক আশাতেই বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া আছি। সখি, কল্যাণি, তুমি ও নির্ভয় হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এই জগতে কাহারও ভাগ্যে সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী হয় না। রথচক্রের পরিধি ঘুরিতে ঘুরিতে যে দশা লাভ করে অর্থাৎ তাহার যেদিক নীচে ছিল সেই দিক উপরে উঠে, পুনশ্চ আবার ঐ তদ্দেশ নীচে যায়;—মানুষেরও সেই রূপ আজ সুখ, কাল দুঃখ, আবার সুখ পুনশ্চ দুঃখ এইরূপে চলিতে থাকে। আমাদের অদৃষ্টেও কখন দুঃখ চিরস্থায়ী হইবে না, অচিরেই সুখ আসিবে ॥৪৬॥

*"ভুজগশয়ন তেজি নারায়ণ
উঠিলে,—শাপান্ত হইবে আমার,
কোনমতে, প্রিয়ে, মুদিয়া নয়ন
এই চারি মাস কাটাও এবার ;
আসিবে যখন শরত-রজনী,
চন্দ্রিকায় ধৌত হ'বে ধরাতল,
আমরা মনের সুখেতে, স্বজনি,
বিরহের সাধ পূরাব সকল ॥৪৭॥

---

*উত্থান একাদশীর দিন আমার শাপান্ত হইবে। এই কয় মাস (৪ মাস) কোনমতে চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দেও। তাহার পর সুখের মিলনের সময় শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত রাত্রিতে এই দীর্ঘ বিরহের সকল সাধ উভয়ে প্রাণ ভরিয়া মিটাইব ॥৪৭॥

"বলেছে সে পুনঃ 'একদিন প্রিয়ে,
মম কণ্ঠদেশ করিয়া বেষ্টন,—
নিদ্রাগতা তুমি, কিসের লাগিয়ে
জাগিয়া উঠিলে করিয়া রোদন ;
বারবার আমি পুছিলে কারণ,
হাসিয়া অন্তরে বলিলে আমায়,
"শঠ, আমি এবে হেরিনু স্বপন
অন্য নারী যেন তোমার শয্যায়" ॥৪৮॥১—১৬॥

"যক্ষপত্নি, তোমার প্রিয়তম আরও একটী কথা বলিয়াছেঃ—"একদিন তুমি আমার কণ্ঠ তোমার বাহুপাশে বাঁধিয়া ঘুমাইতেছিলে, হঠাৎ কেন সশব্দে কাঁদিয়া উঠিলে। আমি কেন কেন করিয়া অনেক জিজ্ঞাসা করার পর তুমি মনে মনে হাসিয়া বলিলে "শঠ, আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন একটী অপরিচিতা রমণীকে লইয়া তুমি * * *" ॥৪৮॥

"এই অভিজ্ঞানে, অসিত-নয়নে,
ভাল আছি মোরে জানিও নিশ্চয়,
মোরে অবিশ্বাস করোনা, ললনে,
লোক-অপবাদে করিয়া প্রত্যয় ;
'বিরহেতে প্রেম যায় শুকাইয়া'
না বুঝিয়া লোকে এই কথা কয়,
ভোগের অভাবে জমিয়া জমিয়া
প্রিয়-তরে প্রেম পুঞ্জীভূত রয়" ॥৪৯॥১০৮॥

"প্রিয়তমে, এই যে অতি গোপনীয় কথা, এই কথা-সূচক চিহ্নে তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি কুশলে আছি,—তোমারই আছি। আজ আট মাস আমি বদেশে, কত জনে কত কথা বলিতেছে, লোকের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া ভুলিও না, আমাকে অবিশ্বাস করিও না। 'বিরহে প্রেম কমিয়া যায়'—এ অপ্রেমিকের কথা, সংসারী লোকের কথা। প্রেয়সি, প্রেম কি নষ্ট হইবার সামগ্রী? বিরহে প্রেম ত কমেই না, বরং ভোগের অভাব বশতঃ জমিয়া জমিয়া প্রিয়জনের সেবার্থ ক্রমে ক্রমে প্রেম পুঞ্জীভূতই হইতে থাকে ॥৪৯॥

১। অসিত-নয়নে = কালো চোখ যাঁর (স্ত্রী) তিনি অসিত নয়না ;— সম্বোধনে অসিত-নয়নে।

৮। পুঞ্জীভূত = রাশীকৃত।

প্রথম বিরহে নিতান্ত কাতর
তোমার সখীরে করিয়ে সান্ত্বন,
পশুপতি-বৃষ-খনিত-শিখর-
শৈল হ'তে আশু ফিরিয়া তখন,—
অভিজ্ঞান সহ তাহার কুশল
জানায়ে বাঁচাবে আমার জীবন,
হায়! এ পরাণ শিথিল বিকল
প্রাতে কুন্দ ফুল শিথিল যেমন! ॥৫০॥১—৮॥

"প্রিয়সখে, আমার প্রিয়তমা (তোমার সখী) আর কখনও পতি-বিয়োগ-খেদ অনুভব করেন নাই। এই তাঁর প্রথম বিচ্ছেদ, সেই জন্য তিনি নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। তুমি আমার কথিত কবিতা-দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সেই শিবের বৃষ দ্বারা খুঁড়-শিখর পর্ব্বত হইতে ফিরিও। কিন্তু ফিরিবার অগ্রে প্রিয়ার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান (চিহ্ন) লইবে এবং তাঁর কুশল সমাচার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বাঁচাইবে। আমার জীবন প্রাতঃকালের শিথিল-বৃন্ত কুন্দের ন্যায় শিথিল ও বিকল হইয়া রহিয়াছে; কেবল তোমার আগমন পথ চাহিয়াই বাঁচিয়া থাকিব ॥৫০॥

৩। পশুপতি-বৃষ-খনিত-শিখর-শৈল= যে পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকলকে মহাদেবের বৃষ শিং দিয়া খুঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

প্রিয়-দরশন তুমি প্রিয়বর,
সখার এ কাজ করিবে নিশ্চয়,
ধীর তুমি, তাই না দাও উত্তর
ফল-লাভে মোর নাহি কোন ভয় ;
নীরবে বরষি জুড়াও অন্তর
কাতরে চাতক যাচে যবে জল,
মহত-জনের এ রীতি সুন্দর,
অভীষ্ট-প্রদান উত্তর কেবল ! ॥৫১॥১—৮॥

"হে প্রিয়দর্শন, আমার আশা আছে যে তুমি নিশ্চয়ই সুহৃদের এই কার্য্যটী করিবে। তুমি কোন উত্তর দিতেছ না বলিয়া তুমি আমার প্রার্থনা শুনিলে না বা রাখিবে না, এরূপ মনে করি না। তুমি বাচাল নও, স্বভাবতঃ ধীর, তাই তুমি নীরব আছ। চাতক যখন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে উর্দ্ধমুখে "ফটিক জল" "ফটিক জল" বলিয়া কাঁদিতে থাকে তখন তুমি নীরবে তাহার সেই প্রার্থনা পূরণ কর। মহৎ ব্যক্তিরা মুখে নানা প্রকার প্রতিজ্ঞা প্রলোভন প্রকাশ করেন না, কার্য্য দ্বারাই যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সদুত্তর দেন ॥৫১॥

বন্ধু-স্নেহ-বশে, অথবা তোমার
বিরহীর প্রতি দয়ার কারণ,
অনুচিত এই প্রার্থনা আমার
জলধর, তুমি করিয়া পূরণ ঃ—
বরষা আগমে চারু-শোভা ধ'রে
যথা ইচ্ছা তথা করহ বিহার,
যেন গো তোমায় ক্ষণেকের তরে
না হয় সহিতে বিরহ প্রিয়ার ॥৫২॥১—৮॥

"জলধর আমি আজ নির্বন্ধ সহকারে তোমার নিকট যে প্রার্থনা নিবেদন করিলাম, আমি জানি, ইহা অতি অসঙ্গত প্রার্থনা! কিন্তু অসঙ্গত হইলেও আমার ভরসা আছে যে তুমি নিশ্চয়ই আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিবে। বন্ধু-প্রেম বশতঃই হউক, অথবা এই অভাগ্য বিরহীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই হউক, তুমি আর্দ্র-হৃদয় ধীর পুরুষ;—তুমি নিশ্চয়ই আমার এই প্রার্থনা পূরণ করিবে। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তুমি বর্ষাগমে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া, যেখানে তোমার ইচ্ছা তথায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইও এবং আশীর্ব্বাদ করি, যেন কোনও দিন তোমার বিদ্যুৎ-সুন্দরীর বিরহ-ক্লেশ সহ্য করিতে না হয়। ৫২ ॥

উত্তর মেঘ সমাপ্ত।

মেঘদূতানুবাদ সম্পূর্ণ।

মেঘদূত।

পরিশিষ্ট।

"প্রাসাদে সা দিশি দিশি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা
পর্য্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য।
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি মে কাপি সা সা
সা সা সা সা জগতি সকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ ?॥"

পরিশিষ্টম্।

(১)

মেঘদূত-মূলম্।

(পূর্ব্ব মেঘঃ)

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥১॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥২॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কেতকাধানহেতো
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥৩॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥৪॥

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥৫॥

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥৬॥

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥৭॥

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥৮॥

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

তাং চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষসি ভ্রাতৃ-জায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০ ॥

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সংপৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃপুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥ ১২ ।

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য ॥ ১৩ ॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎসরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥ ১৪ ॥

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তা
দ্বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য ।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেষস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ॥

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭ ॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণী-সবর্ণে !
নূনং যাস্যত্যমরমিথুন-প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যেশ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥

স্থিত্বা তস্মিন্‌বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বূকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়॥ ২০॥

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেসরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
দগ্ধারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে নবজলমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥ ২১॥

অম্ভোবিন্দুগ্রহণ-চতুরাংশ্চাতকান্‌বীক্ষ্যমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।

পয়োধরৈ র্ভীমগভীরনিঃস্বনৈ-
স্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেতসো ভৃশম্।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্
পরিষজন্তে শয়নে নিরন্তরম্।

—ঋতু সংহারম্।

শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ,
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্‌ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২২ ॥ *

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সংপৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৩ ॥

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা ।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥ ২৪ ॥

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎপুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্‌গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৫ ॥

---

* "নবাম্বুমত্তাঃ শিখিনো নদন্তি ।
মেঘাগমে কুন্দসমানদন্তি ॥" —ঘটকর্পরঃ ।
"বিয়দুপচিতমেঘং ভূময়ঃ কন্দলিন্যো
নবকুটজকদম্বামোদিনো গন্ধবাহাঃ ।
শিখিকুলকলকেকারাবরম্যা বনান্তাঃ
সুখিনমসুখিনং বা সর্বমুৎকণ্ঠয়ন্তি ॥"—শৃঙ্গারশতকম্‌ ।

বিশ্রান্তঃসন ব্রজ নগনদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্য্থিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ ২৬॥

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥ ২৭॥

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥ ২৮॥

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥ ২৯॥

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎখণ্ডমেকম্॥ ৩০॥

দীর্ঘীকুর্বন্‌পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥ ৩১ ॥*

হারাংস্তারাংস্তরলগুটিকান্‌কোটিশঃ শঙ্খশুক্তীঃ
শষ্পশ্যামান্‌মরকতমণীনুন্ময়ূখপ্ররোহান্‌।
দৃষ্ট্বা যস্যাং বিপণিরচিতান্‌ বিদ্রুমাণাং চ ভঙ্গান্‌
সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ ॥

প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে
হৈমং তালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্‌ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্যদর্পা-
দিত্যা গন্তূন্‌রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ ॥

পত্রশ্যামা দিনকরহয়স্পর্ধিনো যত্র বাহাঃ
শৈলোদগ্রাস্ত্বমিব করিণো বৃষ্টিমন্তঃ প্রভেদাৎ।
যোধাগ্রণ্যঃ প্রতিদশমুখং সংযুগে তস্থিবাংসঃ
প্রত্যাদিষ্টাভরণরুচয়শ্চন্দ্রহাসব্রণাঙ্কৈঃ ॥

---

* "রামাণাং রমণীয়বক্ত্রশশিনঃ স্বেদোদবিন্দুপ্লুতো
ব্যালোলালকবল্লরীং প্রচলয়ন্‌ ধুন্বন্‌ নিতম্বাম্বরম্‌।
প্রাতর্বাতি মধৌ প্রকামবিকশদ্রাজীবরাজীরজো-
জালামোদমনোহরো রতিরসগ্লানিং হরন্‌ মারুতঃ ॥
—অমরুশতকম্‌।

জালোদ্‌গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩২ ॥

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য ।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অপ্যন্যস্মিঞ্জলধর ! মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ॥ ৩৪ ॥

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৫ ॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৬ ॥

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥ ৩৭ ॥

তাং কস্যাঞ্চিদ্‌ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ॥ ৩৮ ॥

তস্মিন্‌কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রংকমলবদনাৎসোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ॥ ৩৯ ॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যসে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি॥ ৪০ ॥

তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে! লম্বমানস্য ভাবি,
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ?॥ ৪১ ॥

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিত সুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥৪২॥

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥৪৩॥

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি ।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥৪৪॥

আরাধ্যৈনংশরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াৎ বীণিভির্মুক্তমার্গঃ ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্ ॥৪৫॥

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্ ।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥৪৬॥

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসার-প্রভানাম্‌।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্‌ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্‌॥৪৭॥

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথ চ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্‌ ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্‌ মুখানি ॥৪৮॥

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য! সারস্বতীনা-
মন্তঃ শুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥৪৯॥

তস্মাদ্‌গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্‌।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥৫০॥

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী
ত্বং চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥৫১॥

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগানাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ॥৫২॥

তং চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥৫৩॥

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মি-
ন্মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ? ॥৫৪॥

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধধানাঃ ॥৫৫॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সংগীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥৫৬॥

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্‌বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ॥৫৭॥

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥ ৫৮ ॥

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥ ৫৯॥

হিত্বা তস্মিন্‌ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং ব্রজ পদসুখস্পর্শমারোহণেষু॥ ৬০॥

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে! ঘর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভীষয়েস্তাঃ॥ ৬১॥

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিসলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥ ৬২॥

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্॥ ৬৩॥

ইতি পূর্ব্বমেঘঃ।

উত্তর মেঘঃ।

বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ১ ॥

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণী রচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহত তমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎপ্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৩ ॥

মন্দাকিন্যাঃ সলিল-শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৪ ॥

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিত-শিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

নেত্রানীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী—
রালেখ্যানাং নবজলকণৈর্দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা জালমার্গৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥ ৬ ॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গিতানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৭ ॥

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ॥ ৮ ॥

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥ ৯ ॥

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্ ।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ১০ ॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্ ।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যং চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১১ ॥

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন ।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১২ ॥

বাপী চাস্মিন্মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্যনালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলী-বেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে! চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি॥ ১৪॥

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী,
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥ ১৫॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি
মূলেবদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ॥১৬॥

এভিঃ সাধো! হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্॥১৭॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাত-হেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্॥১৮॥

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥১৯॥

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥২০॥

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়া-
নিঃশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণ ক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥২১॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-ব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুর-বচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে! ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥২২॥

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য! নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিৎ
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥২৩॥

শেষান্মাসান্ বিরহ-দিবসস্থাপিতস্যাবধের্ব্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্ত-পুষ্পৈঃ ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥২৪॥

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্ব্বিনোদাং সখীং তে ।
মৎসংদেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥২৫॥

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্ব্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ২৬ ॥

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরাঞ্জালমার্গ-প্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব ।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥ ২৭ ॥

নিঃশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্ ।
মৎসংযোগঃ ক্ষণমপি ভবেৎ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥ ২৮ ॥

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্ ।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎসারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ২৯ ॥

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥৩০॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থংভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি ।
বাচালং মাং ন খলু সুভগংমন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাদ্ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥ ৩১ ॥

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩১ ॥

বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা ।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃকণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্॥ ৩৪॥

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ॥ ৩৫॥

"ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে! বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি॥ ৩৬॥

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সংভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎপরমবহিতা সৌম্য! সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎকিঞ্চিদূনঃ॥ ৩৭॥

তামায়ুষ্মন্! মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং
ব্রূয়াদেবং 'তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে! পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব॥ ৩৮।

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ॥ ৩৯॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিরপদং মন্মুখেনেদমাহ' ॥ ৪০॥

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি॥ ৪১॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ॥ ৪২॥

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥ ৪৩॥

ভিত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ৪৪ ॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণমিব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে ! দুর্ল্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ৪৫ ॥

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎকল্যাণি ! ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্ ।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি-ক্রমেণ ॥ ৪৬ ॥

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্ব্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু" ॥৪৭ ॥

'ভূয়শ্চাহ' "ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বনং বিপ্রবুদ্ধা ।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎপৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
"দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব ! রময়ন্ কামপি ত্বং 'ময়েতি" ॥ ৪৮ ॥

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে ! ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি" ॥ ৪৯ ॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহাদুগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃ কুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫০ ॥

কচ্চিৎ সৌম্য ! ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫১ ॥

এতৎকৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্দেশাঞ্জলদ ! বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ" ॥ ৫২ ॥

ইত্যুত্তরমেঘঃ সমাপ্তঃ।

পরিশিষ্ট।

(২)

উজ্জয়িনী।

(২৭ শ্লোক পূঃ মেঃ।)

উজ্জয়িনী প্রাচীন অবন্তী দেশের রাজধানী। এইখানে ভুবন-প্রসিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিতেন। মহাকবি কালিদাস এই উজ্জয়িনী নগরেই অবস্থান করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই নগরী ভারতবর্ষের নগর সমূহের মধ্যে অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ এই উজ্জয়িনী হইতে পৃথিবীর প্রথম অক্ষাংশ গণনা করিয়াছেন। প্রাচীন উজ্জয়িনী বর্ত্তমান নগরের প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। অম্বরাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ রাজা জয়সিংহ এই নগরে একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীর তটে (আধুনিক সেপ্‌রা) অবস্থিত। মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে এই উজ্জয়িনীর অতি বিস্তৃত মনোহর বর্ণনা আছে।

উদয়ন।

(৩০ শ্লোক পূঃ মেঃ।)

উদয়ন কৌশাম্বী অথবা বৎসদেশের রাজা ছিলেন। কথাসরিৎসাগরে এ সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয় :—উজ্জয়িনী অধিপতি মহারাজা প্রদ্যোতের বাসবদত্তা নাম্নী পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। তিনি স্বপ্নযোগে বৎসরাজ উদয়নের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা হইয়া গোপনে দূত মুখে নিজ মনোরথ জ্ঞাপন করিয়া পাঠান। উদয়ন সেই প্রেম-পরিচয় পাইয়া বাসবদত্তাকে হরণ

কনখল।

(৫০ শ্লোক পূঃ মেঃ।)

হরিদ্বারের সন্নিহিত তীর্থ বিশেষ। এই স্থানে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। পাণ্ডারা এখনও ঐ যজ্ঞকুণ্ড দেখাইয়া দেয়। স্কন্দ পুরাণে "কনখল" নাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাওয়া যায়:—

"খলঃ কোনাঽত্র মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ॥"

অর্থাৎ এমন খল কে আছে যে এই তীর্থে স্নান করিলে সে মুক্তি লাভ না করে? এই জন্য মুনি সকল এই তীর্থের নাম "কনখল" রাখিয়াছেন।

কালিদাস।

কালিদাস ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তিনি ভারতের কবিকুল-রাজচক্রবর্ত্তী। তাঁহার অদ্ভুত কবিযশঃ পৃথিবী ব্যাপ্ত। এ দেশের লোকে তাঁহাকে সরস্বতী দেবীর বরপুত্র বলিয়া থাকেন। সুসভ্য ইউরোপ খণ্ডেও তাঁহার আদর কিছুমাত্র ন্যূন নহে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর মনিয়র উইলিয়ামস্ কালিদাসকে ভারতের সেক্ষপীর বলিয়া-ছেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত উইলসন্, সার উইলিয়াম জোন্স, গ্রিফিথ্স্ প্রমুখ মনীষিগণ তাঁহার অলৌকিক কবি-প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। জার্ম্মাণ দেশের অসাধারণ পণ্ডিত এবং কবি গেটে কালি-দাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নামক নাটক পাঠে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন:—

"Willst du die Blüthe des frühen, die Früchte des
späteren Jahres,
Willst du was reizt und entzückt, willst du was
sättigt und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen
begreifen
Nenn' ich Sakoontala', Dich, und so ist
Alles gesagt."

Translated by E. B. Eastwick :—

"Would'st thou the young year's blossoms and the
fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured,
feasted, fed ?
Would'st thou the Earth and Heaven itself in one
sole name combine ?
I name thee, O Sakoontala ! and all at once is said."

অনুবাদক কর্ত্তৃক মর্ম্মানুবাদ :—

"চাও যদি বসন্তের ফুল্ল ফুলদল,
নিদাঘের মিষ্টতম চারু পক্কফল,
চাও যদি সে সকল—যাহে প্রাণমন
একেবারে মহানন্দে হয় নিমগন,
স্বরগের মরতের শোভা একাধারে
যদি একনামে তুমি চাহ পাইবারে,
শকুন্তলে, তবনাম বলিব তখন,
একনামে সব কাজ হ'বে সম্পাদন।"

মহাকবি কালিদাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী যশঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে কবির জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কিছুই জানিবার উপায় নাই। কালিদাস-প্রণীত কাব্যাবলীর সর্ব্ব প্রধান টীকাকার মহামহোপাধ্যায় সূরি মল্লিনাথ ও (তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন) কবিবরের জীবনী সম্বন্ধে কোনও কথা ব্যক্ত করেন নাই; সম্ভবতঃ উহা তাঁহারও অজ্ঞাত ছিল। এই কারণে লোকে নানা অত্যদ্ভুত উপকথার আশ্রয় লইয়া থাকে। ঐ সকল উপকথা যে ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই উপকথা প্রায় অনেকেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং তাহাদের পুনরাবৃত্তি করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বহুবিধ গবেষণা দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও কম কৌতুহলোদ্দীপক নহে। এ স্থলে ঐরূপ কতকগুলি সিদ্ধান্তের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) মঁসে। হিপোলাইট ফুসে অনুমান করিয়াছেন যে কবি প্রণীত খৃঃ পূঃ ৮০০। রঘুবংশে বর্ণিত শেষ রাজার রাজত্ব সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। এই মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে কবির আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী বলিতে হয়।

(২) সকলেই বলিয়া থাকেন কবি কালিদাস বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৫০০। নামক এক প্রসিদ্ধ নরপতির সভা অলঙ্কৃত করিতেন। মৎস্য পুরাণে এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ বিক্রমাদিত্য শতানীকের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কালিদাস এই বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক হইলে তিনি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিতে হয়।

(৩) এক বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাস্ত করিয়া সংবৎ নামক

খৃ: পূ: ৫৬।

এক শাক প্রচার করেন। কালিদাসের আবির্ভাব কাল এই বিক্রমাদিত্যের সময়ে হইলে তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। সার উইলিয়াম জোন্স, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই মতের সমর্থক। ডাক্তার ফ্লীট মান্দাশোরের খোদিত শিলা লিপির সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে এক বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূ: ৫৬ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি (ফ্লীট) বলেন যে খৃঃ ৬৩৪—৩৫ (৫৫৬ শকাব্দ) অব্দে চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় পুলিকসেন নামক রাজার রাজত্ব সময়ে খোদিত এক শিলালিপিতে কালিদাস ও ভারবির নাম লিখিত থাকা দেখিয়াছেন। প্রোফেশর কীলহর্ণ বলেন যে তিনি খৃঃ ৬০২ অব্দে খোদিত একটী শিলালিপিতে রঘুবংশের একটী কবিতা উৎকীর্ণ দেখিয়াছেন।

(৪) প্রোফেশর কাউয়েল বিবেচনা করিয়াছেন যে অশ্বঘোষ

খ্রীষ্টীয় শাকের আরম্ভ।

প্রণীত বুদ্ধচরিত নামক পুস্তক হইতে সম্ভবতঃ রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের কতকগুলি দৃশ্যের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং তিনি অনুমান করেন যে খ্রীষ্টীয় শাক আরম্ভ হইবার সময়ে কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

(৫) প্রোফেশর লাসেন বিবেচনা করেন যে কালিদাস খৃঃ

খৃ: ৩০০।

তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সমুদ্রগুপ্ত রাজার সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

(৬) গটিন জেনের প্রোফেশর কিলহর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন যে

খৃ: ৪৭২।

মান্দাসোরের শিলালিপির লেখক কালিদাসের ঋতু-সংহার কাব্যের নাম জানিতেন।

(৭) কর্ণেল উইলফোর্ড, মিঃ জেম্‌স প্রিন্সেপ এবং

খ্রীঃ ৫০০। ষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন্ বলেন কালিদাস খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(৮) উজ্জয়িনী নগরে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্ম্মদেব অথবা হর্ষ-বিক্রমাদিত্য নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। অনেকের মতে কালিদাস এই রাজার সভায় নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। সেই নবরত্ন সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটী দৃষ্ট হয়:—

"ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসঃ।
খ্যাতো বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি—এই নয়জন পণ্ডিত নবরত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ।*

বিখ্যাত কাশ্মীর ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী"র রচয়িতা কহ্লনমিশ্র এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বিক্রমাদিত্য কবি-দিগের আশ্রয়দাতা এবং নানাবিধ বরণীয়গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। মাতৃগুপ্ত, বেতাল মেন্থ (মেন্থ = ভট্ট) এবং ভর্ত্তৃমেন্থ এই তিন জন কবি তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। অনেকে বিবেচনা করেন নীতি-শতক প্রভৃতির কবি ভর্ত্তৃহরি এবং ভর্ত্তৃমেন্থ একই ব্যক্তি। ভর্ত্তৃহরির শতককাব্যগুলির (নীতি শৃঙ্গার ও বৈরাগ্য) রচনা কালিদাসের রচনার অনেকটা অনুরূপ। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মধ্যে ভর্ত্তৃহরির রচিত ২।১ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কবি ভর্ত্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বয়ং রাজা ছিলেন বলিয়া সাধারণ্যে যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহা শতককাব্যগুলির

---

* প্রোফেসর এইচ জেকোবি বিশেষ অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে এই শ্লোক খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

কবিতা পাঠে, অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। এই কাব্যে দারিদ্র্য-দুঃখ সম্বন্ধে যে কতকগুলি শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে কবি নিজে ঐ দুঃখ বিশেষ পরিমাণে ভোগ করিয়াছিলেন। কোনও সমৃদ্ধ রাজ-কবির লেখনী হইতে এরূপ শ্লোক নির্গত হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় (১) তবে কবির হৃদয় সকলের সহিত ই সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ তাহা সর্ব্বকালেই দৃষ্ট হয় সুতরাং এ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন কথা বলা সঙ্গত নহে।

কহ্লন মিশ্র লিখিয়াছেন যে উজ্জয়িনী অধিপতি মহারাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের চেষ্টায় রাজা দ্বিতীয় প্রবর সেন কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ হর্ষ-বিক্রমের অনুরোধেই মাতৃগুপ্তও কাশ্মীর রাজ্যে রাজরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যাটক হুয়েন সাঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে রাজা দ্বিতীয় প্রবর সেনের সময় নির্ণীত করা যাইতে পারে। হুয়েন সাঙ্গ দেশ পর্য্যটন ব্যপদেশে কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে রাজা প্রবর সেন তাঁহাকে বহু সম্মাননার সহিত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবর সেনই বিতস্তা নদীর উপর দিয়া এক সেতু প্রস্তুত করেন এবং ঐ সেতুর বিষয় উল্লেখ

(১) জাতির্যাতু রসাতলং গুণগণস্তস্যাপ্যধো গচ্ছতা
শীলং শৈলতটাৎপতত্বভিজনঃ সন্দহ্যতাং বহ্নিনা।
শৌর্যে বৈরিণি বজ্রমাশু নিপতর্থোঽস্তু নঃ কেবলং
যেনৈকেন বিনা গুণাস্তৃণলবপ্রায়াঃ সমস্তা ইমে ॥ ৩৯ ॥
তানীন্দ্রিয়াণি সকলানি তদেব কর্ম সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মনা বিরহিতঃ পুরুষঃস এবত্বন্য ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ ॥৪০॥
যস্যাস্তি বিত্তঃ স নরঃ কুলীনঃ স পণ্ডিতঃস শ্রুতবান্‌গুণজ্ঞঃ।
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি ॥৪১॥ নীতিশতক

করিয়া মাগধী ভাষায় সেতুকাব্য নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস কালিদাস ঐ সেতুকাব্যের কবি।

মহা কবি বাণভট্ট নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রবর সেনের কীর্ত্তি এবং কালিদাসের রচনার মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন।

"কীর্ত্তিঃ প্রবর সেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা।
নির্গতাসু নবা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসাদ্র্াসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥"

এই কবি বাণভট্ট খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার রচিত "হর্ষ চরিত" পুস্তক পাঠে নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে তিনি কনোজাধিপতি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হুয়েন সাঙ্গও হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক অতিশয় সম্মান সহকারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। "হর্ষচরিতের" বর্ণনার সহিত হুয়েন সাঙ্গের লিখিত বিষয়ের অতি সুন্দর মিল আছে। এই জন্য অনুমান করা যাইতে পারে যে হুয়েন সাঙ্গ এবং বাণভট্ট সমসাময়িক; কালিদাস তাঁহাদের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

স্থির হইয়াছে যে নবরত্নের মধ্যে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষাচার্য্য বরাহ মিহির খৃঃ ৫৭০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সভাতেই এই প্রসিদ্ধ "নবরত্ন" শোভা পাইতেন ইহাই অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস।

"রাজতরঙ্গিনীতে" কিন্তু কালিদাসের নামোল্লেখও নাই। যে "রাজতরঙ্গিনী"তে অন্যান্য কবি ও গ্রন্থকারদিগের যথাযোগ্য প্রচুর উল্লেখ আছে, সেই গ্রন্থে কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের বিষয় কিছুমাত্র লিখিত না থাকা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

ঐ গ্রন্থে মাতৃ-গুপ্ত নামে এক কবির উল্লেখ আছে। বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার ভাউ দাজী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মাতৃ-গুপ্ত এবং কালিদাস অভিন্ন ব্যক্তি। সাধারণের বিশ্বাস আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। রাজ-তরঙ্গিনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশ্মীর-রাজ হিরণ্যের মৃত্যুর পর মহারাজ হর্ষবিক্রম কিছুদিনের জন্য মাতৃ-গুপ্তকে কাশ্মীর-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কালিদাস মাতৃ-গুপ্ত নামে কাশ্মীরে পরিচিত থাকায় কহ্লন মিশ্রের "রাজ-তরঙ্গিনী"তে কালিদাস নামের উল্লেখ নাই।

কালিদাস যে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন, তাহা মল্লিনাথ কৃত মেঘদূতের টীকা হইতেও প্রমাণিত হইতে পারে। তিনি পূর্ব্বমেঘের ১৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে দিঙ্নাগ কালিদাসের সমসাময়িক এবং দোষদ্রষ্টা সমালোচক ছিলেন। ডাক্তার ভাউ দাজী বলেন যে বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ খৃঃ ৫৪১ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন, দিঙ্নাগ ঐ অসঙ্গের ছাত্র ছিলেন। দিঙ্নাগ প্রণীত গোতমসূত্র-বৃত্তি এখনও পাওয়া যায় এবং প্রোফেসার ই, ই, হিল তাঁহার কৃত বাসবদত্তার টীকায় ঐ বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে, মালব গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে প্রসিদ্ধি আছে যে কালিদাস উজ্জয়িনী নগরে ভোজ রাজার সভায় শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে শোভা পাইতেন। কর্ণেল টড্ স্বপ্রণীত "রাজস্থান" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে যত দিন হিন্দু সাহিত্য জগতে জীবিত থাকিবে তত দিন রাজা ভোজ প্রামার ও তাঁহার নবরত্নের নাম কখন[illegible] লুপ্ত হইবে না। তিনি তিন জন ভোজ রাজার উল্লেখ করিয়াছেন[illegible] প্রথম খৃঃ ৫৭৫, দ্বিতীয় ৬৬৫ ও তৃতীয় ১০৪৪ অব্দে আ[illegible]

ছিলেন। কালিদাস এই তিন জন ভোজ রাজার মধ্যে কাহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন তাহা বলিবার উপায় নাই।

ভোজপ্রবন্ধ এবং আইন আকবরীর মত অবলম্বন করিয়া মিঃ বেণ্টলী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কবির আশ্রয়দাতা রাজা ভোজ-বিক্রম খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে রাজ্য করিতেছিলেন।

পণ্ডিতদিগের এই সকল মতের আলোচনা করিয়া কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নাই। কোথায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দী আর কোথায় খৃঃ একাদশ শতাব্দী! তাঁহার প্রণীত পুস্তকে গ্রীক রমণীদিশের (যবনী) সসম্ভ্রম উল্লেখ আছে; পিণ্ড খর্জ্জুরের উল্লেখ আছে, পাটল পুষ্প বা গোলাপ ফুল এবং কুঙ্কুমের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। গ্রীক আক্রমণের পর তিনি যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়। তাঁহার জন্মস্থান কাশ্মীর বা তৎসান্নিহিত প্রদেশে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সংস্কৃতে ও বহু প্রাদেশিক ভাষায় তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল, লোকচরিত্র অধ্যয়নে তিনি নিপুণ ছিলেন। পণ্ডিতদিগের অনুমানের উপর নির্ভর করিলে তিনি খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী অধিপতি মহারাজ যশোধর্ম্মদেব অথবা হর্ষবিক্রমাদিত্যের সভার প্রধান রত্নরূপে শোভা পাইতেন ও তাঁহার রাজশ্রীর উজ্জ্বল মুকুটের নায়কমণি ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

কুমার।

(৪৩ শোক, পূঃ মেঃ।)

[illegible]কালে ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া তারক নামক এক অসুর [illegible] বলবান হইয়া উঠেন এবং তিনি দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীভূত করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তিনি অপরের

সংশোধনী।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধম্	শুদ্ধম্
১০৯	১৩	র্বাষ্পি	র্বাষ্প
১১২	২	দ্বল্মাক	দ্বল্মীক
,,	৯	মূর্দ্ধ্না	মূর্দ্ধ্না
,,	১৪	রুঢ়ে	রূঢ়ে
১১৫	১	সন	সন্
১২১	১৫	মুদ্ধৃত	মুদ্ধৃত
১২৪	১১	নালিন্তঃ	নলিন্তঃ
,,	১৭	বিত্তে	বিত্তে
১৩১	২০	শ্বাস্তং	ভাষ্যং
১৩২	১২	রুচি	রুচি

বিজ্ঞাপন।

উপনিষদের উপদেশ প্রথম খণ্ড।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম্‌-এ প্রণীত।

("জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্‌" কর্তৃক পাঠ্যগ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত)।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অবতরণিকায় সাংখ্য-বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের মৌলিক ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ২৷০ মাত্র; ডাঃ মাঃ ।০ মাত্র। সর্ব্বত্র প্রচুররূপে প্রশংসিত।

শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"অবতরণিকায় আপনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল এবং ইহা বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন ও গৌরব-বর্দ্ধন করিবে।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—"গ্রন্থরচনায় প্রভূত পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন"।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন—"আপনি সর্ব্বত্রই এ গ্রন্থ দ্বারা প্রশংসা লাভ করিতে পারিবেন"।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ——"ভাষ্যের তাৎপর্য্য বর্ণন আপনি বড়ই সুন্দর ভাবে করিয়াছেন। আপনার আবিষ্কৃত পথ বড়ই সুন্দর ও অনুকরণীয়"। এইরূপ বহু প্রশংসা আছে। শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর গ্রন্থকারকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের এবং কোচবেহারে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।